পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 344 Sunday, 17 November, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৩৪৪ সংখ্যা ❋ ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, রবিবার, ১৭ নভেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

মাত্রাতিরিক্ত বায়ুদূষণ ও ধোঁয়াশায় নাজেহাল অবস্থা রাজধানী দিল্লিতে। পাতা-২

আদিবাসীরা তাদের পুরোনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে সুন্দরবনে। পাতা-৩

শীতের মুখে বাজারে এল নতুন আলু। কিন্তু দাম ২০০ টাকা প্রতি কিলো। পাতা-৭

রনজিতে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ শেষে জয়ের দেখা পেল বাংলা। পাতা-৮

মণিপুরে শান্তি ফেরাতে এবার কঠোর 'পদক্ষেপ', সেনাকে মুক্তহস্ত দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর ঃ গত কিছুদিন ধরে মণিপুরে নতুন করে হিংসা ছড়াচ্ছে। জিরিবাম জেলার তিনজন মেতেই মহিলার দেহ শুক্রবার অসমের শিলচরের মর্গে আনা হয়। মহিলা ও শিশুদের অপহরণে অভিযুক্ত ছিলেন কুকি জঙ্গিরা। তারাই কি হত্যাকারী? এই প্রশ্নের মধ্যেই একটি বিবৃতি জারি করে নিরাপত্তা বাহিনীকে মুক্তহস্ত দিল কেন্দ্র। শনিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে মণিপুরের নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা সহিংসতায় লিপ্ত হচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রাণহানি হচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে। (রাজ্যে) শান্তি ও শৃঙ্খলা ফেরাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হচ্ছে সমস্ত নিরাপত্তা বাহিনীকে। কেউ সহিংস ও বিশৃঙ্খার কাজে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কার্যত কেন্দ্রীয় নির্দেশনামায় মণিপুরে হিংসা রুখতে মুক্তহস্ত দেওয়া হল নিরাপত্তা বাহিনীগুলিকে। এছাড়াও একই নির্দেশিকায় গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলি দ্রুত তদন্তের জন্য এনআইএ-র কাছে হস্তান্তর করার কথা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বার্তা, শান্তি বজায় রাখুন, গুজবে বিশ্বাস করবেন না। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঝাঁসির হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু, মন্তব্য করে কটাক্ষের শিকার কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ ঝাঁসির হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য করে উল্টে কটাক্ষের শিকার হলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। এক্সবার্তায় শনিবার তিনি লিখেছেন, উত্তরপ্রদেশ। ঝাঁসির হাসপাতাল। আগুনে ১০ নবজাতকের মৃত্যু। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বেহাল থাকার অভিযোগ। দাবি এক, দফা এক... করবেন না?অয়ন্তিকা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, আপনি যখন অন্যের দিকে তর্জনী তাক করেন মনে রাখবেন বাকি তিনটি আঙুল আপনাকেই নির্দেশ করে। সুতরাং বাংলাতেই ফোকাস করুন। দেবাশিস প্রধান লিখেছেন, ১০ জন নবজাতকের মৃত্যু খুবই মর্মান্তিক। দফা এক, দাবি এক, এসব না করেও আন্দোলন করা যায় ওটা দেখান সবাইকে। আপনার সাংবাদিক সম্মেলন করুন, ইউপি-তে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খারাপ এটা তো বলতেই পারেন, পার্লামেন্টে ঝড় তুলতে পারেন, আপনাদের সহযোগী অখিলেশ যাদব সাহেবকে নিয়ে পথে নামুন। আদিত্য দাশগুপ্ত লিখেছেন, ওরা সাধারণ মানুষের জন্য কোনও দাবি করে না, এখানেই তো ৩০টা লোক বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। ওদের শুধু ইনকাম চাই। ব্যাস... আর কিছু না! সন্ধি চক্রবর্তী লিখেছেন, আগে নিজের ঘর ঠিক করুন, তারপর অন্যের ঘরের অবস্থা বিশ্লেষণ করবেন.....!মুরোদ নেই আট আনা খালি বড় বড় কথা ......! প্রসঙ্গত, গত আগস্টে আর জি কর মেডিকেল কলেজে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন অঞ্চল। 'দাবি এক, দফা এক, মমতার পদত্যাগ'- এই স্লোগান ওঠে নানা জায়গায়। সেই প্রেক্ষিতেই শনিবার এই স্লোগানের উল্লেখ করেছেন কুণাল।

জম্মু ও কাশ্মীর ফের রাজ্যের মর্যাদা পাবে ঃ ফারুক আব্দুল্লাহ

জম্মু, ১৬ নভেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীর ফের রাজ্যের মর্যাদা পাবে, আর তা নিয়ে আশাবাদী ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর প্রধান ফারুক আব্দুল্লাহ। শনিবার জম্মুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীর ফের রাজ্যের মর্যাদা পাবে, তাতে কোনও সংঃদহ নেই। ফারুকের কথায়, নতুন সরকার গঠনের পর কত দিন অতিবাহিত হযেছে? কত সপ্তাহ? আকাশ থেকে কি রাজ্যের মর্যাদা আসবে? জম্মু ও কাশ্মীর ফের রাজ্যের মর্যাদা পাবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 'কাটোগে তো বাটেঙ্গে' স্লোগান প্রসঙ্গে ফারুক আব্দুল্লাহ বলেন, এর মানে কী? এই স্লোগানটা কী? আমি বুঝতে পারছি না এর মানে কী। 'কাটোগে তো বাটেঙ্গে' মানে কী? আমি জানি না। ভারত কি এক নয়? ভারতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। ভারত শক্তিশালী হবে যখন বৈচিত্র্য শক্তিশালী হবে।

কোর কমিটিতে কেষ্টর অন্তর্ভুক্তির পর জোরাল ঐক্যের বার্তা কাজলের

'অনুব্রত অভিভাবক'

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৬ নভেম্বর ঃ বোলপুরে হল হাইভোল্টেজ বৈঠক। খোদ দলনেত্রীর নির্দেশে এই বৈঠক হল বলে জানতে পারা গিয়েছে। সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল দলীয় কর্মীরা। শনিবার বোলপুরের দলীয় কার্যালয়ে বৈঠকে বসে তাঁরই তৈরি করে দেওয়া তৃণমূলের কোর কমিটি। আর ঘণ্টা দেড়েকের বৈঠকের পর সকলেই একবাক্যে জানালেন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবেন কমিটির সাত সদস্য। উল্লেখ্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি করে দেওয়া কোর কমিটি ছিল ৬ সদস্যের। শনিবার তাতে জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ায় সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল সাতে। তাঁকে ' বলে উল্লেখ করে দ্বন্দ্বের গুঞ্জন ওড়ালেন কাজল শেখ। আর কোর কমিটির আহ্বায়ক তথা বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী

জানালেন, জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। এতদিন পর তিনি জেলায় ফিরেছেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে কাজে এগোবে কোর কমিটি। যাঁর সঙ্গে অনুব্রতর দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্ব নিয়ে জেলার অন্দরে এত জল্পনা, জেলা পরিষদের সভাতিপতি সেই কাজল শেখ হাসিমুখে জানালেন, উনি অভিভাবক। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলবেন সকলে। বৈঠক শেষে কোর কমিটির অন্যান্য সদস্যরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেও অনুব্রত মণ্ডল এনিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। কোর কমিটির পরবর্তী বৈঠক হবে ১৫ ডিসেম্বর। প্রতি মাসেই একবার করে বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বীরভূমের তৃণমূল নেতৃত্ব। সমস্ত বৈঠকে হাজির থাকার কথা অনুব্রত মণ্ডলের। এদিন বৈঠকের পর কাজল শেখকে বেশ ফুরফুরে মেজাজে দেখা গেল। জেলার পার্টি অফিসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বললেন, উৎসবের মরশুম শেষে আমরা বৈঠকে বসলাম। খুব ভালোভাবে আলোচনা হয়েছে। আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জেলা সংগঠনের কাজ করব। ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচন। জেলায় ভালো ফলাফলের জন্য সকলে একসঙ্গে ঝাঁপাব। কীভাবে কাজ হবে, তা আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। এর পর অনুব্রত প্রসঙ্গ উঠতেই কাজল শেখ জানান, উনি আমাদের অভিভাবক। আমার রাজনৈতিক গুরু। উনি যেভাবে বলবেন, আমরা সবাই চলব। পরে কোর কমিটির আহ্বায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীর বক্তব্যেও একই সুর। তিনি আবার কটাক্ষের সুরে বললেন, অনুব্রত-কাজল নিয়ে অনেক জল্পনা হচ্ছিল। আজ স্পষ্ট হয়ে গেল, তাঁদের মধ্যে কখনও কোনও দ্বন্দ্ব ছিল না, নেইও। আমরা সবাই একসঙ্গে ছিলাম,রয়েছি।

ঝাঁসি মেডিকেল কলেজে আগুনে ১০টি শিশুর মৃত্যু, ১২ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট তলব

ঝাঁসি, ১৬ নভেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি মেডিকেল কলেজের নিওনেটাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (এনআইসিইউ) ভয়াবহ আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে ১০টি শিশুর। শুক্রবার রাতে ঝাঁসির মহারানি লক্ষ্মীবাঈ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিওনেটাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে আগুন লাগে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকেই হাসপাতালের শিশু বিভাগে আগুন লেগেছে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মৃত শিশুদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। শনিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে, অগ্নিকাণ্ডে মারা যাওয়া নবজাতক শিশুদের বাবা-মাকে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ৫ লক্ষ টাকা এবং আহতদের পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা সহাযতা দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ঝাঁসির বিভাগীয় কমিশনার এবং ডিআইজিকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে এই ঘটনার বিষয়ে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। শুক্রবার রাতেই

ঝাঁসি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পৌঁছন উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক। তিনি বলেছেন, এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে...স্থানীয় প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। ১০টি নবজাতক শিশু মারা গিয়েছে, ৭টি দেহ শনাক্ত করা হয়েছে, ৩টি এখনও শনাক্ত করা হয়নি, প্রয়োজনে ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এটি অক্সিজেন কনসেনট্রেটরের ভিতরে শর্ট সার্কিটের ঘটনা। আমি নিজে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি এবং আমরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে আছি। আগুনে মারা যাওয়া এক নবজাতকের স্বজনরা বলেছেন, আমাদের নবজাতককে এখানে একমাস ধরে ভর্তি করানো হয়েছিল। গতকাল অপারেশনের পর সেখানে (এনসিআইইউ) শিশুটিকে ভর্তি করা হয়। গতকাল রাত ১০টা নাগাদ আগুন লাগে, আমরা ছুটে যাই। শিশুটিকে বের করার জন্য কিন্তু আমাদের আটকে দেওয়া হয়। পরে আমরা অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও শিশুটিকে খুঁজে পাইনি, পরে আমাদের জানানো হয়, আমাদের শিশুটি আগুনে পুড়ে মারা গেছে।

'দল পাশে আছে', মমতার ফোন, লড়াইয়ের বার্তা কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ কসবায় তৃণমূল কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে গুলিচালনা, অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা-শুক্রবার রাতের ঘটনা ঘিরে এই মুহূর্তে তোলপাড় শহর। গতকাল রাতে খবর পেয়েই সুশান্ত ঘোষকে ফোন করে খোঁজখবর নিয়েছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর শনিবার তাঁকে ফোন করেন দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়েছেন, দল পাশে আছে। শনিবার মমতার ফোনের কথা জানিয়েছেন সুশান্তবাবু নিজেই। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কাউন্সিলরের আরও বক্তব্য, শুক্রবার ঘটনার অভিঘাতে তিনি রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু দলের সমর্থন পেয়ে এবং এতদিনকার রাজনৈতিক কেরিয়ারের কথা ভেবে পরে মতবদল করেছেন। সুশান্তবাবুর কথায়, নিজের বাড়ির সামনে এমন ঘটনায় আমি এতটাই হতাশ হয়েছিলাম যে সাময়িক অভিঘাতে রাজনীতি ছাড়ার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু রাতে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে সেই মত বদলেছি। এতদিন ধরে এখানে রাজনীতি করছি, মানুষের সেবা করেছি। এখন আমি এখান থেকে সরে গেলে এ ধরনের সমাজবিরোধী শক্তি আরও মাথাচাড়া দেবে। তৃণমূলে থেকেই এদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সুশান্ত ঘোষকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে যারা এখনও পর্যন্ত ধরা পড়েছে, তারা ভিনরাজ্যের। পুলিশের জেরায় স্বীকার করেছে, খুনের জন্য আড়াই হাজার টাকা অগ্রিম সুপারি নিয়েছিল। তবে শেষমুহূর্তে বন্দুকের ট্রিগার জ্যাম হয়ে যাওয়ায় গুলি বেরয়নি বলে কাউন্সিলর প্রাণে রক্ষা পান। এনিয়ে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম পুলিশকে নিশানা করে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। শনিবার দুপুরে তিনি সুশান্তবাবুর রাজডাঙার বাড়িতেও যান। পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তবে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ফিরহাদের সঙ্গে একমত হলেন না সুশান্তবাবু। তিনি বললেন, আমার মনে হয় না, পুলিশের শৈথিল্য আছে। ১২ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। গলসি থেকেও একজন গ্রেপ্তার হয়েছে বলে খবর পেলাম। তদন্ত চলছে। যেটুকু যা বাকি আছে, তাও পুলিশ দু-একদিনের মধ্যে সমাধান করে ফেলবে বলে আমি আশা করি।

পুলিশের জালে কসবা কাণ্ডের 'মাস্টারমাইন্ড' ইকবাল সহ ৩

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ নবেম্বর ঃ ২৪ ঘণ্টা পেরলো না, তার আগেই কসবা কাণ্ডে বড় সাফল্য পেল পুলিস। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, পুলিশের জালে ধরা পড়েছে মাস্টারমাইন্ড ইকবাল। তার আসল নাম আফরোজ খান। পূর্ব বর্ধমানের গলসি থেকে আটক করা হয়েছে তাকে। নিয়ে আসা হচ্ছে কলকাতায়। ধৃতকে জেরা করে ঘটনার শিকড়ে পৌঁছনো যাবে বলে আশাবাদী তদন্তকারীরা। এদিকে শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে যান কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা। শুক্রবার রাতে কসবার কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর চেষ্টা করে আততায়ীরা। তবে বন্দুক জ্যাম হয়ে যাওয়ায় বরাতজোড়ে প্রাণে বাঁচেন তিনি। এদিকে কাউন্সিলরের শাগরেদরা ধরে ফেলেন এক অভিযুক্তকে। তাকে জেরা করেই আরও একজনকে আটক করে পুলিশ। প্রকাশ্যে আসে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুরপিতাকে খতম করার নির্দেশ কার ছিল? কোথায় লুকিয়ে ছিল হামলাকারীরা? জানা যায়, ১০ হাজার টাকার সুপারি দেওয়া হয়েছিল কাউন্সিলর খুনে। অগ্রিম দেওয়া হয় আড়াই হাজার টাকা। বৃহস্পতিবার রাতে ট্রেনে বিহার থেকে হাওড়া আসে যুবরাজ সিং, ইকবাল-সহ তিন সুপারি কিলার। তাদের জন্য হাওড়া স্টেশনের বাইরে অপেক্ষায় ছিল ট্যাক্সিচালক আহমেদ। সে-ই ট্যাক্সিতে তাদের নিয়ে যায় বন্দর এলাকার গোপন ডেরায়। রাতে সেখানে বসেই হয় ছক। পরিকল্পনামাফিক শনিবার সন্ধেয় হামলা চালানো হয়। এবার জালে মূলচক্রী। প্রসঙ্গত, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভিনরাজ্যের দুষ্কৃতীদের নিয়ে ফের সতর্ক করেছেন ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাইরের ক্রিমিনাল। কী কী করছে তারা! মুখ্যমন্ত্রী বার বার সতর্ক করেছেন, বাইরের রাজ্য থেকে যেন দুষ্কৃতীরা না ঢুকতে পারে। সীমানাগুলোয় নজরদারি বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কীভাবে ঢুকছে তারা? পুলিশকে বলছি, এদের দ্রুত গ্রেপ্তার করো। আমি চাই, কোনও অপরাধী থাকবে না।

কসবাকাণ্ডে পুলিশকে কড়া বার্তা ফিরহাদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ পুলিশকে কড়া বার্তা দিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বললেন, 'অ্যাক্ট নাও'। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফিরহাদ হাকিম কসবায় শুটআউট প্রসঙ্গে বলেন, এনাফ ইজ এনাফ। উত্তরপ্রদেশের কালচার এখানে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। বাংলা সংস্কৃতির জায়গা। পুলিশকে বলব, অ্যাক্ট নাউ। পুলিশ কোথায়? সুশান্তের পরিবারের পাশে আছি। সুশান্তকে পিস্তল তাক করে গ্রেফতার হওয়া যুবরাজ পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, তাঁর উপর খুনের ' ছিল না। কাউন্সিলরকে ভয় দেখানোর দায়িত্ব ছিল তাঁর উপরে। তাঁর পিছনে আরও দুই সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু ওই তরুণের পিছনে আর কাউকে দেখা যায়নি বলে জানাচ্ছে পুলিশ।

কসবায় ঘটনাস্থলে পুলিশ কমিশনার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ শুক্রবার রাতে নিজের বাড়ির সামনে প্রাণঘাতী হামলার আশঙ্কার মুখে পড়েন তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ! এই ঘটনার পর শনিবারও আতঙ্ক কাটেনি কসবা এলাকায়। এই অবস্থায় শনিবার দুপুরে ঘটনাস্থলে যান কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। শনিবার দফায় দফায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্তে অগ্রগতির চেষ্টায় পুলিশ। হামলাকারী কারা, তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে কী উদ্দেশে খুনের চক্রান্ত হয়েছিল, সেসবের উত্তর খোঁজা চলছে এখনও। সিপি সাংবাদিকদের বলেন, বিহার থেকে ৩ জন এসেছিল। একজন ট্যাক্সি চালকও ছিল। ২জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। কসবায় তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের ওপর হামলার ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রধান অভিযুক্ত মহম্মদ ইকবালকে পাকড়াও করেছে পুলিশ। তাকে লালবাজারে নিয়ে গিয়ে জেরা শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। জানা যাচ্ছে, ধৃত যুবরাজ সিংয়ের বয়ানের ভিত্তিতে ইকবালের স্কেচ আঁকা হয়েছিল। সেই সূত্রে একাধিক এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে তাকে পাকড়াও করেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দমন শাখার কর্তারা।

এবার রাহুলের হেলিকপ্টারে তল্লাশি কমিশনের

১৬ মুম্বই, ১৬ নভেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে বিধানসভা নির্বাচন প্রচারে অংশ নিতে গিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ব্যাগ তল্লাশি করার ঘটনা এখন রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে। শনিবার নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা তাঁর ব্যাগ পরীক্ষা করেন, যা নিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। বিরোধী দলগুলো অভিযোগ তুলেছে, নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর করতে পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে এবং শুধুমাত্র ইন্ডিয়া ব্লক নেতাদের লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছে। শনিবার রাহুল গান্ধী মহারাষ্ট্রের আমরাবতীতে বিধানসভা নির্বাচনী প্রচারে পৌঁছান। সেই সময় নির্বাচন কমিশনের কর্তারা তাঁর ব্যাগ তল্লাশি করেন। কমিশনের কর্মকর্তাদের দাবি, এটি রুটিন চেকিং-এর অংশ। তবে বিরোধী দলগুলির মতে, এই ধরনের ঘটনা বিরোধীদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। রাহুল গান্ধী কংগ্রেসের প্রধান প্রচারক এবং ইন্ডিয়া ব্লক নেতাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ। তাই তাঁর প্রতি এই আচরণকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখা হচ্ছে।এই ঘটনা ইতিমধ্যেই বিজেপি ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, বিজেপি তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করছে। কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা বলেছেন, এই ধরনের তল্লাশি শুধুমাত্র ইন্ডিয়া ব্লক নেতাদের ক্ষেত্রে কেন করা হচ্ছে। বিজেপি নেতাদের ক্ষেত্রে কেন এমন কঠোরতা দেখা যাচ্ছে না? এটি স্পষ্ট যে, বিজেপি সরকার তার প্রভাব ব্যবহার করে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, বিজেপি দাবি করেছে যে নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং সবার জন্য সমান আচরণ করছে। বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, আইনের চোখে সবাই সমান। কমিশনের কাজ নিয়ম রক্ষা করা, এবং তা করতে গিয়ে কাউকে বিশেষ ছাড় দেওয়া উচিত নয়। বিরোধীরা অযথা এই বিষয়টিকে রাজনৈতিক রঙ দিতে চাইছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এই ধরনের তল্লাশি সাধারণ একটি প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর করতে এটি করা হয়েছে। কমিশনের এক কর্মকর্তা বলেন, আমরা কেবল নিয়ম মেনে চলেছি।

এতে পক্ষপাতের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে কমিশনের এই বক্তব্য বিরোধীদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে, কেন শুধুমাত্র বিরোধী শিবিরের নেতাদের ক্ষেত্রেই এ ধরনের কড়াকড়ি দেখা যায়। বিরোধী জোট ইন্ডিয়া ব্লক-এর নেতারা দীর্ঘদিন ধরেই নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। তাদের মতে, কমিশন বিজেপি সরকারের প্রভাবাধীন হয়ে কাজ করছে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, নির্বাচন কমিশন যদি সত্যিই নিরপেক্ষ হয়, তাহলে একই কঠোরতা বিজেপি নেতাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা বাস্তবে যা দেখছি, তা পক্ষপাতেরই প্রমাণ। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র মহুয়া মৈত্র বলেন, এই ঘটনা আরও একবার প্রমাণ করল যে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে না। এটি গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে বিজেপি ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে প্রতিযোগিতা তুঙ্গে। এই পরিস্থিতিতে রাহুল গান্ধীর মতো প্রভাবশালী নেতার ব্যাগ তল্লাশি নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ক্ষমতায় থাকার কারণে তারা নির্বাচন কমিশনের উপর তাদের প্রভাব খাটাচ্ছে বলে বিরোধীরা অভিযোগ তুলছে। তাদের প্রচার কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা হচ্ছে বলে দাবি করছে। সাধারণ জনগণের মধ্যেও এই ঘটনাটি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। অনেকেই মনে করছেন, নির্বাচন কমিশন তার দায়িত্ব পালন করছে। অন্যদিকে, কেউ কেউ বিরোধীদের দাবি সমর্থন করে বলছেন, এটি সত্যিই পক্ষপাতমূলক আচরণের উদাহরণ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই ঘটনা বিরোধীদের মধ্যে আরও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ইঙ্গিত দিতে পারে। বিজেপি এবং বিরোধী শিবিরের মধ্যে এই টানাপোড়েন মহারাষ্ট্রের নির্বাচনী ফলাফলের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। রাহুল গান্ধীর ব্যাগ তল্লাশি নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক ভারতীয় রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে একই সঙ্গে প্রয়োজন সমান আচরণ। নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ এবং গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করতে হবে। এই ঘটনা নির্বাচন কমিশনের উপর জনআস্থা বৃদ্ধির পরিবর্তে তার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এমন একটি ঘটনা বিরোধী শিবিরের প্রচারকে আরও জোরদার করতে পারেবলে মনে করা হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই উঠল সংবিধান বদলের দাবি!

ঢাকা, ১৬ নভেম্বর ঃ বদলে দিতে হবে পুঁজিবাদী সংবিধান। সর্বসাধারণের ব্যবহৃত ভাষায় তা লিখতে হবে নতুন করে। এমনই দাবি উঠল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সম্মেলনে। 'সিটিজেন ইনিশিয়েটিভ' নামের ওই সম্মেলনে উঠল একরাশ দাবি। যা থেকে পরিস্কার হয়েছে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে সরে এসে পরিপূর্ণ ইসলামিক দেশ হয়ে উঠতে মুজিব-হাসিনার ইতিহাসকে কার্যতই মুছে নতুন পথে এগোতে চাইছে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ আসাদুজ্জামান সংবিধান সংক্রান্ত মামলায় বাংলাদেশ হাই কোর্টে দাবি করেছেন দেশের ৯০ শতাংশ নাগরিক মুসলিম। অতএব, বাংলাদেশের সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটির কোনও প্রয়োজন নেই। এই শুনানিতেই উঠে আসে সংবিধানে ব্যবহৃত প্রসঙ্গ। ১৯৭২ সালে মুজিবুর রহমান জমানায় যে সংবিধানে তৈরি হয়েছিল, সেখানে 'জাতীয়তাবাদ' 'সমাজতন্ত্র' 'গণতন্ত্র'

এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দগুলি ছিল। জানা গিয়েছে, সেই সমস্ত শব্দগুলো বাদ দেওযার দাবি উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার অডিটোরিয়ামে আয়োজিত হয় এক সম্মেলন। সেখানে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান জয়নুল আবেদিন বলেন, 'আমরা চাই এই সরকার মানুষের ভাষা বুঝুক। আমরা বার বার বলছি, তবে এই সরকারের মূল লক্ষ্য থাকতে হবে জনগণের ক্ষমতা জনগণকে ফিরিয়ে দেওয়া। এ জন্য একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা দরকার।' পাশাপাশি তাঁর দাবি, ' হাসিনা এত পাপ করেছে, তারও বিচার হওয়া উচিত।'সেমিনারে এবি পার্টির যুগ্ম সদস্যসচিব আসাদুজ্জামান ফুয়াদকে বলতে শোনা যায়, ১৯৭২ সালে তৈরি যে সংবিধান, তা আইনের বইও হয়নি, সংবিধানও না। আবার বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (মার্ক্সবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা বলেন, আগের সংবিধান পুঁজিবাদী সংবিধান। নতুন সংবিধানের ভাষা হতে হবে সর্বসাধারণের ব্যবহৃত ভাষায়। পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় মৌলিক অধিকারের বিষয়ে সওয়াল করেন অ্যাটর্নি জেনারেল।

কাশ্মীরে ফের তুষারপাত, বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল উঁচু পাহাড়

শ্রীনগর, ১৬ নভেম্বর ঃ শীতের আগমণের সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে আবারও তুষারপাত হল জম্মু ও কাশ্মীরে। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার মাচিল সেক্টরে তুষারপাত হয়েছে। তুষারপাতের পর পাহাড় বরফের চাদরে ঢাকা পাছে। কুপওয়ারা জেলার মাচিল সেক্টরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।পাশাপাশি এদিনই তুষারপাত হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলায়। গুরেজ, তুলাইল এবং কানজালওয়ানের সীমান্ত এলাকা-সহ বান্দিপোরার উপরের অংশগুলি বরফের সাদা চাদরে ঢেকে গেছে।

পিএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য হাওড়া এবং ব্যান্ডেলের মধ্যে বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার্থীদের জন্য হাওড়া এবং ব্যান্ডেলের মধ্যে আরও একটি বিশেষ ট্রেন চালানোর কথা ঘোষণা করল রেল।পিএসসি পরিচালিত ২০২৩-এর ক্লার্কশিপ পরীক্ষার (পার্ট -১) প্রার্থীদের সুবিধার্থে রেলের হাওড়া বিভাগ রবিবার হাওড়া এবং ব্যান্ডেলের মধ্যে পথে সমস্ত স্টেশনে স্টপেজ দেবে। এই সঙ্গে আরও একটি ইএমইউ বিশেষ পরিষেবা চালানোর ব্যবস্থাও করেছে। হাওড়া - ব্যান্ডেল ইএমইউ পরীক্ষার বিশেষ ট্রেনটি হাওড়া ছাড়বে সকাল ৭টা ৫এ। ব্যান্ডেলে পৌঁছাবে ৮টা ৫এ। ব্যান্ডেল - হাওড়া ইএমইউ পরীক্ষার বিশেষ ট্রেন ব্যান্ডেল ছাড়বে রবিবার বিকেল ৪টে ৪৮এ। সেটি হাওড়া পৌঁছাবে ৫টা ৫০এ।

ঝাড়খণ্ডে পরিবর্তন এবার নিশ্চিত, আত্মবিশ্বাসী মিঠুন চক্রবর্তী

জামাতার, ১৬ নভেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে পরিবর্তন নিশ্চিত। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। শনিবার জামতারায় সাংবাদিকদের মিঠুন বলেন, আমি নিজেকে ধন্য মনে করি যে, লোকজন ব্যাপকভাবে বিজেপিকে সমর্থন করছেন। আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি পরিবর্তন এবার নিশ্চিত।অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে মিঠুন বলেছেন, যে কেউ ঝাড়খন্ডে বৈধভাবে আসে, তাকে স্বাগত জানানো হয়। কিন্তু, অবৈধভাবে থাকার প্রশ্নই নেই। আমরা দেশের ও ঝাড়খণ্ডের উন্নয়ন চাই।

বায়ুদূষণে নাজেহাল অবস্থা দিল্লিতে, রাজধানীতে যমুনার জল দূষিতই

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর ঃ মাত্রাতিরিক্ত বায়ুদূষণ ও ধোঁয়াশায় নাজেহাল অবস্থা রাজধানী দিল্লিতে। শনিবারও রাজধানী দিল্লিতে বাতাসের গুণগতমান অত্যন্ত খারাপ পর্যায়েই থাকল। এদিন সকালেও দিল্লির ইন্ডিয়া গেট, অক্ষরধাম, কর্তব্যপথ প্রভৃতি এলাকা ঘন ধোঁয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল। ইন্ডিয়া গেট এলাকায় বাতাসের গুণগতমান ছিল ৪১৪, যা খুবই খারাপ পর্যায়ের। দিল্লির প্রগতি ময়দান এলাকায় একিউআই ছিল ৩৫৭।দিল্লিতে যমুনা নদীতে এখনও ভাসছে বিষাক্ত সাদা ফেনা। শনিবার সকালে দিল্লির কালিন্দী কুঞ্জে যমুনার জলে বিষাক্ত সাদা ফেনা ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। সাদা ফেনায় কার্যত ঢেকে গিয়েছে যমুনা। যমুনা নদী থেকে বিষাক্ত এই ফেনা পরিষ্কারের কাজ চলছে। তাও অবস্থা একইরকম।

বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টে সুস্থ শিশুরা শোনালেন থ্যালাসেমিয়া থেকে মুক্তির কাহিনী

কলকাতা,১৬নভেম্বরঃগরীব থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের পুরোপুরি সুস্থ করে তুলতে থ্যালাসেমিয়া সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া-র সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা। এখন থেকে বারবার রক্ত দেওয়ার বদলে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের সাহায্যে রোগীকে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলা সম্ভব। শনিবার কলকাতার টাটা মেডিকেল সেন্টারের প্রিমেসারায়া হলে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সুস্থ শিশুদের নিয়ে শিশু দিবস পালন অনুষ্ঠানে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশানের নানা সুযোগ সুবিধা তুলে ধরলেন চিকিৎসকরা। ঙএকটা সময় থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের বেঁচে থাকা অত্যন্ত কঠিন ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বাইরে থেকে শরীরে রক্ত নিতে হতো। ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত জোগাড় করা এক সমস্যা ছিল। চিকিৎসকরা নির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি মেনে তাদের রক্তে হিমোগ্লোবিন বাড়ানোর চেষ্টা করতেন। এই সমস্যা দূর করতে বেশ কয়েক বছর ধরে চালু হয়েছে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, একবার যদি রোগীর বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করা যায় তাহলে বারবার রক্ত বদলের কোন প্রয়োজন পড়বে না। আক্রান্ত শিশু পুরো সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে। শনিবার কলকাতার টাটা মেডিকেল সেন্টারে এই ধরনের সুস্থ শিশুদের নিয়ে শিশু দিবসের আয়োজন করা হয়। যেখানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক শিশু জড়ো হয়। তাদের হাসি, গান এবং কলতানে ভরে ওঠে অনুষ্ঠান চত্বর। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিক্স ইন্ডিয়া র সচিব শোভা তুলি বলেন, ভারত সরকারের স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে কোল ইন্ডিয়া এবং বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা একসঙ্গে কাজ করছে যাতে আর্থিকভাবে অনগ্রসর পরিবারে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের এই রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া যায়। এর জন্য গোটা দেশে ১৭ টি তালিকাভুক্ত হাসপাতাল আছে যেখানে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের গাইডলাইন অনুযায়ী কোল ইন্ডিয়া শিশুদের চিকিৎসায় ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান দেয়। এখনো পর্যন্ত গোটা দেশে ৬১০টির বেশি শিশুকে সাহায্য করা হয়েছে। তাদের পরিবার কোনদিন ভাবতেই পারেনি যে এই ধরনের রোগ থেকে মুক্তি সম্ভব।টাটা মেডিক্যাল সেন্টারের নির্দেশক ডক্টর পি অরুন বলেন, থালাসেমিয়া জটিল রোগ হলেও এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। থ্যালাসেমিয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অরিজিত নাগ জানিয়েছেন, কম বয়সী শিশুদের বোনমারো ট্রান্সপ্লান্টেশনে মাধ্যমে চিকিৎসা করা হলে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠা সম্ভব। এর জন্য চাই সচেতনতার প্রসার।এই ধরনের চিকিৎসা খরচ সাপেক্ষ হলেও অনেক সংস্থা এর জন্যে অনুদান দিয়ে থাকে। এই প্রতিস্থাপনের জন্যে যার রক্ত থেকে বোনম্যারো নেওয়া হয় তার কোনো রিস্ক থাকে না। স্থানীয় বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি বলেন, টাটা মেডিক্যাল সেন্টার যে কাজ করছে তা প্রশংশাযোগ্য। এদিনের অনুষ্ঠানে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশানের পর তাদের শিশুরা কেমন আছে সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন ছোটো শিশুদের বাবা মায়েরা।

সুশান্তকে খুনের চেষ্টা, কলকাতার এক ট্যাক্সিচালককে গ্রেফতার

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে খুনের চেষ্টার ঘটনায় শনিবার কলকাতার এক ট্যাক্সিচালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম আহমেদ। তাঁর ট্যাক্সিতে চেপেই অভিযুক্তেরা কলকাতায় ঘোরাঘুরি করছিলেন বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।মাত্র ১০ হাজার টাকার জন্য কলকাতার তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে খুনের চেষ্টা করেছিলেন আততায়ীরা। আর হাতে হাতে আড়াই হাজার টাকা পাবেন, ওই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর বিহার থেকে দুই সঙ্গীকে নিয়ে শুক্রবার কলকাতায় আসেন অভিযুক্ত। কসবাকাণ্ডের তদন্তে এভাবেই উঠে আসছে পরিকল্পনার রূপরেখা। বিহার থেকে হাওড়া ট্রেনে, তার পর ট্যাক্সি চেপে কলকাতা বন্দর এলাকায় উঠেছিলেন তাঁরা। শুক্রবার হামলার আগে পার্ক সার্কাস এলাকায় আসেন ওই আততায়ী।১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলরকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে শুক্রবার রাতেই এক তরুণকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম যুবরাজ সিংহ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, আদতে তিনি বিহারের বৈশালীর বাসিন্দা। সুপারি নিয়ে দুই সঙ্গীকে নিয়ে বৃহস্পতিবার কলকাতায় আসেন ওই তরুণ। পুলিশের কাছে ধৃত জানিয়েছেন, তাঁদের ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে বলে ডেকে আনা হয়। আড়াই হাজার টাকা হাতে হাতে পেয়ে যাবেন বলার পরে ‘অপারেশনে’ নামেন।বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, বৃহস্পতিবার ট্রেন থেকে হাওড়া স্টেশনে নামেন তিন জন। তার পর ট্যাক্সি চেপে যান কলকাতা বন্দর এলাকায়। শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই ট্যাক্সিতেই পার্ক সার্কাস চত্বরে আসেন অভিযুক্তেরা। সেখান থেকে বাইপাস চত্বরে যান। জনৈক ইকবালের সঙ্গে দেখা হয়। সেখান থেকে স্থানীয় এক যুবকের স্কুটারে চেপে তৃণমূল কাউন্সিলরের কাছে গিয়েছিলেন। তার পরেই নাইন এমএম পিস্তল হাতে হামলার চেষ্টা।

কলকাতার আইএসআই- এর অধ্যাপক জিতলেন ইনফোসিস পুরস্কার

কলকাতা,১৬নভেম্বরঃএবছর ইনফোসিস পুরস্কার জিতে নিলেন ৪০ অনূর্ধ্ব ছয় তরুণ গবেষক। এদের মধ্যে দুজন মহিলা। অর্থনীতি, ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার বিজ্ঞান, মানব এবং সমাজ বিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান, গণিত বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান ক্ষেত্র থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে জয়ীদের। কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের তাত্ত্বিক পরিসংখ্যান এবং গণিত বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ নীনা গুপ্তা পুরস্কার পেলেন জারিস্কি ক্যান্সেলেশন সমস্যার সমাধান করার জন্য। ১৯৪৯ - এ প্রথম এই সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলেন খ্যাতনামা গণিতবিদ অস্কার জারিস্কি। তারপর থেকেই বহুযুগ ধরে এটি গবেষকদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ২০১৪ - য় অধ্যাপক গুপ্তা দেখিয়েছিলেন আসানুমার ত্রিমাত্রিক, সমান্তরাল ধরনটি জারিস্কির মূল প্রশ্নের একটি প্রতি উদাহরণ দিতে পারে, যা বীজগাণিতিক জ্যামিতিতে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ বলে স্বীকৃত হয়েছিল। ইনফোসিস সায়েন্স ফাউন্ডেশন (আইএসএফ) ২০০৯ সালে এই পুরস্কার চালু করে। প্রতিটি বিভাগে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় একটি স্বর্ণ পদক, একটি প্রশস্তি পত্র এবং এক লক্ষ মার্কিন ডলার।

দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(পিআইবি),১৬ নভেম্বরঃ ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থাৎ ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়।

ঝাঁসির হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে ব্যথিত রাষ্ট্রপতি, অর্থ সাহায্যের ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি মেডিকেল কলেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১০টি শিশুর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সামাজিক মাধ্যমে এক শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, উত্তর প্রদেশের ঝাঁসির মহারানি লক্ষ্মীবাঈ মেডিকেল কলেজে বেশ কয়েকটি নবজাতকের মৃত্যুর খবর অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। ঈশ্বর শোকসন্তপ্ত পিতামাতা এবং পরিবারকে এই কষ্টকর আঘাত সহ্য করার শক্তি দিন। আমি আহত নবজাতকদের, দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করছি।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শোকবার্তায় জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসি মেডিকেল কলেজে আগুন লাগার ঘটনা হৃদয়বিদারক। যারা নিজেদের নিষ্পাপ সন্তানদের হারিয়েছেন তাদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় প্রশাসন ত্রাণ ও উদ্ধারের জন্য সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন, ঝাঁসি মেডিকেল কলেজে অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

মহারাষ্ট্রের জনগণের সরকারকে কোটি কোটি টাকা দিয়ে চুরি করা হয়েছিলঃরাহুল গান্ধী

অমরাবতী, ১৬ নভেম্বরঃ বিজেপির বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনলেন কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর কথায়, মহারাষ্ট্রের জনগণের সরকারকে কোটি কোটি টাকা দিয়ে চুরি করা হয়েছিল। শনিবার মহারাষ্ট্রের আমরাবতীতে এক নির্বাচনী প্রচারে রাহুল গান্ধী বলেছেন, এখন মহারাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ জানেন, কেন সেই সরকার চুরি হয়েছিল। ধারাভির কারণে এমনটা করা হয়েছিল, কারণ বিজেপি, নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহের লোকজন ধারাভির জমি, মহারাষ্ট্রের দরিদ্রদের জমি, তাদের বন্ধু গৌতম আদানিকে ১ লক্ষ কোটি টাকার বিনিময়ে দিতে চেয়েছিল, সে কারণেই মহারাষ্ট্রের সরকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল।প্রধানমন্ত্রী নরেঃদ্র মোদীকে আক্রমণ করে রাহুল গান্ধী বলেছেন, দেশে দুই মতাদর্শের লড়াই চলছে। একদিকে ইন্ডি জোট, অন্যদিকে বিজেপি। আমরা বলি সংবিধান দিয়ে.দেশ চালাতে হবে, আর নরেন্দ্র মোদী বলছেন সংবিধান একটা ফাঁপা বই, তাতে কিছুই লেখা নেই। এই বই বিজেপির লোকজনদের জন্য ফাঁপা হবে, কিন্তু আমাদের জন্য এটি এই দেশের ডিএনএ।

‘‘সমাজবিরোধীরা তৃণমূলে মিশে গিয়েছে’’, কসবাকাণ্ডে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ পরিস্থিতি ভয়ংকর। কখন কার গুলি লেগে যাবে কেউ জানে না। কসবা কাণ্ডে বিস্ফোরক প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। তাঁর দাবি করলেন, সমাজবিরোধীরা তৃণমূলের সঙ্গে মিশে অশান্তি করছে।এদিন সরাসরি তৃণমূলকে নিশানা করলেন দিলীপবাবু। বলেন, সমাজ বিরোধীরা সব তৃণমূলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ এখন তাঁদের মধ্যেই জন প্রতিনিধি হয়েছে। আর পুলিশের কাজ একটাই, গরুর গাড়ি, বালির গাড়ি থেকে টাকা তুলে পার্টিকে দেওয়া। ফলে অপরাধীরা যা খুশি করছে। কেউ কিছু বলছে না।দিলীপ ঘোষের দাবি, ভাগ বাটোয়ারার দাবিতে তৃণমূলের অশান্তি নতুন কিছু নয়। কসবা কাণ্ড নাকি এই অশান্তিরই ফল।শুক্রবার রাতে কসবার কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর চেষ্টা করে আততায়ীরা। তবে বন্দুক জ্যাম হয়ে যাওয়ায় বরাতজোড়ে প্রাণে বাঁচেন তিনি। এদিকে কাউন্সিলরের শাগরেদরা ধরে ফেলেন এক অভিযুক্তকে। তাকে জেরা করেই আরও একজনকে আটক করে পুলিশ। প্রকাশ্যে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। শোরগোল দেখা দিয়েছে শহরজুড়ে।

আমরা যে কলমের মাধ্যমে সমাজের নানা দিক দেখিয়ে এসেছি-সেই কলম কিন্তু প্রথম তুলে নিয়েছিলেন এক নারী

দুরন্তবার্তা, বাঁকুড়াঃধ্যানমগ্ন এক যুবতী, পদ্মাসনে উপবিষ্ট। দুই হাতের করতল সংযুক্ত। বুকের দুপাশের নগ্ন স্তনের উপর দুগাছি কালো চুল। সুডৌল বাহুযুগল। উন্মুক্ত পিঠ এবং উরুসন্ধির সঙ্গম স্থলে স্ফীত নিতম্ব। গোধূলি লগ্ন। সূর্যাস্তের এক চিলতে লাল আভা এসে পড়েছে যুবতীর কপালের উপর। প্রার্থনা মগ্ন যুবতীর নগ্ন অবয়ব থেকে এক অলৌকিক আলোর উজ্জ্বল আভা বিকীর্ণ হচ্ছে। যে কলমের মাধ্যমে বহু যুগ ধরে সমাজের নানা দিক দেখিয়ে এসেছি আমরা। সেই কলম কিন্তু প্রথম তুলে নিয়েছিলেন এক নারী। তিনি এনহেদুয়াননা। বিশ্বের প্রথম মহিলা কবি। তাঁর কাব্য প্রতিভা মেসিপটেমিয়ার নারীদের শিক্ষা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। রাজবংশের নারীদের কবিতা লিখতে উসাহিত করে। তিনি সুমেরীয় সভ্যতার আক্কাদ দেশের সম্রাট সারগনের মেয়ে।

মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং জননেতা ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃঊনিশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধে রাঁচি জেলার উলিহাত গ্রামের বাসিন্দা সুগান মুন্ডার পুত্র বিরসা মুন্ডা।১৮৭৫ সালের ১৫ ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের প্রাচীনতম আদিবাসী মুন্ডারা ছোটনাগপুর অঞ্চলে বসবাস করত । বিরসা মুন্ডা ছিলেন ভারতের রাঁচি অঞ্চলের একজন আদিবাসী মুন্ডা। তিনি ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার -অবিচারের বিরুদ্ধে আদিবাসী মুন্ডাদের সংগঠিত করে বিদ্রোহের সূচনা করেন।বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে আদিবাসী মুন্ডারা ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে এক শক্তিশালী বিদ্রোহের শুরু করে যা উলঘুলান নামে পরিচিত। তিনি খাজনা দেওয়া বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে এক স্বাধীন মুন্ডা রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। বিরসা নিজেকে ধরতি আবা অর্থা পৃথিবীর পিতা বলে ঘোষণা করেন।ফলে মুন্ডাদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা আর ও বৃদ্ধি পায়। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ শে ডিসেম্বর বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করে। সরকারি অফিস, থানা দখল করে ইংরেজদের উপর আক্রমণ চলে। তবে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুন্ডারা পরাজিত হয়।বহু বিদ্রোহীর কারাদণ্ডের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে। বিরসা মুন্ডা রাঁচি জেলে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মাত্র ২৫ বছর বয়সে মারা যান।মাতৃভূমির সম্মান ও গৌরব রক্ষার্থে ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী পালিত হচ্ছে -জনজাতীয় গৌরব দিবস।মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং জননেতা ভগাবান বিরসা মুন্ডার জন্ম দিবসে আমরা জানাই তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজীঃ১৭ নভেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৯ কার্ত্তিক, চান্দ্রঃ ১৩ কেশব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩০ কার্ত্তিক ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ২৭ কার্ত্তিক ১৯৪৬,মৈতৈঃ ১৩ হিয়াঙ্গৈ, আসামঃ২৮ কাতি, মুসলিমঃ১২-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫১ঃ১৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫০ঃ১৫।চন্দ্র উদয়ঃবিকাল ০৩ঃ৩২ঃ২৬(১৪) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৫ঃ৩৯(১৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ চতুর্দশী (রিক্তা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ২৭ঃ৩৮ দং ৫৮৫৯১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ৫৬ দং ৪৬২২৭.৫ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ০৬ঃ৩৭ঃ২৮ দং ৩১৫৫২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃসিদ্ধি সকাল ঘ ১১ঃ২৬ঃ৩৩ দং ১৩৫৮৫ পর্যন্ত পরে ব্যতীপাতঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৫১ঃ১৯ থেকে - ০৭ঃ১৯ঃ১১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ১০ঃ৪০ থেকে - ০২ঃ৩৮ঃ৩২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪২ঃ২৪ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৪৬ঃ৫২ থেকে - ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৭ঃ১১ থেকে - ০৫ঃ৫১ঃ১৯ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৯ঃ৩০ঃ৫৯ থেকে - ১০ঃ১৪ঃ৫৫ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৮ঃ১৮ঃ৩৬ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০২ঃ০৫ঃ৩৫ থেকে - ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ থেকে - ০৪ঃ৫০ঃ২০ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ১১ঃ২০ঃ৫০ থেকে - ১২ঃ৫৮ঃ২৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৬২৮২১৪২ (১৬) ৩ পদচন্দ্রঃ০১৫৩৬৫৮ (২) ১ পদমঙ্গলঃ৩৬৫৩১৭ (৮) ২ পদবুধঃ৭১৯৫৩২৫ (১৮) ১ পদবৃহস্পতিঃ১২৬৬২৫ (৫) ১ পদশুক্রঃ৮৯৭৩৮ (১৯) ৩ পদশনিঃ১০১৫১১৫৫ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১২৪২৮ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১২৪২৮ (১৩) ১ পদবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃতুলা রাশি সকাল ০৬ঃ০১ঃ৫৪ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৮ঃ১৭ঃ৩৯ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ১০ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১২ঃ০৯ঃ৫০ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি দুপুর ০১ঃ৪৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০৩ঃ১৪ঃ১৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৪ঃ৫৪ঃ৫১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্র ০৯ঃ০৬ঃ৩৫ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ১৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৩৩ঃ৩৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৪৩ঃ৪৯ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

রাজ্য থেকে বিদায় নিয়েছে মৌসুমি বায়ু।কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে অধিকাংশ জেলায় এখনই জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই। তবে, শীঘ্রই তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.১ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৩.৩ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০শতকরা এবং ৫০ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা ৫০মনিট এবং রাত ১ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৪৮ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৮মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃপ্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করুন।
বৃষ রাশিঃনতুন গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।শুভ দিন।
মিথুন রাশিঃ উচ্চরক্তচাপ ও মধুমেহ রোগকে অবহেলা করবেন না। প্রলোভন বা প্ররোচনায় পা দিয়ে অর্থ নষ্ট করবেন না। শুভ দিন হবে।
কর্কট রাশিঃখেলোয়াড় জগতের সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের সময়টি শুভ।সংসারে শান্তি হবে।
সিংহ রাশিঃস্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি আপনার দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
কন্যা রাশিঃ সন্তানের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে। ব্যবসায়ীদের বহুমুখী উপায়ে রোজগারের পথ খুললেও অতিরিক্ত আমোদ প্রমোদের জন্য অর্থে টান পড়তে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
তুলা রাশিঃপরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না। শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃনিজ এলাকার গোলযোগ বা গোলমাল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখুন।
ধনু রাশিঃ প্রতিবেশীর উপকার করতে গিয়ে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। অর্থ ব্যয়।
মকর রাশিঃপ্রতিবেশীর অন্যায় আচরণকে সমর্থন করবেন না।সংসারে শান্তি ফিরে আসতে পারে
কুম্ভ রাশিঃ অন্যকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে.সাধ্যের অতীত খরচ করতে যাবেন না। বিদেশ যাত্রা শুভদিন।
মীন রাশিঃকর্মপ্রার্থীরা নতুন কাজের খবর পেতে পারেন। অর্থ ব্যয় হবে। সংসারে শান্তি হতে পারে। শুভদিন

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে বসতে চলছে বাঘ সুমারির জন্য ক্যামেরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ১৬ নভেম্বরঃ বাঘের সংখ্যা জানার জন্য আবার সুন্দরবনের জঙ্গলে বসতে চলেছে ক্যামেরা। সুন্দরবন পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে একটি। প্রতিবছর শীতের সময় সুন্দরবন বেড়াতে আসেন কয়েক লক্ষ মানুষ, তাছাড়া সারা বছরই সুন্দরবনের বেড়াতে আসে বহু ও মানুষ। আর প্রতিবারের মতন এবারেও বাঘের সঠিক সংখ্যা পেতে সুন্দরবনে ৪৫ দিন ধরে বসানো থাকবে ক্যামেরা,১লা ডিসেম্বর থেকে প্রতি শুক্রবার করে এবার পর্যটকদের জন্য জঙ্গল বন্ধ থাকবে। সুন্দরবনে ঠিক কত বাঘ রয়েছে, তাঁর নিখুঁত সংখ্যা পেতে এবার ৩০-এর বদলে ৪৫ দিন ধরে চলবে ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়েরকাজ। দক্ষিণ রায়ের ছবি তুলতে বসানো হবে ১৪৪৪ টি ক্যামেরা। গতবারের তুলনায় এবার

এই সংখ্যায় কোনো হেরফের হয়নি। সব মিলিয়ে ৪১০০ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে সুন্দরবনের বাঘের সর্বক্ষণের গতিবিধি নজরবন্দি করবে এই ক্যামেরা। তাঁরা কোন এলাকায় বেশি ঘুরছে, কী করছে সব রেকর্ড হবে। আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীন সুন্দরবনের জঙ্গল সকল পর্যটকদের জন্য মঙ্গল বারের বদলে শুক্রবার করে বন্ধ থাকবে। সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের এক আধিকারিক বলেন, জঙ্গলের একটা বড় অংশ ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হবে। বেশি সংখ্যক বাঘের ছবি যাতে ধরা পড়ে, তার জন্যই ৪৫ দিন জঙ্গলে রাখা থাকবে ক্যামেরা। উদাহারণ দিয়ে তিনি বলেন, হতেই পারে কোনও বাঘ ক্যামেরা বসানো জায়গায় ৩০ দিন এল না। পরে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে হাজির হল। তখন তাঁর ছবি ধরা পড়বে, তাছাড়া এই ক্যামেরা চালু হওয়ার পর থেকে ব্যাটারির আয়ু থাকে ৪৫ দিন পর্যন্ত। এই পুরো সময়টা কাজে লাগাতে চাইছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা। আর গতবারের মতো এবারও মেছো বিড়াল, বুনো শুকর সহ অন্যান্য প্রাণীর ছবিও ধরা পড়বে এতে। পরে সেগুলিও পর্যালোচনা করা হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা আঞ্চলিক বনবিভাগ এবং সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতাধীন জঙ্গলে একসঙ্গেই এই শুমারির কাজ হবে বলে ঠিক হয়েছে। ক্যামেরা কীভাবে বসাতে হবে,সেজন্য বনকর্মীদের এক প্রস্থ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।সূত্রের খবর,২১ শে নভেম্বর জঙ্গলে ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু করবেন বনকর্মীরা। ২৬শে নভেম্বরের মধ্যে সেটা শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ছবি তোলার কাজ চলবে। তবে এবার ছোট ছোট এলাকা ধরে ক্যামেরা বসানো হবে, নাকি বড় এলাকা জুড়ে, সেজন্য একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং ডিএফও যৌথ ভাবে তা ঠিক করবে। বনবিভাগ সূত্রে জানা গেল, বাঘেদের খুনসুটি, কে কখন দৌড়ে শিকার করছে, শাবকদের নিয়ে মা বিশ্রাম নিচ্ছে,এসব আগের বার ধরা পড়েছিল। এবার ও আশা করা যাচ্ছে, আরও অনেক অজানা তথ্য উঠে আসবে। আর শীতের আগমনে বাঘ দর্শনের আশায় এখন পর্যটকরা।

২০২৬ তৃণমূল মুক্ত বাংলা করার অভিযান রাহুলের

নামখানা, ১৬ নভেম্বরঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ বিধানসভার নারায়ণপুর অঞ্চলের নান্দাভাঙ্গা এলাকায় ২০২৬ তৃণমূল মুক্ত বাংলা করার অভিযান নিয়ে পৌছালেন রাহুল সিনহা, সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মথরাপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি নবেন্দু সুন্দর নস্কর সহ একাধিক বিজেপির কর্মী ও মন্ডল ৪-র সদস্য সহ বিজেপির কর্মীরা। মূলত জানা গেছে এই কর্মসূচি এলাকার বিভিন্ন মানুষজনকে বিজেপির পক্ষ থেকে সদস্য করণ অভিযান বলে,তিনি উপস্থিত হয়ে জানান ২০২৬ এই ভোটের সময় তৃণমূল নামক যে শাসক দল চলছে এই দলকে যদি না সরানো যায় তাহলে শুধু মা ও বোনেদের সম্মান আর থাকবে না এর পাশাপাশি এই শাসক দল যে দুর্নীতি চালাচ্ছে সেই দুর্নীতি রোধ করা ও যাবে না। তাই এই দুর্নীতি ও মা ও বোনেদের সম্মান বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিজেপি সরকারকে আনতে হবে আর বিজেপি সরকারকে আনতে হলে এলাকার মানুষজনকে সজাগ হতে হবে তারই বার্তা নিয়ে তিনি নামখানায় পৌঁছন।

পরীক্ষার্থীদের জন্য আগামী রবিবার বাড়তি মেট্রো, ট্রেন

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ পিএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য আগামী রবিবার (১৭ নভেম্বর) কবি সুভাষ-দক্ষিণেশ্বর রুটে ১৩০-এর জায়গায় ১৩৮টি মেট্রো পরিষেবা থাকছে। হাওড়া-বর্ধমান শাখায় চলবে বাড়তি ট্রেন। কবি সুভাষ-দক্ষিণেশ্বর রুটে আগামী রবিবার দিনের প্রথম মেট্রো পরিষেবা সকাল ৭টায় (৯টার পরিবর্তে) শুরু হবে। পিএসসি ক্লার্কশিপের জন্য মেট্রো পরিষেবা দুই ঘণ্টা এগিয়ে আনা হচ্ছে। সকাল ৭টা থেকে ৯টার মধ্যে আপ-ডাউনে আধঘণ্টা অন্তর এই স্পেশাল মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে। ১৭ নভেম্বর হাওড়া-বর্ধমান শাখায় ১.৩২, সন্ধ্যায় ৬.৫৭ মিনিটে (ডানকুনি হয়ে) ছাড়বে। ডাউনে সকাল ৭.১০, ৮.১৫ (ডানকুনি হয়ে) এবং ৮.০৮ মিনিটে (ব্যান্ডেল হয়ে) ছাড়বে। হাওড়া-মেমারি শাখায় ৭.৫০, বেলা ১টা, সন্ধ্যা ৭.১০ মিনিটে ছাড়বে। ডাউনে সকাল ৭.১৫, বেলা ১২.৪০ এবং বিকেল ৫.৩৫ মিনিটে ছাড়বে।

লোয়ার হাফলঙের কাশীপুরে উদ্ধার রেলকর্মীর রক্তাক্ত মৃতদেহ

হাফলং, ১৬ নভেম্বর ঃ ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলং শহর সংলগ্ন লোয়ার হাফলঙের কাশীপুর আইটিআই-এর সম্মুখবর্তী রাস্তা থেকে আজ শনিবার রক্তাক্ত অবস্থায় জনৈক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনায় সমগ্র কাশীপুর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উদ্ধারকৃত মৃত ব্যক্তিকে কাশীপুরের বাসিন্দা, রেল কর্মী ওম বাহাদুর ছেত্রী বলে শনাক্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, ওম বাহাদুর ছেত্রী আগরতলায় রেল বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। এই সূত্রে তিনি আগরতলায় থাকতেন। মৃত ওম বাহাদুর ছেত্রীর ছোট ভাই টিকা বাহাদুর ছেত্রী ঘটনা সম্পর্কে জানতে গিয়ে বলেন, তাঁর বড় ভাই আগরতলা থেকে শুক্রবার সন্ধ্যায় কাশীপুরের বাড়িতে আসেন। ওই দিন রাত আটটা নাগাদ দাদা ওম বাহাদুর ঘুরতে বাড়ি থেকে বের হন। এর পর আর তিনি বাড়ি ফিরে আসেননি। আজ সকালে কাশীপুর এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় মৃত অবস্থায় পরে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ অকুস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাফলং সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এদিকে ওম বাহাদুর ছেত্রীর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে, না-তাঁকে হত্যা করে রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছে, এ নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মাকড়দহের নার্সিংহোমে উত্তেজনা, ভাঙচুরের চেষ্টার অভিযোগ

হাওড়া, ১৬ নভেম্বরঃ শনিবার হাওড়ার মাকড়দহ কাটলিয়ায় একটি নার্সিংহোমে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জানা গেছে, অঙ্কুরহাটি উত্তরপাড়ার এক মহিলাকে সন্তান প্রসবের জন্য ওই নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছিল। রোগীর পরিবারের অভিযোগ, পরিবারকে না জানিয়েই ওই রোগীর সন্তান প্রসবের সময় জরায়ু অপারেশন করে বাদ দিয়ে দেয় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। এমনকি, রক্ত দেওয়ার নাম করে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বলেও অভিযোগ। যদিও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ওই অভিযোগ অস্বীকার করে। এই নিয়ে শনিবার নার্সিংহোম চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ডোমজুড় থানার পুলিশ। এরপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। রোগীর পরিবারের এক সদস্য জানান, নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ জানায় সিজার করতে হবে। এরপর অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার এসে জানায় রক্তের প্রয়োজন। কিছুক্ষণ পর আবার ডাক্তার এসে জানায় জরায়ু কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টা আমাদের থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি। এমনকি ছেলে না মেয়ে হয়েছে তাও বারে বারে জানতে চাওয়া সত্ত্বেও জানানো হয়নি। তারা জানিয়েছে আগে টাকা দিন তাহলে বাচ্চার ইনফরমেশন দেওয়া হবে। তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও আমাদের বাচ্চার কোনও ইনফরমেশন দেওয়া হয়নি। জরায়ু কেটে ফেলার জন্য আমরা বিক্ষোভ করছি। কেন এমন করা হয়েছে আমরা তার জবাব চাই। ওই নার্সিংহোমের গাইনি সার্জেন জানান, সিজার করার সময় মহিলার ব্লিডিং হচ্ছিল। বেশ কিছুক্ষণ পরেও এই সমস্যার সমাধান না হওয়ায় রোগীকে সুস্থ করার জন্য রোগীর পরিবারের লোকেদের ডাকা হয়। তাদের জানানো হয় রোগীকে বাঁচাতে গেলে তার জরায়ু কেটে বাদ দিতেই হবে। এরপর রোগী এবং তার পরিবারের লোকেদের সম্মতিতে তা করা হয়। এখন রোগীর রক্তের প্রয়োজন।

টি এন মুখার্জি রোডের বেহাল দশা , প্রতিবাদে বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি,১৬ নভেম্বরঃ রাস্তা মেরামতির দাবিতে হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বিড়লা মোড়ে বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ আন্দোলন।

শনিবার বেলা দশটা থেকে হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বিড়লা মোরে টি এন মুখার্জী রোডের ধারে বিজেপি অবস্থান বিক্ষোভ আন্দোলনে বসে পড়ে। এদিন তারা ব্যানার প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিজেপির কর্মী ও নেতারা মাইকে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন তাদের বক্তব্য দীর্ঘদিন ধরে টিএন মুখার্জি রোডের বেহাল দশা রাস্তা খানা খন্দে ভরা ভাঙাচোরা প্রশাসনকে বলে কোন লাভ হচ্ছে না এর ফলে চার পাঁচ দিন ধরে অটো ও টোটো ধর্মঘট করেছে।

এই রাস্তা দিয়ে বড় বড় ডাম্পার ও ১৬ চাকা ১৮ চাকার গাড়ি গিয়ে রাস্তা আরো ভেঙেচুরে যাচ্ছে। রাজ্য বিজেপি নেতা প্রণয়

রায়ের বক্তব্য দীর্ঘদিন ধরে টি এন মুখার্জী রোডের বেহাল দশা রাস্তা খানা খন্দে ভরা গাড়ি চলতে গিয়ে দুলছে, দুর্ঘটনা ঘটছে। বড় বড় ডাম্পার গিয়ে রাস্তা ভেঙ্গে চুরে গর্ত হয়ে গিয়েছে লেভেল ক্রসিং থেকে দিল্লি রোডের মোড় পর্যন্ত ৪ কিলোমিটার এই দশা রাস্তার। এর পরিপ্রেক্ষিতে টোটো অটো চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে সাধারণ মানুষের হয়রানি দুর্দশা প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা এই সরকার খরচ করছে না অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে আমাদের আন্দোলন আরো তীব্র হবে।

উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি নেতা প্রণয় রায় উত্তরপাড়া ও মাখলা বিজেপির মন্ডল সভাপতি, উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা অমিত সিং সহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যৌন হেনস্থার প্রতিরোধে আলোচনাচক্র - পাবলিক রিলেশনস সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া কলকাতা চ্যাপ্টারের উদ্যোগে

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ পাবলিক রিলেশনস সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া (পিআরএসআই), কলকাতা চ্যাপ্টারের উদ্যোগে শনিবার আয়োজিত হয় যৌন হেনস্থার প্রতিরোধে তথ্য, শিক্ষা এবং আইনি সুরক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক গোলটেবিল আলোচনাসভা। মূল আলোচনার লক্ষ্য - যৌন হেনস্থা মোকাবিলার উপায় সম্পর্কে চর্চা, নির্যাতিতদের সমর্থন করা এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা।

এদিকে, আলোচনা সভায় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ছিলেন সংগঠনের চেয়ারম্যান সৌম্যজিৎ মহাপাত্র।

এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অনিন্দ্য দাস, মানসী রায়চৌধুরী, চৈতি ঘোষাল, শ্রীময়ী পিউ কুণ্ডু, ডঃ সমাপিকা বিশ্বাস, ঝর্ণা ভট্টাচার্য, মোহন বোস, ইয়াসমিন খাতুন, ইন্দ্রাণী রায় মোহন্তি, এমআরএ নন্দিনী ভট্টাচার্য, সুগন্ধা রামকুমার, অধ্যাপক ডঃ মারিয়া ফার্নান্দেজ ও অন্যান্যরা। এদিনের আলোচনায় যৌন হেনস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি যেমন সমাজ ও আইনের বিভিন্ন সমস্যা, সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষা প্রচারের বিস্তার ও আইনের মাধ্যমে নির্যাতিতদের সুরক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সৌম্যজিৎ মহাপাত্র বলেন, শিল্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে সমাজের এই সমস্যা ও তার কার্যকরী সমাধান নিয়ে আলোচনার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা অংশগ্রহণকারীদের আরও সচেতন এবং যৌন হেনস্থা মোকাবিলায় শক্তিশালী করবে।

ঢাকুরিয়াতে ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তির সামনে আবর্জনা-সাফাই অভিযান কংগ্রেস

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্কে ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তির সামনে কলকাতা পুরসভার তরফে আবর্জনা ভর্তি একাধিক ডাস্টবিন রাখা হয়েছে। নোংরার পাহাড় জমে রয়েছে। এই ছবি নিত্যদিনের। উল্টোদিকেই রয়েছে একটি হনুমান মন্দির। বেশ কিছুদিন ধরেই এই অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে এই পরিচিত ছবি। সেই সুবাদে অপরাধীদের আশ্রয়স্থল ও অপরাধ জগতের কান্ডকারখানা নিয়ে প্রায়শই লেগে রয়েছে। অবিলম্বে তা মুক্ত করতে হবে এই দাবিতে কংগ্রেসের বিক্ষোভ কর্মসূচি। শনিবার সেখানে গিয়ে পৌঁছে দেখা গেল, আবর্জনার স্তূপ। কলকাতা পুরসভার ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডে প্রতীক লাগানো রয়েছে একাধিক ডাস্টবিন। তার মধ্যেই প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগে মুখ বন্ধ করে তা ফেলে দেওয়া হয়েছে সেখানে। উপচে পড়ছে।

বাধা রয়েছে প্লাস্টিক জঞ্জাল। কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতিতে ওই আবর্জনা সেখান থেকেই টেনে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং দুর্গন্ধ যুক্ত পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করতে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চ্যাটার্জি এ প্রসঙ্গে জানান, রাহুল গান্ধীর কথায় - ডরো মত। প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এ জন্য দলীয় কর্মসূচিতে যোগদান কারীদের এমন কাজে উদ্বুদ্ধ করতে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি ।

হাল্কা কুয়াশার পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়ার

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ তাপমাত্রার পারদ নামার অন্যতম কারণ হল, উত্তরের হাওয়া ঢুকতে শুরু করেছে। মেঘলা নয়, আকাশ প্রধানত পরিস্কার থাকবে এবং আগামী ২৪ ঘন্টায় শুস্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। যদিও তেমনভাবে এই আবহাওয়ার হেরফের হবে না। শনিবার আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা ডঃ হাবিবুর রহমান বিশ্বাস এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, আগামী কয়েকদিন শুস্ক আবহাওয়া থাকবে। তবে, রাতের দিকে কমবে তাপমাত্রা - মালদা সমেত উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। হালকা কুয়াশা থাকবে। বাদ বাকি জেলায় আবহাওয়া একইরকম থাকবে। আগামী ২৪ ঘন্টার জন্য এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কলকাতার আকাশ পরিস্কার থাকবে।

উত্তর পশ্চিম হাওয়া ঢুকছে। এই কারণেই পারদ নেমেছে। ১৮-১৯ ডিগ্রির ধারে কাছে থাকবে এই তাপমাত্রা। যদিও খুব একটা বদল হবে না আবহাওয়া। উত্তুরে হাওয়া ঢোকার ফলেই তাপমাত্রা নেমেছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সকালের দিকেই হালকা কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন তিনি ।

জুম ক্ষেতে গুলিবিদ্ধ মহিলা, দেশি বন্ধুক সহ গ্রেফতার জুমিয়া

তেলিয়ামুড়া, ১৬ নভেম্বর ঃ গভীর জঙ্গলের জুম চাষের টিলা ভূমিতে গুলিকাণ্ডে আটক এক জুমিয়া। ধৃত ব্যক্তির নাম সন্ধিরাম দেববর্মা। ঘটনাটি ঘটেছে তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি থানার অধীন তুইবাগলাই এলাকায়। জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বিশ্বমনি দেববর্মার সহধর্মিনী স্বপ্না দেববর্মা গুলিবিদ্ধ হন। তার সঙ্গে থাকা আরো দুজন মহিলা গুরুতর আহত অবস্থায় স্বপ্না দেববর্মাকে মুঙ্গিয়াকামি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থা গুরুতর হওয়াতে জিবি হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করেন। এদিকে এই গুলিকান্ডের খবর পৌছায় মুঙ্গিয়াকামি থানায়। পুলিশ মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে। মুঙ্গিয়াকামি থানার ওসি গৌতম দেববর্মার নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তুইবাগলাই এলাকার এক জুমিয়া সন্ধিরাম দেববর্মাকে সন্দেহ মূলক তুলে নিয়ে আসে পুলিশ। সন্ধিরাম দেববর্মাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ঘটনা সে নিজেই করেছে বলে স্বীকারোক্তি দেয়। এই খবর জানতে

পেরে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্না লাল সেনগুপ্ত মুঙ্গিয়াকামি থানায় পৌঁছায়। পরে সেখান থেকে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ধৃত সন্ধিরাম দেববর্মাকে নিয়ে তুইবাগলাই এলাকায় পৌঁছায়। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দেশি বন্দুকটি। তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান, জুমিয়া সন্ধিরাম দেববর্মার বক্তব্য অনুযায়ী উৎপাদিত জুমের ফসল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে বিগত কয়েকদিন ধরে। সন্ধ্যা হতেই বৃহস্পতিবার পাহারাই ছিল সন্ধিরাম দেববর্মা। চোর সন্দেহে দেশি বন্দুক থেকে গুলি চালায়। আর তাতে স্বপ্না দেববর্মা গুলিবিদ্ধ হন। ঘটনা ঘটিয়ে বন্দুকটি জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় সন্ধিরাম দেববর্মা।

কাঞ্চনমালায় আক্রান্ত মহিলা সহ দুইজন

আগরতলা, ১৬ নভেম্বর ঃ শাসক দলের পঞ্চায়েত সদস্য সহ তার ভাইয়ের হাতে আক্রান্ত হয়ে বৌদি এবং দেবর থানায় মামলা দায়ের করলেন। থানার পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় নির্যাতিতা বৌদি এবং দেবর শনিবার রাজ্য পুলিশ সদর কার্যালয়ে পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের সাথে দেখা করে সুবিচারের দাবি জানালেন। জানা গিয়েছে, আমতলি থানার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা বাজার সংলগ্ন ৪ নং ওয়ার্ডের এক মহিলা সহ তার দেবরকে একই পাড়ার পঞ্চায়েত সদস্য শেখর দেবনাথ উরফে টুটন এবং তার ভাই সুমন দেবনাথ বেধড়কভাবে মারধর করে। এমনকি মহিলাকে শ্লীলতাহানিও করে। যদিও ঘটনার দিন নির্যাতিত এবং তার দেবর আমতলি থানায় মামলা করার প্রস্তুতি নিলেও অভিযুক্তদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ১২ নভেম্বর নির্যাতিত মহিলা এবং দেবর আমতলি থানায় লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু আমতলি থানার পুলিশ শাসক দলের পঞ্চায়েত সদস্য সহ তার ভাইকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠে।

ট্রেন মিস হলে প্রায় ভেস্তেই যেত বিয়ে, করিডোর করে বরযাত্রী দলের পাশে দাঁড়ালো রেল

হাওড়া, ১৬ নভেম্বরঃ ট্রেন মিস হলে প্রায় ভেস্তেই যেত বিয়ে, করিডোর করে বরযাত্রী দলের পাশে দাঁড়ালো রেল। বর সহ ৩৫ জনের একটি বরযাত্রী দল স্টেশনের কাছে এসে পৌঁছলেও বেরিয়ে যাচ্ছিল ট্রেন। শেষপর্যন্ত রেল আধিকারিকদের সহায়তায় সেই সমস্যার সমাধান হয়। ঘটনা শুক্রবার ঘটে হাওড়া স্টেশনে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, মুম্বই থেকে গুয়াহাটির দিকে যাচ্ছিল বরযাত্রী দল। তারা গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে আসে। পরিকল্পনা ছিল সেখান থেকে সরাইঘাট এক্সপ্রেস ধরবে। কিন্তু মাঝ রাস্তায় গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস তিন ঘন্টা লেট করে। এতেই ঘটে সমস্যা। যখন গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশনে পৌঁছায় তখন সরাইঘাট এক্সপ্রেস ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছিল। ৩৫ জনের ওই দলে বৃদ্ধ এবং শিশু, মহিলারাও ছিলেন। যখন তারা হাওড়া থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে ছিলেন তখন বরযাত্রীরা বুঝতে পেরেছিলেন দ্রুত এক প্লাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যেতে এবং অন্য ট্রেন ধরা সম্ভব ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে বরকর্তা টুইটারের মাধ্যমে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার হাওড়া এবং সিনিয়র ডিসিএম হাওড়ার কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। উভয় আধিকারিক হাওড়া স্টেশনে প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করেন। তারপর গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশনে পৌঁছানোর পর সঙ্গে সঙ্গে রেলের কর্মচারী এবং আধিকারিকরা মিলে একটি বিশেষ করিডোর তৈরি করেন। এবং অল্প সময়ের মধ্যে ২১নং প্ল্যাটফর্ম নিউ কমপ্লেক্স থেকে ওল্ড কমপ্লেক্সে ৯নং প্ল্যাটফর্মে পৌঁছাতে ৩৫ জনের ওই বরযাত্রীদের সাহায্য করেন। বরযাত্রীদের মধ্যে উপস্থিত বয়স্ক সদস্যদের জন্য ব্যাটারিচালিত গাড়ি

ও হুইল চেয়ারের ব্যবস্থাও করা হয়। বরযাত্রীদের সাহায্যের জন্য রাখা হয়েছিল এক ডজনেরও বেশি রেলকর্মী। রেল স্টেশনে বিশেষ ব্যবস্থার কারণে বিয়ের সকল সদস্য সরাইঘাট এক্সপ্রেস ধরতে সমর্থ হন এবং যথাসময়ে কনের বাড়িতে পৌঁছান বলে জানা গেছে।

আদিবাসীরা তাদের পুরোনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে সুন্দরবনে

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ১৬ নভেম্বরঃ এবছর বীরসা মুন্ডার জন্মদিনে নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষার সংকল্প করলেন সুন্দরবনের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন।তাই তো মহা সমারোহে এবছর বীরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী পালন করছে সুন্দরবনের আদিবাসী সম্প্রদায়। সুন্দরবন এলাকায় আদিবাসীদের আবির্ভাব ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে। তখন জঙ্গল হাসিল করার কাজ শুরু হলে, অসংখ্য ভারতীয় অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর মানুষেরা এখানে আসে। এইসব আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে সাঁওতাল, মুন্ডা, খাসিয়া, ওরাং,

হো, সাবিও, ভূমিজ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষজন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবে মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যেতে থাকে তাঁরা। ফলে এক প্রকার সংকট নেমে আসে পুরো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে। শুরু হয় ভাষাগত পরিবর্তনও। বিভিন্ন কারণে সংস্কৃতিতেও প্রভাব পড়তে শুরু করে। সুন্দরবনে সাদরি ও মুন্ডারি ভাষার প্রভাব এখনও লক্ষ্য করা যায়। তবে বর্তমান সময়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যুবকরা তাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ইউটিউব দেখে নিজেদের ভাষার গান নিজেরাই গাইছে তারা।

সেই সঙ্গে নতুন গানও তৈরি করা হচ্ছে। নাচ গানও শিখছে তারা ওইভাবেই। এই নতুন প্রচেষ্টাকে সাদরে গ্রহণ করছে সুন্দরবনের নব্য আদিবাসী সমাজ। ফলে যে ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছিল তা ক্রমে ফিরে আসছে বলে মনে করছেন অনেকেই।

মনিপুরের একাধিক খেলা নিয়ে বারুইপুরে হাজির হলো রোলেক্স সার্কাস

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১৬ নভেম্বরঃ ছোট বড় সবারই প্রিয় সার্কাস। এই সার্কাস অতীতের কথা মনে করিয়ে দেয়। আগে সার্কাসে জীব জন্তুর খেলায় ছিল মূল আকর্ষণ,কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে সরকারি নির্দেশে বর্তমানে জীব জন্তুহীন হয়ে চলছে এই সার্কাস। আর সেই জায়গাটাই দখল করেছে সার্কাসে জিমন্যাস্টিক। জিমনাস্টিকের বিভিন্ন খেলার মধ্যে দিয়ে দর্শকদের মন জয় করে চলেছে বিভিন্ন সার্কাস কোম্পানি। প্রতিবছরের মত এ বছরও রাসযাত্রা উপলক্ষে এক মাস ব্যাপী মেলা বসেছে বারুইপুর রাস মাঠে। আর এই মেলার মূল আকর্ষণ সার্কাস। ১৫ই নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় এ বারের সার্কাসের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, বারুইপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম কুমার দাস সহ একাধিক কাউন্সিলর গন। এবার বারুইপুর রাস মাঠে রোলেক্স সার্কাস দর্শকদের জন্য হাজির হয়েছে বিভিন্ন খেলার নিয়ে। এদিন এই সার্কাসের উদ্বোধন করেবিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ছোট বড় সবারই প্রিয় হচ্ছে এই সার্কাস, যা এখনো মন টানে। সার্কাসের মাঠে গিয়ে সার্কাস দেখার আনন্দটাই আলাদা। মানুষের মনোরঞ্জনের অন্যতম প্রিয় মাধ্যম হচ্ছে এই সার্কাস। এই সার্কাসের ম্যানেজার সাদেক রহমান বলেন, আমাদের এই সার্কাসে জিমন্যাস্টিকের বিভিন্ন খেলার পাশাপাশি মণিপুর কিছু খেলা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

মনিপুরের শিল্পীরা এই সার্কাসে অংশ নিয়ে এই খেলা দর্শকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছেন।

আমরা চাই এই সার্কাসকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকার এগিয়ে আসুক, কারণ বর্তমান প্রজন্ম আর কেউ এই কঠিন কাজে আসতে চাইছে না। তাই বিপুল পরিমাণে খরচ সার্কাস কোম্পানির পক্ষে বহন করার অসম্ভব হয়ে উঠছে। তাই আমরা চাই আগামী এক মাস বারুইপুর রাসমাঠে আসুন এবং একাধিক ভিন্ন স্বাদের খেলা উপভোগ করুন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৪৪ সংখ্যা, রবিবার, ১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

অ-আশ্রমিক বাংলার গায়ক

তিনি নিজের মুখে বলেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের তাঁর প্রেরণা। শুধু তাই নয় শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে জলসায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান শোনাতেন, পোশাকেও তাঁর অনুকরণ,হাতা গোটানো সাদা শার্ট ও ধুতি। একথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হয় না 'শ্যামল বরণী ওগো কন্যা',এই ঝিরঝির বাতাসে ওড়াও ওড়না'য়' যে কণ্ঠকে শ্রোতাদের অনেকেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বলে ভুল করেছেন। সেই কণ্ঠের আসল মালিক দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। অচিরেই অবশ্য সোনা রোদে কুয়াশা কাটার মতোই ভুলের মায়াজাল কাটিয়ে শ্রোতারা চিনে নিলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় কে। 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছবিতে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে' ছবিতে ও গান গেয়েছেন। ওই গানটি দেবব্রত বিশ্বাসও গেয়েছিলেন 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে। সেটা মাইলস্টোন। কিন্তু তার পাশে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানটিও থাকবে। সত্যি বলতে যখন রবীন্দ্রনাথের গানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত বিশ্বাস মধ্যগগনে তার মাঝে নিজের স্বকীয় স্থান করে নেওয়া খুব সহজ কাজ ছিল, তা মোটেই নয়। অদ্ভুত লাগবে হয়ত শুনতে এক সময় দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ভাবতেন গান আদপে মেয়েদের জন্য। স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান। ঠাকুরদা চিকিৎসক ছিলেন। সেই দ্বিজেনও শেষ পর্যন্ত গানের প্রেমে পড়লেন। বাড়িতে লুকিয়ে লুকিয়ে গানের চর্চা করতেন। নজরে পড়লেন সংগীতের শিক্ষক সুশান্ত লাহিড়ির। শ্রোতা হয়ে একবার এক অনুষ্ঠানে গিয়ে বিরাট এক বিড়ম্বনার মুখে পড়তে হল। ওই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সংগীতের শিল্পী গরহাজির সংগঠকদের মাথায় হাত। নিজেদের বাঁচাতে সংগঠকরা ঢাল বানালেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে। একপ্রকার তাঁকে জোর করে মঞ্চে তুলে দেওয়া হয়। ভাঁড়ারে স্বল্প পুঁজি নিয়ে দ্বিজেন সেদিন অসাধারণ গাইলেন। শ্রোতারা মুগ্ধ, গানের শেষে মিষ্টির বাক্সের সঙ্গে মুখবন্ধ খামে মিলল নগদ পাঁচটি টাকাও। গান গেয়ে টাকা পাওয়া যায়। সংগীত নিয়ে সেদিন তাঁর ভাবনা চিরকালের মত বদলে যায়। মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন মহালয়ার প্রভাতী অনুষ্ঠানে একক গান গাওয়া। সেই সুযোগ চলে আসে ১৯৫২ সালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মুম্বই চলে যাওয়ার সুবাদে। সেই থেকে 'জাগো, তুমি জাগো' দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় কে দিয়েই গাইয়েছেন পঙ্কজ মল্লিক। যা সর্ব অর্থে ইতিহাস গড়েছে। তত দিনে গ্রামোফোনে রবীন্দ্রসংগীতের সুযোগও পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। গণনাট্য সঙ্ঘে ঢুকে সলিল চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ সখ্য তৈরি হয়। মুম্বইয়ে গিয়ে বেশ ক'টি হিন্দি ছবিতেও গান গেয়েছেন। লতা মঙ্গেশকরের সাথে 'হানিমুন', 'মায়া', 'মধুমতী' ছবিতে ডুয়েট আছে। অবশ্য মুম্বই জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ফিরে আসেন কলকাতায়। প্রথাগত ভাবে শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ গান না শিখলেও রবীন্দ্রসংগীতের 'শুদ্ধতা' রক্ষার জন্য তৈরি বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় হয়েছিলেন প্রথম অ-আশ্রমিক সদস্য। পরে বোর্ডের প্রধানও হন।

পরাধীন দেশের নোবেল প্রাপ্তি

১৯১৩ সালের ১৫ নভেম্বর। ১১১ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে টেলিগ্রাম মারফৎ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবরটি পান। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। সেই সময় নোবেল পুরস্কার মূল্য ছিল আট হাজার পাউন্ড। ভারতীয় মুদ্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম অ-শ্বেতাঙ্গ নোবেল বিজয়ী। ১৯১৩ সালের ১৩ নভেম্বর সুইডিশ নোবেল কমিটি ঘোষণা করে ôé The Nobel prize for literature for 1913 has been awarded to the Indian poet Rabindranath Tagore. পরদিন খবরটি ইংল্যান্ডের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। 'রয়টার' সংবাদ সংস্থা পরিবেশন করে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবরটি। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবরটি রবীন্দ্রনাথ পান ১৯১৩ সালের ১৫ নভেম্বর। কবি তখন ছিলেন শান্তিনিকেতনে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম মারফৎ খবরটি প্রেরণ করেন কবি জামাতা নগেন্দ্রনাথকে। রাত্রাহারে সকলে যখন খাবার গ্রহণ করছিল তখনই তিনি তা উপস্থিত সকলকে জানান। এই খবরে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। কবি তখন রথীন্দ্রনাথ ও দীনেন্দ্রনাথকে নিয়ে চৌপাহাড়ী শালবনে বেড়াতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। নোবেল পুরস্কারের জন্য রবীন্দ্রনাথের নাম নোবেল কমিটির কাছে সুপারিশ করেন রয়াল সোসাইটি অব লিটারেচার অব ইউ কে -এর সদস্য স্টার্জমুর ST. Sturge Moore সুইডিশ একাডেমির সদস্য এবং খ্যাতিমান কবি ভন হেইডেনস্টাম ইংরেজি গীতাঞ্জলি সুইডিশ ভাষায় অনুবাদ করেন। নোবেল কমিটির আরেক সদস্য পের হ্যালস্ট্রম 'গীতাঞ্জলি' সম্পর্কে একটি রিপোর্ট জমা দেন। এরপরই নোবেল কমিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নোবেল পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিভিন্ন দেশ থেকে আরও ২৮ জনের নাম সেই বছর নোবেল পুরস্কারের জন্য সুপারিশ এসেছিল। ১৯১৩ সালের ১০ ডিসেম্বর সুইডেনে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ক্লাইভ রবীন্দ্রনাথের হয়ে নোবেল পুরস্কারের সোনার মেডেল ও ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার কলকাতার গভর্নর হাউসে সুইডিশ কনসাল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিততে রবীন্দ্রনাথের হাতে নোবেল পুরস্কার তুলে দেন লর্ড কারমাইকেল। এটা শুধু ব্রিটিশ সরকারের গর্ব নয়, ভারত তথা সারা বিশ্বের গর্ব ছিল। ১৯২১ সালের ২৬ মে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুইডেনে নোবেল বক্তৃতা দেন। সেখানে তিনি ভারতীয় সাহিত্যের আন্তর্জাতিকতা নিয়ে বক্তব্য পেশ করেছিলেন অতি সহজ সরল ভাষায় এবং নোবেল কমিটিকে ধন্যবাদ দানও করেছিলেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

দর্শন পড়তে হবে। যিনি দর্শন পড়েন তিনি সব বিদ্যা শক্তিকে অর্জন করতে পারেন। তিনি তার্কিক হন। তিনি তর্ক যুদ্ধে জয়ী হওয়ার অধিকার লাভ করেন। আসলে বিদ্যা পরে শারীরিক শক্তি অর্জন করতে হবে। বিদ্যায় পারদর্শিতা না থাকলে সবার কাছে পরাস্ত হতে হবে। বাংলা শিক্ষা লাভ করতে হবে। বাংলা, ইংরেজি এবং অঙ্ক বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করতে হবে। যিনি ভাষায় দক্ষতা লাভ করতে পারবেন তিনি বিশ্ব জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বিশ্বের অধিকাংশ কবি সাহিত্যিকরা সম্মান লাভ করেছেন। কবি সাহিত্যিকদের সম্মান সর্বত্র। লেখা চর্চা করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, কালী দর্শন মেনে চলতে জীবনে মোক্ষ লাভ হয় বলে সকলেই বিশ্বাস করে। আসলে কালী যেসব কথা বলেছেন তার মধ্যে জীবন সত্যের দর্শন রয়েছে। মানব প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। এ মতো মহান কাজ আর নেই। এটা যিনি করতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠী। তিনিই দেবী। তিনি মহামানবী। তার মতো মহান কার কেউই নেই। মানব জীবনকে পরিষেবা দিতে গেলে স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজন রয়েছে। মানব ইতিহাসে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যেখানে জীবন ধর্ম সুপথে পরিচালিত হয়েছে সেখানে সভ্যতার বিকাশ চরমভাবে প্রকাশ লাভ করেছে। সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে। মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। সঠিক পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবেই মানব সমাজ বিকাশ লাভ করবে। তবেই ভারত মহান হবে। স্বনির্ভর ভারত গড়ে তোলা সম্ভব হবে। মা কালী আশির্বাদ ছাড়া হবে না। আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে শক্তিশালী হতে হবে। না হলে একেবারে পরাস্ত হয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে।

নবাবী আমল থেকে বাংলার জমিদাবি প্রথা ক্রমশ ভিত তৈরি হয়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আমলে পোক্ত হল

বিশেষ প্রতিবেদক

মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১৫৭৬ সালে গৌড়ের শেষ শাসক দায়ুদ খাঁর মৃত্যুর পরে বাংলায় মোঘল যুগের বা নবাবী আমলের সূত্রপাত ঘটেছিল, এবং প্রায় দু'শো বছর পরে; ১৭৭২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন সুবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানের কর্তব্য সম্পাদন করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসকে উক্ত তিন সুবার গভর্নর পদে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিল, তখন এই আমলের পরিসমাপ্তি ঘটে। সমকালীন ইতিহাস থেকে একথাও জানা যায় যে, উক্ত আমলে বাংলার জমিদার শ্রেণী অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। তখন দেশের ভাগ্যচক্র অনেক সময়ে শুধুমাত্র জমিদারদের ইঙ্গিতেই আবর্তিত হয়েছিল। সেযুগে প্রজাসাধারণের কাছে তাঁরা শুধু কর-সংগ্রাহক ছিলেন না, তখন তাঁরা প্রজাসাধারণের ভাগ্যবিধাতাও ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ্য যে, নবাবী আমলের বাংলার সাধারণ মানুষের ইতিহাস; বিভিন্ন মোঘল বাদশাহ এবং সুবাদারদের ইতিহাসের সঙ্গে যতটা জড়িত, সেটার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে জমিদারদের ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে মোঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠা ঈশা খাঁ মসনদ আলি, কেদার রায়, মুকুন্দ রায়, প্রতাপাদিত্য প্রমুখ ভূঁইয়াদের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বাংলার ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই সুপরিচিত রয়েছেন। মোঘল সম্রাট আকবরের রাজস্বসচিব রাজা টোডরমল ১৫৮২ সালে সুবা বাংলার বিভিন্ন সরকারের ও মহালের যে জমাবন্দি করেছিলেন, সেই হিসাব তখন ভূঁইয়াদের অধিকৃত ভাঁটি প্রদেশে, অর্থাৎ; পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি; সেসব তখন শুধু কাগজেপত্রেই লিখিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়েই বাংলা মোঘলদের বশীভূত হয়েছিল, এবং ১৬৫৮ সালের কিছু আগে শাহজাদা সুজার সুবেদারির সময়ে বাংলার সমস্ত মহালের প্রকৃত জমাবন্দি সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু এরপরেও বাংলার জমিদারগণের যে বিশেষ পরাক্রান্ত হয়ে উঠবার অবসর ছিল, ১৬৯৬ সালে চিতুয়া ও বর্দা পরগণার জমিদার শোভা সিংহের বিদ্রোহ সেটারই ঐতিহাসিক পরিচায়ক। এই বিদ্রোহের কাহিনীর সাথেও ইতিহাসের পাঠক-পাঠিকামাত্রেই সুপরিচিত রয়েছেন। শোভা সিংহের এই বিদ্রোহ যে তখন কতটা ভয়ানক আকার ধারণ করেছিল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমসাময়িক চিঠিপত্রে সেটার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। সুতানুটিতে তখন কোম্পানির প্রধান কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং সুতানটি ও বাংলার অন্যান্য জায়গার কুঠিগুলি তখন কোম্পানির মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্ট জর্জের অধীনস্থ ছিল। শোভা সিংহের সেই বিদ্রোহের প্রসঙ্গে ১৬৯৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের একটি পত্রে মাদ্রাজের কোম্পানি কর্তৃপক্ষ লণ্ডনের কোম্পানি জানায়।

সুরাটে গোলমালসত্ত্বেও বাঙ্গলায় আপনাদের কারবার শাসনকর্তৃগণ হইতে কোন বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। ... কিন্তু তাঁহাদের (সুতানটি কুঠির কর্তৃপক্ষের) শেষ চিঠিতে একজন রাজার বিদ্রোহজনিত গোলমালের উল্লেখ আছে। আমরা বাঙ্গলা হইতে আগত ... নং চিঠিতে (এই ঘটনার) বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বিবরণ হইতে জানা যায়, রাজার সৈন্যগণ হুগলি এবং তথা হইতে মুকসুসাবাদ পর্যন্ত নদীর তীরে যত চৌকি আছে সমস্ত দখল করিয়াছে; সুতরাং তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত মাল (জলপথে) আনা নেওয়া যায় না। ডাচগণ মুসলমানদিগকে (নবাবী ফৌজকে) সহায়তা করিয়াছিল এবং হুগলি দুর্গ পুনরাধিকার করিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলা হইতে যে জাহাজ আসিয়াছিল তাহার অধ্যক্ষ বলেন, রাজার লোকেরা পুনরায় ঐ দুর্গ অধিকার করিয়াছে এবং উহাদিগকে দমন করিবার জন্য বাদশাহের তরফ হইতে কোন সেনা আসে নাই। অতএব বিদ্রোহীরা কতদূর অগ্রসর হইবে এবং যাহা তাঁহারা অধিকার করিয়াছে তাহা কতদিন অধিকারে রাখিবে তাহা স্থির করা কঠিন। কুঠির যাহাতে কোন প্রকারে বিপদ না ঘটে সেই দিকেই কেবল আপনাদের কর্মচারিগণের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। কারবার চালান এবং কুঠিকে দুর্গে পরিণত করা (কর্তব্য)। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আপনাদের প্রধান কর্মচারী এবং পরামর্শসভা বিবেচনা পূর্বকই কার্য করিয়াছেন; উভয় পক্ষের সহিত এমনভাবে সদ্ভাব রাখিয়া চলিয়াছেন যে, রাজা তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ পোষণ করেন না, পক্ষান্তরের রাজার সহিত বিরোধে সহায়তা করবার জন্য নবাব তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।

১৬৯৭ সালে মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁর নিজের পৌত্র আজিম-উস-সানকে বাংলার নবাব নাজিম এবং মির্জা হাদিকে কারতলব খাঁ উপাধি প্রদান করে বাংলার দেওয়ান বা রাজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করেছিলেন। উক্ত মির্জা হাদি কারতলব খাঁ বাদশাহের কাছ থেকে পরে যথাক্রমে; মুর্শিদকুলি খাঁ এবং জাফর খাঁ খেতাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং দেওয়ানির সঙ্গে সঙ্গে সুবে বাংলা ও উড়িষ্যার নবাব নাজিমের পদও লাভ করেছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ মোঘল বাদশাহের হয়ে রাজস্ব আদায় করবার জন্য তৎকালীন বাংলার জমিদারদের কাছে যম স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি জমিদারদের উপরে অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করেছিলেন, এবং সুবার প্রত্যেক মহালের নতুন

জরিপ জমাবন্দি করেছিলেন। শেষে একটা সময়ে তাঁর সেই অত্যাচারের ফলে বাংলার অনেক প্রাচীন জমিদারি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, এবং চাকলা রাজশাহীর জমিদার রাজা উদিতনারায়ণ এবং পরগণা মামুদাবাদের জমিদার সীতারাম তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। নবাব তখন সেইসব পুরোনো জমিদারি নাটোরের রামজীবনের হাতে তুলে দিয়ে বিশাল রাজশাহী জমিদারির সৃষ্টি করেছিলেন। সেকালে মুর্শিদকুলি খাঁর ওই অত্যাচার এবং অনাচারের মধ্যে এই অভিনব রাজশাহী জমিদারির সৃষ্টি একটি শুভানুষ্ঠান ছিল বললে ভুল কিছুই বলা হয় না। বাংলার ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় মহারাণী ভবানীর কর্তৃত্বাধীনে পরবর্তী সময়ে এই জমিদারি বাংলার অশেষ কল্যাণসাধন করেছিল।

প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ্য যে, রাজস্ব আদায় এবং বৃদ্ধি সম্বন্ধে মুর্শিদকুলি খাঁ নিষ্ঠুর হলেও, ব্যক্তিগত সৈন্য সামন্ত পোষণ এবং প্রজাশাসন সম্বন্ধে বাংলার জমিদারদের তখন যেসব অধিকার ছিল। সেসবে তিনি কোন ধরণের হস্তক্ষেপ করেননি। অতিহাসিকদের মতে, মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনের ফলে তখন বাংলার জমিদারগণের প্রভাব প্রতিপত্তির কিছুমাত্র কমে যায়নি। 'রিয়াজ -উস-সলাতীন' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ১৭৪০ সালে গিরিয়া ক্ষেত্রে নবাব সরফরাজ খাঁর সঙ্গে আলিবর্দি খাঁর যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে রাজশাহীর জমিদার রামকান্তের লোকেরা আলিবর্দির বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। ওই যুদ্ধ চলবার সময়ে আলিবর্দি খাঁ রাত্রে নবাব সরফরাজ খাঁর শিবির হঠাৎ করে আক্রমণের প্রস্তাব করলে রাজশাহীর জমিদারির লোকেরাই তাঁকে ও তাঁর বাহিনীকে পথ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়ে ছিলেন, এবং এই সূত্রেই আলিবর্দি নবাবকে ওই যুদ্ধে সহজে পরাজিত এবং নিহত করতে সমর্থ হয়ে মুর্শিদাবাদের মসনদে আরোহণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ের বাংলায় কোম্পানির রাজত্বের ভিত্তিও ছিল জমিদারি। ১৭৯৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাহজাদা আজিম-উস-সানের অনুগ্রহে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের উত্তরাধিকারিদের কাছ থেকে ১৫০০ টাকা মূল্যের বায়নামার মাধ্যমে; কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর; এই তিনটি মৌজা কিনে নিয়ে জমিদারিসূত্রে বাংলায় ইংরেজ-শাসনের সূত্রপাত করেছিল।

এরপরে কোম্পানি পলাশির পুরস্কারস্বরূপ চব্বিশ পরগণার জমিদারি, এবং কাশিম আলি খাঁকে বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত করবার পুরস্কারস্বরূপ বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রামের জমিদারি লাভ করেছিল। তারপরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমান্বয়ে জমিদারি থেকে দেওয়ানি, এবং দেওয়ানি থেকে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দপ্তরের কাগজপত্র থেকেও, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বাংলার জমিদারেরা কতটা প্রতাপশালী ছিলেন, সেটার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অতীতে ১৭৪৮ সাল থেকে শুরু করে ১৭৬৭ সাল পর্যন্ত যেসব সরকারি কাগজ বা পত্র কোম্পানির দপ্তরে সংরক্ষিত ছিল, জেমস লঙ সাহেব সেসবের কিছুমাত্র তাঁর নিজের গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন সেইসব কাগজপত্রে দেখা যায় যে, ১৭৬০ সালে বর্ধমানের এবং বীরভূমের রাজা কোম্পানির এবং নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য তৈরি হয়েছিলেন। এমনকি সেই বছরের জুন মাসে বর্ধমান রাজের এবং কোম্পানির সিপাহীদের মধ্যে একটি ছোট রকমের যুদ্ধও হয়ে গিয়েছিল। তাতে কোম্পানির তরফের একজন সার্জন এবং ৫০ জন সিপাহী নিহত হন, এবং লেফটেন্যান্ট ব্রাউন গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন।

শেষে সেই গোলমাল আপোসে মিটিয়ে ফেলবার জন্য কোম্পানির কর্তৃপক্ষ সামনার সাহেবকে বর্ধমানে পাঠিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এরপরে সেই বছরেরই নভেম্বর মাসে নবাব জাফর আলি খাঁ ওরফে মীরজাফর পদচ্যুত হয়েছিলেন ও তাঁর জামাতা কাশিম আলি খাঁকে সেই পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল; এবং নবাব পদে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি কোম্পানিকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম; এই তিন জেলার জমিদারি প্রদান করেছিলেন। সেই সময়ে বর্ধমানের রাজা তিলকচাঁদ; বীরভূমের রাজা, শাহজাদা শাহআলম এবং মারাঠাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করবার উদ্যোগ করেছিলেন। কোম্পানি ও নবাবকে বাংলা থেকে উচ্ছেদ করবার জন্য সেই ষড়যন্ত্রসম্পর্কীয় চিঠিপত্রগুলি আজও ঐতিহাসিকদের কাছে বিশেষ কৌতূহলজনক। ১৭৬০ সালের নভেম্বর মাসে সুলেমান বেগ কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন যে, বর্ধমানের রাজা সেকাজের জন্য ১৫০০০ সৈন্য সংগ্রহ করে ফেলেছিলেন। এরপরে সেই একই মাসে নবাব কাশিম আলি খাঁ কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন যে, বর্ধমানের জমিদার এবং বীরভূমের রাজা একত্র হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার আয়োজন করছেন।

এমনকি নবাব কাশিম খাঁ সেকাজের জন্য বর্ধমান রাজের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ডিসেম্বর মাসে কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে লিখিত আরেকটি পত্রে তাঁকে গালাগাল করতেও সংকোচবোধ করেননি।

এরপরে সেই একই মাসে নবাব কাশিম আলি খাঁ আর একটি পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু কোম্পানির সেনার তৎপরতার জন্যই তখন বর্ধমান রাজের এবং তাঁর সহযোগীদের সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। কোম্পানির পক্ষ থেকে মেজর ইয়র্ক কোম্পানির এবং নবাবের ফৌজ নিয়ে বীরভূমের রাজধানী অধিকার করে বীরভূম রাজকে তখন পার্বত্য জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে বাধ্য করেছিলেন। অন্যদিকে ক্যাপ্টেন মার্টিন হোয়াইট সেই বছরের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে বর্ধমানের এবং সঙ্গতগেলার মধ্যে থাকা নদীর তীরে হওয়া একটি যুদ্ধে বর্ধমান রাজের ফৌজকে পরাজিত করে বিপক্ষ দলের সাথে তাঁদের মিলনের পথটি রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

যদিও নিজস্ব সৈন্যসামন্ত পোষণ করবার সামর্থ অবশ্য সেকালের খুব বড় বড় জমিদারদেরই ছিল, কিন্তু তখনকার ছোট বা বড়; সব ধরণের জমিদারই একপ্রকারে প্রজাদের হর্তাকর্তাবিধাতা ছিলেন। প্রজাদের মধ্যে কোন ধরণের বিবাদবিসংবাদ উপস্থিত হলে জমিদার বা তাঁর কর্মচারীরাই তখন সেসবের বিচার করতেন। এপ্রসঙ্গে ১৭৬৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে কোম্পানির কলকাতা কাউন্সিলের কার্যবিবরণীতে তৎকালীন গভর্ণর ভেরেলস্ট সাহেবের এই বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন।

বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম; এই তিনটি জেলা কোম্পানির হস্তগত হওয়ার পরে ভেরেলস্ট উক্ত তিন জেলার রাজস্বের বন্দোবস্তের কার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর আগে ১৭৬৫ সালে লর্ড রবার্ট ক্লাইভ যখন দ্বিতীয়বারের জন্য গভর্নর হয়ে এসেছিলেন, ভেরেলস্ট তখন তাঁর সহযোগী এবং বিশ্বাসভাজন পরামর্শদাতা ছিলেন; এরপরে লর্ড ক্লাইভ পদত্যাগ করলে ১৭৬৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ভেরেলস্ট তাঁর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। জমিদার এবং ইজারাদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করবার জন্য তিনি বর্ধমান প্রভৃতি জায়গায় কোম্পানির কাছারি স্থাপন করেছিলেন।

প্রজারা তখন অনেক সময়ে জমিদারের কাছারিতে না গিয়ে কোম্পানির কাছারিতেই নিজেদের অভিযোগ রুজু করাবার চেষ্টা করতেন। আর তাই ভেরেলস্ট পূর্বোক্ত মন্তব্যে জানিয়েছিলেন যে; কোম্পানির সেই কাছারিগুলি শুধু রাজস্ব আদায় সেগুলি প্রজাদের মামলা মকদ্দমার বিচার করবার জন্য স্থাপিত হয়নি।

লেখকঃ রানা চক্রবর্তী।

প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করার জন্য বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই বিরসার

বিশেষ প্রতিবেদক

মুন্ডা প্রথা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার জন্ম হওয়ায় বাবা-মা ছেলের নাম রাখলেন বিরসা। চরম দারিদ্র পরিবারটির চিরসঙ্গী। কাজ আর বর্গা জমির পিছনে ঘুরুতে ঘুরতে তাঁরা অধুনা ঝাড়খন্ডের উলিহাটু থেকে কুরুম্বা, ফের নড়ন তারপর বোম্বাখগ্রামে গ্রামে ছুটে বেড়াত। পরবর্তীতে হত দরিদ্র পরিবারটি থিতু হয় চাকলাদ গ্রামে। তবে বাবা-মার দারিদ্র্যের বোঝা একটু হালকা করতে বিরসাকে ছোটবেলাতেই যেতে হয় মামারবাড়ি আইয়ুভাতি গ্রামে।

আর পাঁচটা মুন্ডা ছেলের মতোই বিরসাও সকাল বেলা বেড়িয়ে পড়ত ছাগল-ভেড়ার দল নিয়ে। বনে জঙ্গলে তাদের চড়িয়ে আর দস্যিপনা করেই দিন কাটত। এভাবেই চলল বেশ কিছুদিন। একটা সময় সুর ভড় করল বিরসাকে। কখনো একতারা, কখনো মোহন বাঁশি নিয়ে সুর ধরার চেষ্টা চালায় সে। কিন্তু দরিদ্র বালক খুব বেশি আর এগোতে পারে না।

কয়েকদিন লেখাপড়ার টানে দেশি স্কুলে যাতায়াত শুরু করে বিরসা। তারপর একদিন ভর্তি হয় জার্মান মিশনারি স্কুলে। তবে স্কুল শর্ত দিয়েছিল বিরসাকে খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে হবে। এই ফাঁদ তখন পাতাই থাকত। আরও অনেকের মতো বিরসাকেও সেই ফাঁদে পড়তে হয়। বিরসা একা হলে হবে না গোটা পরিবারকেই খ্রিষ্টধর্মে ধরমান্তরিত হতে হয়। বিরসা মুন্ডা হয়ে যান বিরসা ডেভিড বিরসা দাউদ। তবে নিজের জাত কিংবা ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা অন্তরে যে রয়েই গেছিল তা বোঝা গেল যেদিন মিশনারি স্কুলের এক শিক্ষক যেদিন মুন্ডাদের নিয়ে একনাগাড়ে যা ইচ্ছে তাই বলে যাচ্ছিলেন বিরসা সেদিন মুখে কিছু বলতে না পারলেও প্রতিবাদে ক্লাস থেকে বেড়িয়ে চলে যান।

বিরসার মতো একজন সাধারণ মানুষের ভিতরে একজন অসাধারণ বোধসম্পন্ন মানুষ ছিল যে বিরসাকে তাড়া করত। যে কোনও অন্যায়-অবিচার-অসাম্যের বিরুদ্ধে বিরসা অস্থির হয়ে উঠত। স্কুলে পড়ার সময়েই বিরসা সরদারি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। প্রথমদিকে সরদারদের আন্দোলনের প্রতি মিশনারিদের

মৃদু সমর্থন ছিল কিন্তু পরবর্তীতে আর সেই সহানুভূতিটুকুও ছিল না। তাছাড়া বিরাট সংখ্যক অ-খ্রিস্টান মুন্ডা সরদারি আন্দোলনে যুক্ত থাকায় মিশনারিদের মধ্যেও বিদ্বেষ তৈরি হয়।

মিশনারিরা প্রথমে বিরসাকে সরদারদের আন্দোলন থেকে সরে আসার কথা জানায়। এরপর তারা প্রবল চাপ দিতে থাকলে বিরসা বোঝে মিশনারিদের সঙ্গে আর কোনওরকম সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। ফলে বিরসা নিজে মশনারি স্কুল ছাড়েন এবং সপরিবারে খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করেন। তবে সরদারি আন্দোলন থেকে বিরসা একদিন সরে আসেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে বিরসা বুঝেছিলেন শুধুমাত্র দিকুরাই আদিবাসী মানুষের দুর্দশার একমাত্র কারণ নয়। একদিকে বিদেশি সরকার তথা প্রশাসন অন্যদিকে মিশনারি আর তাদের সঙ্গে দিকুরা আদিবাসী মানুষদের জীবন অতিষ্ট করে তুলেছে।

যে বন আর ভূমির ওপর আদিবাসী মানুষদের জন্মগত অধিকার বিদেশি সরকার তা কেড়ে নিয়ে তাদের নিঃস্ব করেছে। অন্যদিকে আদবাসীদের দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে মিশনারিরা তাদের ধর্মান্তরিত করে। এর ওপর আছে দিকুদের অত্যাচার। নিজদের বনভূমে পরবাসী আদিবাসীরা যে তাদের হাজার বছরের ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ; এ কথা মাত্র ২০ বছরের তরুণ বিরসা প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। কেবল তাই নয় তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন।

বিরসার ধর্ম, হাজার হাজার মুন্ডাদের মুখে ধরতি আবা বা জগত পিতা বিরসার জয়ধ্বনি শুনে ব্রিটিশরা আগে ভাগেই বিদ্রোহের আঁচ অনুভব করল। তাঁরা বুঝতে পারল ; যেভাবেই হোক বিরসাকে জব্দ করতে হবে। তাঁর নেতৃত্বেই আদিবাসী মানুষদের মধ্যে নতুন করে বন আর ভূমি নিয়ে অধিকার বোধ দানা বাঁধছে। কিছুদিনের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার পুরনো বন আইঙ্কে ছোটনাগপুর জঙ্গলে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিল।

এই খবর মুন্ডাদের মধ্যে ছড়িয়ে যেতেই তাঁরা বিরসার নেতৃত্বে ফুঁসে ওঠে। পাহাড় আর জঙ্গলের ওঁরাও, মুন্ডা-সহ আদিবাসীরা বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। এরকমই একটা সময়ের অপেক্ষা করছিল ব্রিটিশ সরকার। উসকানি আর বিদ্রোহে মদত দেওয়ার অভিযোগে তাঁরা বিরসাকে বন্দি করে দু'বছর আটকে রাখে। তবে থিতিয়ে যায় না সেই বিদ্রোহ। জেল থেকে বেরিয়ে বিরসা ফের মুন্ডা ও অন্যান্য আদিবাসীদের নিয়ে ঝাপিয়ে পরে উলগুলান বা স্বাধীনতা যুদ্ধে। ব্রিটিশদের আধুনিক অস্ত্রের সামনে বিরসার যুদ্ধ সেদিন পরাজিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু আদিবাসীদের মনে বিরসাই বন আর ভূমির অধিকার বোধ জাগিয়ে দিয়েছিল। সেই অধিকার কি তাঁরা স্বাধীন দেশেও পেয়েছে ? এ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এখনও খাদ্য আর শিক্ষা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তাদের ধর্মান্তরিত করা হয়।

আদিবাসী সম্প্রদায় বিরসাকে ভগবানের আসনে বসাতে কুণ্ঠত হয়নি। তারা এখন বিরসা দিবস পালন করে। পাশাপাশি হুল দিবস পালন করে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারও বিরসা মুণ্ডা দিবস পালন করে থাকে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরসা দিবস পালন করার চল শুরু হয়েছে। রাজ্যসরপকার বিরসাকে আদিবাসী বীর যোদ্ধা বলে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আদিবাসীদের মধ্যে শক্তিশালী পুরুষকে এদিন পুরস্কৃত করার কথা নিচে ভাবনা চিন্তা চলছে। বিরসার সংগ্রামের ইতিহাস এফন পাঠ্য পুস্তকে স্থান লাভ করেছে। বাংলার প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষার লড়াই তিনি করেন

ছোটদের বন্ধু ছিলেন পরিচালক সত্যজিৎ

বিশেষ প্রতিনিধি

কতই বা বয়স তখন ?এগারো, বারো.. । প্রতি বছর জন্মদিনে বরাদ্দ ছিল বাবার কাছ থেকে পাওয়া একখানা ফেলুদা ।এসেই গোগ্রাসে গেলা ।এভাবেই ধীরে ধীরে তৈরি হল একটা ঘোর সম্পর্ক ।আর সেই সঙ্গে ফেলুদার স্রষ্টাকে দেখবার আগ্রহ ।আমার যাতায়াত চিরকালই সীমিত। আর একান্ত বাবা-নির্ভর জীবন। তাই কবে বাবা নিয়ে যাবে ওঁর বাড়িতে,হা পিত্যেশ করে বসে থাকতাম। বাবার সময় হয় না। তখন ভাবলাম,তাহলে ওঁকে যদি ফোন করা যায় ? কিন্তু ফোন নাম্বারটা ? ঠিক এই সময়,আরো কিছু পরে,'সন্দেশ' পত্রিকায় হাত পাকাবার আসরে লিখতে শুরু করি ।বয়স বারো,তেরো ।অবাক হবার পালা তখন। গদ্য বা গল্প লিখি, কবিতা লিখি,দিব্যি ছাপা হয়ে যায়। দু চারটে আবার পুরস্কারও পায়। বেশ উত্তেজনা হত। আমার স্কুল মানে কমলা গার্লস স্কুল,কাছেই সন্দেশের অন্যতম সম্পাদিকা নলিনী দাশের বাড়ি। স্কুল থেকে ফেরার পথে বার কয়েক তাঁর বাড়িতে গেছি। তিনি আমায় বেশ স্নেহ করতেন ।একদিন তাঁর কাছ থেকেই পেলাম সত্যজিৎ রায়ের ফোন নাম্বার ।আমায় তখন পায় কে ?উড়ছি একেবারে ! পরদিন ঘুম থেকে উঠেই বেশ খানিকটা দূরের একটা ওষুধের দোকানে। সেখান থেকে ফোন। ওপারে খুব গম্ভীর কণ্ঠে একজন মানুষের ফোন তোলা। তারপর তাঁর সঙ্গে কথা বলা। কথায় দক্ষ নই। তার ওপর

ভয়,সম্ভ্রম ।কিন্তু তখন সেসব ভাবনা তুচ্ছ। আবোল তাবোল দু চারটি কথা। ফিরে এসে দৌড়তে দৌড়তে স্কুলে যাওয়া। আশ্চর্য যে, ফোন ধরতেন কেবল সত্যজিৎ। এভাবে বেশ কয়েক মাস কাটার পর অনিয়মিত হলাম ।পরীক্ষা সামনে। অগত্যা। আবার ক মাস পর মাথার পোকা নড়ে উঠল ।এবার একটা গোটা উপন্যাস লিখে দোনামনা করে একদিন নলিনীদির বাড়ি গেলাম। রেখে এলাম সেটি। সপ্তাখানেক পর নলিনীদি পড়ে ফেরত দিলেন। বয়সের তুলনায় লেখা আর ভাষা উন্নত,ইত্যাদি বলে। ভাবলাম,এবার সত্যজিতের কাছে পাঠাবো এটিকে। চিঠি লিখলাম তাঁকে। কয়েকদিন পরই উত্তর এল ।উনি উপন্যাসটি দেখবেন,তবে 'ঘরে বাইরে' ছবির শ্যুটিং শেষ হলে। চিঠিটি অনেকদিন ছিল।

ট্রেনে উঠে ছানা ব্যবসায়ীদের আক্রমণ, অভিযোগ রেল হকারদের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৬ নভেম্বর ঃ ট্রেনে উঠে ছানা ব্যবসায়ীদের মারধর করে প্রায় তিনশো কেজি ছানা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার রাতে নৈহাটি জিআরপিতে অভিযোগ জানিয়েছেন ওই ছানা ব্যবসায়ীরা। অভিযোগের তির নৈহাটি রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার উত্তেজনা ও আতঙ্ক দেখা দেয় ছানা ব্যবসায়ীদের মধ্যে। পুজো চলে যাওয়ার পরও চাঁদার জুলুম। এবার চাহিদা মতো চাঁদা না দেওয়ায় ছানা ব্যবসায়ীদের ওপর এই হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার ঘটনার সূত্রপাত। দুপুর ২টো ২৭ এর ডাউন শান্তিপুর লোকালে ফুলিয়া এলাকার ছানা ব্যবসায়ীরা ছানা নিয়ে কলকাতা যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, নৈহাটি রেল স্টেশনে নৈহাটি রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের সদস্যরা ট্রেনে উঠে ওই ছানা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা চাঁদা চায়। এত টাকা দিতে অস্বীকার করেন ব্যবসায়ীরা। এই নিয়ে বচসা বাঁধে। তবে তখনকার মতো চলে যায় ইউনিয়নের লোকেরা। অভিযোগ, এর পর শুক্রবার দুপুরে ওই ট্রেনেই নৈহাটি স্টেশন থেকে ওই হকার্স ইউনিয়ন এর সদস্যরা ট্রেনে উঠে ফুলিয়ার ওই ছানা ব্যবসায়ীদের ওপর হামলা চালায়। এই ঘটনার জেরে স্বভাবিক ভাবেই আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে ফুলিয়ার ছানা ব্যবসায়ীদের মধ্যে। আবারও আক্রমণ হতে পারে এই আশঙ্কায় ট্রেনে করে ছানা নিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা।

ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে নৃশংস হত্যার অভিযোগ, এলাকায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ নভেম্বর ঃ চাঁচলের বাসিনহাটের চয়নটোলা এলাকায় এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রির রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম জিয়াউল চৌধুরী (৪৫)। শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। শনিবার সকালে বাড়ির পাশের একটি পুকুর থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি জিয়াউল। পরিবারের সদস্যরা সারারাত খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনো সন্ধান পাননি। শনিবার সকালে পাড়ার লোকেরা তাঁকে ভাসমান অবস্থায় তাঁর দেহ দেখতে পায়। দেহ উদ্ধারের পর দেখা যায়, মাথার পেছনে ভারী আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, জায়গা দখল নিয়ে কিছুদিন আগে জিয়াউলকে কয়েকজন হুমকি দিয়েছিল। পাশাপাশি, তিনি এক বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত ছিলেন বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থল থেকে তাঁর সাইকেল ও মোবাইল ফোন পাওয়া যায়নি। এমনকি বাড়ির সামনের রাস্তায় রক্তের দাগও লক্ষ করা গেছে, যা হত্যার সন্দেহ আরও বাড়িয়েছে। স্ত্রী সরাসরি খুনের অভিযোগ তুলেছেন এবং পুলিশকে জানান, তাঁর স্বামীর জীবনের ওপর হুমকি ছিল। চাঁচল থানা এবং খরবা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে অনুমান করছে পুলিশ। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে সম্ভাব্য সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে।

প্রথম মহিলা বাস ডিপোর উদ্বোধন করলেন পরিবহণ মন্ত্রী কৈলাশ গেহলট

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর ঃ শনিবার দিল্লির সরোজিনী নগরে ভারতের প্রথম সর্ব-মহিলা বাস ডিপো (সখী ডিপো) উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার দিল্লির পরিবহণ মন্ত্রী কৈলাশ গেহলট এই ডিপোর উদ্বোধন করেন। পরিবহন সেক্টরে মহিলা বাস চালক ও কন্ডাক্টরদের অধিকারের প্রতি এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই ডিপোর মাধ্যমে মহিলা কর্মীরা তাদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সম্মানের অনুভূতি পাবেন। তবে এটি একটি ঐতিহাসিক সূচনা হলেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন মহিলা কর্মচারীরাও। তিনি বলেন, ডিপোতে কাজের অবস্থা ঠিক নয়। মন্ত্রী কৈলাশ গেহলটের কাছে নির্দিষ্ট বেতন ও নির্দিষ্ট চাকরির দাবি জানিয়েছেন মহিলা কর্মীরা। অভিযোগ করেন যে তাদের সকাল ৬ টায় কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে রওনা হতে হয়েছিল এবং তারপরে সময়মতো ডিউটিতে পৌঁছাতে পারেনি। উপরন্তু, তারা মজুরি এবং কাজের অবস্থার উন্নতির আশা করেছিল। বিক্ষোভ সত্ত্বেও, মন্ত্রী কৈলাশ গেহলট তাদের আশ্বস্ত করেছেন যে তাদের সমস্যার সমাধান করা হবে এবং তাদের একটি ভাল কাজের পরিবেশ দেওয়া হবে।

টাটা গোষ্ঠীর সাথে মৌ স্বাক্ষর করবে ত্রিপুরা সরকার

আগরতলা, ১৬ নভেম্বর ঃ ত্রিপুরার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট তথা আইটিআইগুলিতে আধুনিক কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা সংযুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সুপরিচিত টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে যৌথ ভাবে ত্রিপুরার ১৯টি আইটিআই-তে আগামী পাঁচ বছর প্রশিক্ষণের আমূল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। শনিবার মহাকরণে একথা জানিয়েছেন পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি আরো জানান সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই আধুনিকীকরণের জন্য টাটা গোষ্ঠী ৮৬ শতাংশ এবং ত্রিপুরা সরকার ১৪ শতাংশ ব্যয় বহন করবে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরায় আইটিআই-র প্রশিক্ষণের পরিকাঠামো বৃদ্ধিতে ৫৭০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করবে। রাজ্য সরকার নাবার্ড থেকে ঋণ নিয়ে ১২১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা খরচের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খুব শীগ্রই টাটা টেকনোলজির সাথে ত্রিপুরা সরকার মৌ স্বাক্ষর করবে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সারা দেশে স্টার্টআপ কোম্পানি গড়ে তুলার ডাক দিয়েছেন। তাতে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরায় আইটিআই প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিকাঠামোর দিক দিয়ে আরও উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে। তাই টাটা গোষ্ঠীর সহায়তায় যৌথভাবে ত্রিপুরায় ১৯টি আইটিআই-তে আগামী পাঁচ বছর প্রশিক্ষণের আমূল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যে টাটা গোষ্ঠী কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অসম, গোয়া, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং তেলেঙ্গানা সহ দেশের আরও অন্যান্য রাজ্যের আইটিআইগুলিতে বিনিয়োগ করেছে। ওই বিনিয়োগে রাজ্য সরকার যৌথভাবে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাতে, নতুন নতুন মেশিন ও টেকনোলজি ব্যবহার করে ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়াই মূল লক্ষ্য। ত্রিপুরা সরকারও এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ত্রিপুরার আইটিআইগুলিতে টাটা গোষ্ঠী ৮৬ শতাংশ এবং ত্রিপুরা সরকার ১৪ শতাংশ ব্যয়ভার বহন করবে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরায় আইটিআই-র প্রশিক্ষণের পরিকাঠামো বৃদ্ধিতে ৫৭০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করবে। রাজ্য সরকার নাবার্ড থেকে ঋণ নিয়ে ১২১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা খরচের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাতে, ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীরা কর্মসংস্থানে ব্যাপক সুযোগ পাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

বড়বাজারে ডালা সমস্যা থেকে মুক্তি, রাতে ব্যবসা শেষে তুলে নিতে হবে - পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ নভেম্বর ঃ সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট - বড়বাজার। কলকাতা নগরীর ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্রে ডালা পেতে ব্যবসা করেন সিংহভাগ। সর্বদা ডালা পেতে রাখার পুরোনো নিয়ম বদল হবে। দিনে ডালা পেতে ব্যবসা করে রাতে তা তুলে নিতে হবে। ডালা নিয়ে জায়গা জুড়ে বসে থাকার দিন শেষ হতে চলেছে অচিরেই। ডালা নিয়ে যে সমস্যা রয়েছে সেই জটিলতা কাটিয়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন মহানাগরিক। এ জন্য উপায়ও বাতলেছেন তিনি। সবসময় রাস্তা জুড়ে ডালা বসিয়ে রাখার ফলে সাফাই এর কাজে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে দমকল ও পুলিশ এবং পুরসভা মায়া প্রশাসন নাকাল হয়ে পড়ে। জবরদখল মুক্ত করতে পারলে জতুগৃহ কলকাতাকে আগুনের নাগপাশ থেকে বাঁচানো কঠিন কাজ। টক টু মেয়র লাইভ অনুষ্ঠানে শনিবার এ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি পুর নাগরিক উদ্দেশ্যে বলেন, সর্বস্তরে সচেতনতা দরকার। রাতের দিকে ডালা সরিয়ে নিতে হবে। কলকাতা পুলিশ'কে জানিয়ে দেওয়া হতে চলেছে নতুন এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে চায় পুরসভা।

গ্রাম বাংলায় আজও প্রচলিত মুঠ পুজো বা মুঠি পুজো

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৬ নভেম্বর ঃ মাঠের সোনালি ধান খামারের গোলায় তোলার আগে যাতে কোন বিপত্তি সৃষ্টি না হয়, তার জন্য প্রথমেই মা লক্ষ্মীর পুজো শ্রদ্ধাভরে পালন করেন কৃষকরা। গ্রাম বাংলার লৌকিক উৎসব মুঠ পুজো বা মুঠি পুজো। যা মূলত কৃষক পরিবার গুলিতে বিশেষ ভাবে প্রচলিত। মুঠ পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হয় আমন ধান ঘরে তোলার পালা। মাঠ থেকে মুঠি আনা হয় লক্ষ্মীর প্রতীক হিসাবে। তারপর দুবেলা পুজো করা হয় বাড়িতে। অগ্রহায়ণ মাস মানেই নবান্নের মাস। নতুন ধানের অন্ন নবান্ন। শ্রাবণের শুরুতে বৃষ্টিপাত শুরু হতেই কৃষকেরা সঠিক সময় বুঝতে পেরে, মাটিতে ছড়িয়ে দেয় ধানের বীজ। বর্তমানে বৃষ্টির উপর নির্ভর না করে কৃষকরা ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করে চাষ করেন। কয়েকদিন পর, দিগন্তের ক্ষেত বিদীর্ণ করে সবুজে-শ্যামলে-নীলিমায় ভরে ওঠে কানায় কানায়। কোজাগরীর চাঁদের আলো সেই ক্ষেতে পাকা ফসলে এসে লাগলেই, সোনালি রং ধরে ধানের শিষে। শুরু হয়ে যায় নবান্নের আয়োজন। কিন্তু তারও আগে অর্থাৎ কার্তিক সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে, অগ্রহায়ণের প্রথম দিনে তারা পালন করেন মুঠি পুজো। অর্থাৎ তাদের ভাষায়, সংক্রান্তি তিথি অনুসারে এই মুঠি পুজো হল এ বাংলার প্রথম লক্ষ্মী পুজো। অধিকাংশ গ্রামে এখন শহরের ছোঁয়া লাগায় তেমনভাবে প্রাচীন রীতি লক্ষ্য করা যায় না। তবে শহর ছাড়িয়ে এখনও কিছু গ্রাম রয়েছে যেখানে রীতি মেনে সব কিছু করা হয়। সেই রকম কিছু গ্রাম আজও অগ্রহায়ণের প্রথম সকাল, ভোরের কুয়াশায় ভিজে যায় মাঠ- ঘাটে পায়ে হেঁটে মুঠ ধান নিয়ে আসেন। পরিবারের কোন এক সদস্য শুভ সময় দেখে আড়াই মুঠ ধান কাপড়ে জড়িয়ে বাড়ি আনেন। সেই মতো শনিবার সকালে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের ভদ্রপুর গ্রামের কৃষকের সকালবেলা স্নান সেরে, পবিত্র সাদা পোশাক পরিহিত হয়ে, হাতের কাস্তে নিয়ে চলে যান মাঠে। তারপর মাঠের এক কোণে আড়াই মুঠা ধান কেটে, ভক্তিভরে প্রণাম করে, সেই ধানের সমষ্টিকে মাথায় তুলে, নিঃশব্দে বাড়ি ফেরেন। মাঠ থেকে বাড়ির ফেরার পথে কোন কথা বলতে নেই। আওয়াজ হলে নাকি মা লক্ষ্মী রুষ্ট হন। নিজের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াতেই কৃষকের স্ত্রী অর্থাৎ বাড়ির গৃহবধূরা একটা কাঠের পিঁড়েতে গৃহস্বামীকে দাঁড় করান, তারপর মাটির মঙ্গলঘটের জল দিয়ে কৃষকের পা ধুইয়ে, নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেন পা। তারপর সেই গৃহবধূ ভক্তিভরে প্রণাম সেরে, মা লক্ষ্মীকে সাদরে আহ্বান জানান ঘরে। এবং অবশেষে সেই ধানের সমষ্টিকে বাড়ির পবিত্র স্থানে রেখে শুরু হয় পুজো।

বুদবুদে মহিলা সমবায়ে অনিয়মের অভিযোগে সরগরম

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৬ নভেম্বর ঃ বোর্ডের সিদ্ধান্ত ছাড়াই তোলা হচ্ছে সমবায়ের হাজার হাজার টাকা। টাকা উঠছে আত্মীয়দের অ্যাকাউন্ট মাধ্যমে। এমনই চাঞ্চল্যকর দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠল বুদবুদে সোনারতরী মহিলা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটির পরিচালক নেত্রীদের বিরুদ্ধে। আর তাই নিয়ে সরগরম গলসী-১ নং ব্লকের রাজনৈতিক মহল। ঘটনার তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে গলসী-১ নং ব্লক প্রশাসন। প্রসঙ্গত, মহিলাদের স্বনির্ভরতার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারের তৎপর। গোষ্ঠীগুলিকে নিজেদের স্বনির্ভরতার জন্য ব্যাঙ্কের তরফে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে থাকে। অনেক মহিলা হস্তিশিল্প ও ক্ষুদ্র কুঠির শিল্পে বিনিয়োগ করার জন্য ঋণ নিয়ে থাকে। তাতে উপকৃত হয় মহিলারা। বিভিন্ন গোষ্ঠী নিয়ে সমবায় সমিতি গঠিত হয়। তাতে ১৫ জনের একটি বোর্ড গঠন হয়। ওই বোর্ডের মিটিং করে সর্বসম্মতিতে টাকা তোলার বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরকমই রয়েছে গলসী-১ নং ব্লকের বুদবুদ সোনারতরী মহিলা মাল্টিপারপাস কো- অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড। প্রায় ৩২০ টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে ওই সমবায়ে। মাস কয়েক আগেই ওই সমবায়ে নতুন বোর্ড গঠন হয়। অভিযোগ, নতুন বোর্ড ক্ষমতায় আসার পর সমবায় বিরুদ্ধ কাজ করে চলেছে। বোর্ডের সদস্যদের অন্ধকারে রেখে কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সমবায়ের অর্থ অনৈতিক ভাবে তুলে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে বোর্ডের ও বেশ কয়েকটি গোষ্ঠীর সদস্যা পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসক ও গলসী-১ নং ব্লক সমষ্ঠি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতরে অভিযোগ জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ, মার্চ ২০২৪ সাল পর্যন্ত সোনারতরী মহিলা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর কাজ কর্ম খুবই ভালো চলছিলো। কিন্তু তার পর থেকে নতুন বোর্ড গঠন হওয়ার পর সভানেত্রী রুমা রুইদাস ও সম্পাদিকা নিতু ম্যাকাঞ্জী তাদের ক্ষমতাবলে বিভিন্ন রকম সমবায় বিরুদ্ধ কাজ কর্ম করছে। বোর্ডের কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়ায় প্রায় ষোলো লক্ষ টাকা নিজেদের ও আত্মীয়দের নামে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নিয়েছে। গত ৩ মাস কোনো স্বনির্ভর দলকে লোন দেইনি বলে অভিযোগ। দলের কোনো পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি আপত্তি তুলে প্রতিবাদ করলে দুর্ব্যাবহার করা হয়। অভিযোগকারীরা বলেন, গত মার্চ মাসের পর সমবায় দুর্নীতির ঘুঘুরবাসায় পরিনত হয়েছে। তাই তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যাবস্থা গ্রহনের দাবী জানিয়েছি। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে সোনারতরী মহিলা মাল্টিপারপাস সোসাইটির সভানেত্রী রুমা রুইদাস বলেন, অভিযোগ সম্পুর্ন মিথ্যা। আগের বোর্ডের কয়েকজন অনিয়ম করেছে। সেসব ঢাকতেই আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে। বিজেপি বিধায়ক লক্ষন ঘোড়ুই বলেন, সমবায় গুলিতে নির্বাচন না করে পছন্দের লোককে বোর্ডে রেখে লুটতরাজ চালাচ্ছে শাসকদল তৃণমূল। পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ রাজ্যের এসব সমবায়গুলিতে। তদন্তের দাবী জানাচ্ছি। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের গলসী-১ নং ব্লক সভাপতি জনার্দ্দন চট্টোপাধ্যায় বলেন, অভিযোগ থাকলে, প্রশাসন তদন্ত করে ব্যাবস্থা নেবে। গলসী-১ নং বিডিও জয়প্রকাশ মন্ডল বলেন, অভিযোগ এসেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ট্যাব কান্ডে উত্তাল বাঁকুড়া, প্রতিবাদে সরব বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ নভেম্বর ঃ ট্যাব কেলেঙ্কারি নিয়ে উত্তাল সারা জেলা। শনিবার বাঁকুড়া শহরের সর্বত্র চলছে এই নিয়ে সমালোচনা। প্রতিবাদে সরব হতেও দেখা যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের। চলছে রাজনৈতিক তর্জাও । এরই মধ্যে বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর বিস্ফোরক মন্তব্যে বিতর্ক চরমে উঠেছে। আমাদের দেশে অপরাধীদের গুলি করে মারার আইন নেই। সেরকম আইন থাকলে ওদের গুলি করা উচিত ছিল। ট্যাব কাণ্ডে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রসঙ্গে এই বিস্ফোরক মন্তব্য তৃণমূলের সাংসদের। ট্যাব কেলেঙ্কারি নিয়ে শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছে প্রধানবিরোধী দল বিজেপি। বাঁকুড়ার প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ সরকারের বক্তব্য তৃণমূল মানেই দুর্নীতি। হ্যাকাররা এই অ্যাকাউন্ট নম্বর পাবে কোথা থেকে? হ্যাকার এবং তৃণমূল নেতাদের চক্র থেকেই গোটা ঘটনা ঘটেছে। আসলে এই সরকার দুর্নীতিতে ভরে গেছে। তাই যতক্ষণ না এই সরকার বদলাচ্ছে ততক্ষণ কিছুই হবে না। ডাঃ সুভাষ সরকারের এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে অরূপ চক্রবর্তী বলেন, এই টাকা তো আর তৃণমূল বণ্টন করে না। টাকা সরকারের কাছ থেকে সরাসরি ছাত্রদের অ্যাকাউন্টে যায়। জালিয়াতি যারা করছে তাদের গুলি করে মারা উচিত। আমাদের দেশে গুলি করার আইন নেই। থাকলে গুলি করা উচিত ছিল। আমাদের দেশে ফাঁসির সাজা হয়। এদের এই ধরনের সাজা পাওয়া উচিত। এখানে থেমে না থেকে অরূপবাবু আরও বলেন যে যারা কুকীর্তি করে সরকারের বদনাম করে, ছাত্রদের প্রতারণা করে তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। বিজেপি কী বলল তাতে তৃণমলের কিছু যায় আসে না। কিন্তু অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা হওয়া উচিত। ব্যাঙ্কের লোক জড়িত থাকলে সেটাও দেখা উচিত। যারা দোষী তাদের এমন সাজা দিতে হবে যেন সমাজ এদের বয়কট করে। ট্যাব কেলেঙ্কারি নিয়ে বামদলগুলিকে সরব হতে দেখা গেছে। অন্যদিকে, ট্যাব কাণ্ড নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার জানান যে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ১৯১১ জন ট্যাব জালিয়াতির শিকার হয়েছেন। গ্রেফতার করা হয়েছে ১১ জনকে। পুলিশের বিশেষ দল তদন্ত চালাচ্ছে। উল্লেখ্য, বাঁকুড়া জেলার ১০ স্কুলের ৪৭ জন ছাত্র ট্যাব কেলেঙ্কারির শিকার হয়েছেন। এই পড়ুয়াদের মধ্যে বাঁকুড়ার নিত্যানন্দপুর হাইস্কুলের ২০ জন, সিমলাপাল মঙ্গলময়ী বালিকা বিদ্যামন্দিরের ১৭ জন, জগদল্লা গোড়াবাড়ি এমজিএস বিদ্যালয় এবং বিষ্ণুপুর কে এম হাইস্কুলের দুজন করে পড়ুয়া। এছাড়া বাকি ৬ স্কুলের একজন করে পড়ুয়া এই ঘটনার শিকার হয়েছেন । শনিবার শহরের মাচানতলায় থেকে দোলতলা, রামপুর , প্রতাপবাগান, জুনবেদিয়া , লেখা লালবাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় ,চায়ের দোকানের আড্ডায় জোর বিতর্ক হতে শোনা যায়। একাংশের বক্তব্য, এই সরকারের প্রতিটি কাজে দুনীতি। আর দুর্নীতি থেকে মানুষের নজর ও আওয়াজ ঘোরাতে শাসক দলের নেতারা এসব গরম গরম বক্তব্য দিয়ে থাকেন। এটাই একটি পলিটিক্স। আপর এক অংশের বক্তব্য, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজে যখন দুর্নীতি ধরা পড়ছে তখন আরও নজরদারি বাড়ানোর দরকার ছিল। সরকারের ভেতর থেকে ইন্ধন না থাকলে বাইরের লোকেদের পক্ষে এই কাজ করা সহজ নয়।

শান্তিপুরে শুরু হল ঐতিহ্যবাহী ৫২ হাত কালী পুজোর প্রস্তুতি

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৬ নভেম্বর ঃ রাস যাত্রার পূর্ণলগ্নে নদীয়ার শান্তিপুরে শুরু হলো পৃথিবীর বৃহত্তম ৫২ হাত কালী মায়ের পুজোর প্রস্তুতি। কাঠামো পুজোর মাধ্যমে দেবী আরাধনার সূচনা করা হয়েছে। পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি, এত বড় কালী মূর্তি বিশ্বের কোথাও নেই। উচ্চতায় ৫২ হাত বিশিষ্ট এই বিশাল প্রতিমা তৈরিতে সময় লাগে প্রায় এক মাস। পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে শুরু হয় দেবী আরাধনা, যা চলে টানা ১০ দিন। পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিদিনই আয়োজিত হয় সাধুদের হোমযজ্ঞ। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই প্রতিমা পুজোর স্থানেই নির্মিত হয় এবং নিরঞ্জনের কাজও সেই স্থানেই সম্পন্ন হয়। পুজো উপলক্ষ্যে ১০ দিন ধরে চলে যাত্রা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পাশাপাশি আয়োজন করা হয় ইন্দিরা গান্ধী গ্রামীণ মেলার, যা স্থানীযদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ। মেলায় জেলার ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। শনিবার পুজো উদ্যোক্তারা জানান, শান্তিপুরের এই পুজো শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি শান্তিপুরের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতীক। প্রতি বছর লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয় এখানে। রাস যাত্রার সঙ্গে মিলে যাওয়া এই পুজো শান্তিপুরের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে এক আলাদা মাত্রা যোগ করে, যা স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি রাজ্যের মানুষের কাছেও বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

প্রাচীনত্বের সঙ্গে মিশেছে নতুনত্ব, বেড়েছে জৌলুস

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ নভেম্বর ঃ কোনো পুজোর বয়স ৩৭৮ কোনোটা ৩০০, কোনোটা আড়াইশো বছরের প্রাচীন। প্রাচীনত্বের সঙ্গে মিশেছে নতুনত্ব। বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক পুজো বিগত কয়েক দশকে জৌলুস বেড়েছে। বাবু কার্তিক, জামাই কার্তিক, জ্যাংড়া কার্তিক, ষড়ানন-- নানা ধরনের কার্তিক পুজো যেমন হয় তেমনই মহাদেব, কৃষ্ণ, সন্তোষী মা, গণেশ, ভারতমাতা, নটরাজ হরেক দেবতার পুজো হয়। চারদিনের উৎসবে শেষ দিন হয় শোভাযাত্রা। বর্তমানে শতাধিক পুজো হয় সাহাগঞ্জ বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলে। তবে কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণে পুজো হয় ৭১টি। শোভাযাত্রায় অংশ নেয় ৪৫ টি পুজো। চন্দননগরে আলো, মেদিনীপুরে থিমের মণ্ডপ সব মিলিয়ে বাঁশবেড়িয়ার চারদিনের উৎসব জমজমাট। বাঁশবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান আদিত্য নিয়োগী জানান, প্রচুর মানুষের ভিড় হয় শহরে এই চারদিন। নিরাপত্তার জন্য ৭৬টি স্থায়ী সিসি ক্যামেরা সঙ্গে অস্থায়ী ২৫ টি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। পুজো কমিটিগুলি আলাদা করে সিসি ক্যামেরা বসায়। পুরসভার পক্ষ থেকে পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যশিবির করা হয়। পুলিস সহায়তাকেন্দ্র থাকে। হুগলি গ্রামীণের মগরা থানা চন্দননগর কমিশনারেটের চুঁচুড়া থানার পুলিস মোতায়েন থাকে। সাহাগঞ্জের রাজা কার্তিক পুজোর উপদেষ্টা জগবন্ধু সাহা বলেন, আমাদের পুজো একটা পরম্পরা, পর্তুগিজদের সময় থেকে কার্তিক পুজোর সূচনা হয়েছিল। সন্তানকামনায় কার্তিক পুজোর প্রচলন হয় বলে বিশ্বাস। প্রাচীন পুজো নিয়মনিষ্ঠা মেনে আজও হয়ে আসছে। বাঁশবেড়িয়ার এক বৃদ্ধ বাসিন্দা বলেন, বাঁশবেড়িয়া কার্তিক পুজো বিখ্যাত। এখানে ৩৩ কোটি দেবতা দেখা যায়। কার্তিক পুজো হলেও রাসের মতো পুজো নানা দেবতার। সারারাত ধরে মানুষ ঠাকুর দেখেন। আগের থেকে জৌলুস অনেক বেড়েছে।

দূষণ বাড়ছে, স্কুল সাময়িকভাবে বন্ধ করার নির্দেশ

চন্ডীগড়, ১৬ নভেম্বর ঃ বিগত কিছু দিন দূষণের কবলে রাজধানী দিল্লি। দিল্লির মতোই খারাপ অবস্থা হরিয়ানাতেও। আবার খড়বিচুলি পোড়ানোর ঘটনাও ঘটছে। ক্রমবর্ধমান দূষণের পরিপ্রেক্ষিতে, হরিয়ানা সরকার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল সাময়িকভাবে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। এই বিষয়ে স্কুল শিক্ষা অধি দফতরের পক্ষ থেকে সমস্ত জেলা জেলা প্রশাসকদের কাছে একটি চিঠি লেখা হয়েছে। হরিয়ানা সরকারের পক্ষ থেকে শনিবার জানানো হয়েছে, ক্রমবর্ধমান বায়ুদূষণের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল সাময়িকভাবে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। এই বিষয়ে স্কুল শিক্ষা অধি দফতরের পক্ষ থেকে সমস্ত জেলা জেলা প্রশাসকদের কাছে একটি চিঠিও লেখা হয়েছে।

বাড়ি থেকে ড্রাম ড্রাম কেরোসিন উদ্ধার, অভিযোগে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, কল্যাণী, ১৬ নভেম্বর ঃ শনিবার নদীয়ার কল্যাণী থানার অন্তর্গত মুরাতিপুরে বিশ্বজিত দাস নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে ১৩ টি বড় ড্রাম ভর্তি কেরোসিন উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রতিটি ড্রামে ২২০ লিটার করে তেল মজুত ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তির দাবি, এই তেল তিনি রেশন ডিস্ট্রিবিউটর থেকে কিনে এনে খোলা বাজারে বিক্রি করতেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কল্যাণী থানার পুলিশ অভিযুক্তের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। বাড়ির মধ্যে থাকা একটি গোডাউনে বিপুল পরিমাণ কেরোসিন তেল মজুতের বিষয়টি সামনে আসে। অভিযুক্ত বিশ্বজিত দাসের বিরুদ্ধে সরকারি রেশন সামগ্রী অবৈধভাবে মজুত এবং বিক্রির অভিযোগ ওঠে। পুলিশ জানিয়েছে, কেরোসিন তেলের উৎস এবং এর কেনা-বেচার পুরো প্রক্রিয়া তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং রেশন ডিস্ট্রিবিউটরের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে তারা। যদিও অভিযুক্ত বিশ্বজিত দাসের বক্তব্য, আমি রেশন ডিস্ট্রিবিউটর থেকে তেল কিনে বাইরে বিক্রি করি। এটা আইনসিদ্ধ বলেই মনে করতাম। এই ঘটনার পর মুরাতিপুর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রেশন সামগ্রী নিয়ে অবৈধ কারবারের অভিযোগে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

মৃত্যু শ্রমিকের

ত্রিপুরা, ১৬ নভেম্বর ঃ বাঁশ কাটতে গিয়ে ৬৩ হাজার ভোল্টের পরিবাহী তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল বাবুল নমঃ (৫৫)-র। ঘটনা শনিবার সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া থানাধীন ফকিরাদোলা নমঃ পাড়া এলাকায়। ঘটনয়. এলাকায় শোকের ছায়া। জানা গেছে, অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের শ্রমিক বাবুর নমঃ বাঁশবেতের কাজ করে জীবনযাপন করতেন। শনিবার সকালে বাড়ির পাশেই ফকিরাদোলা এলাকায় বাঁশের ঝাড় থেকে বাঁশ কাটার সময় ঝাড়ের উপর ৬৩ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সাথে বাঁশ স্পর্শ হওয়ার সাথে সাথেই মৃত্যু হয় শ্রমিক বাবুলর। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ৬৩ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ পরিবাহীর তারের সংস্পর্শে আসা মাত্রই মৃত্যু হয় তার। ঘটনাস্থলে আসেন ফকিরাদোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সহ জনপ্রতিনিধিরা।

উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক

রেজি অফিসঃ গ্রেপ গার্ডেন, নম্বর ২৭, ৩য় ''এ'' ক্রস, ১৮তম মেন, ৬ষ্ঠ ব্লক, করামাঙ্গালা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, কর্ণাটক
শাখা অফিসঃ ৪র্থ তল, ঋষি টেক পার্ক, প্রাঙ্গণ নং ০২০৩৬০, প্লট নং.- ডিএইচ ৬ /২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউ টাউন-৭০০১৬০, কলকাতা

দখল বিজ্ঞপ্তি

যেখানে, উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধিগুলির ৩ বিধির সাথে পড়া ২০২২ তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত প্রযোজ্য হারে সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট নামের বিপরীতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের আহ্বান জানিয়ে ঋণ গ্রহীতা / সহ-ঋণ গ্রহীতাদের কাছে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে। উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির সাথে সাথে প্রযোজ্য ভবিষ্যতের সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, অর্থ, অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত খরচ এবংঅথবা আদায় করা।

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ- ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার / বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
১.	৩৩১৩২১০১ ৭০০০০০০৮	১) পীযূষ চ্যাটার্জ্জী ২) সুব্রত চ্যাটার্জ্জী ৩) কল্যাণী চ্যাটার্জ্জী	১৭.০৮.২০২৪ / ১০,২৮,৯৩০.১৫ টাকা ১৬.০৮.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত	১৪.১১.২০২৪ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ হাবরা পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ২ মৌজা - হাথুবা, জেএল নং ৭৮, আরএস খতিয়ান নং ৯৫৫, বর্তমান আরএস এবং এলআর-এ গঠিত ৪.১৩ দশমিক ৪.১৩ ডেসিমেল জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। খতিয়ান ৩০৪২, আর.এস ও এল.আর প্লট নং. ২৩০, নং ২০৮ / এন ধারণ করা হচ্ছে, অম্বিকা চক্রবর্তী সরণি, পিন-৭৪৩২৬৩, থানা - হাবরা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, এবং সেখানে সমস্ত উন্নতি। বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে সুব্রত চ্যাটার্জি (আপনার মধ্যে নং ২) মালিকানাধীন, ২০০৫ সালের জন্য ADSR হাবরা নং ৪৬৯৬ হওয়ার আগে ১৯.১২.২০০৫ তারিখে নিবন্ধিত।

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ- ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার / বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
২.	৩৩৮৪২১০১ ৮০০০০০৩৬	১) তপন সিং ২) অমিতা সিং	৩০.০৭.২০২৪ / ১৪,৪৮,৫৫১. ০৮ টাকা ৩০.০৭.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত	১৪.১১.২০২৪ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ মৌজা- জগন্নাথপুর, পি.এস-এ .০৫ একর জমির পরিমাপ করা জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। এগরা, জে.এল. ২৭, ব্লক এগরা- ১, এল. আর. খতিয়ান নং ১৩৫৪, আর.এস এবং এল.আর. প্লট নং ৮১৮ / ১৪১৩, জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের মধ্যে এগরা পৌরসভার অধীনে, এবং এর সমস্ত উন্নতি। ২৮.০২.২০১৩ তারিখের একটি উপহারের দলিলের ভিত্তিতে তপন সিং (আপনার মধ্যে নং ১) মালিকানাধীন, ২০১৩ সালের জন্য A.D.S.R এগরা নং ০১৫৮৫ হিসাবে নিবন্ধিত।

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ- ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার / বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
৩.	৩৩১৭২১০১ ৮০০০০০১৫	১) পিন্টু চক্রবর্তী ২) নিধুলাল চক্রবর্তী ৩) বিভা চক্রবর্তী	১৭.০৮.২০২৪ / ২২,৯৬,০৪৬.৩২ টাকা ১৬.০৮.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত	১৪.১১.২০২৪ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ আবাসিক জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল এবং তার উপর সমস্ত উন্নতি সহ ১৪ দশমিক মাপে, মৌজা বাঘনা, জেএল ৩০, তৌজি নং ১৭, আরএস-এ অবস্থিত। দাগ নং. ৪৪৯, ৪৫০, ১৪৭৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৮৬১, ১০৪৮, ৭৪০, পি.এস. গাইঘাটা, জেলা। জলেশ্বর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের শহরের সীমার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা। দলিল অনুযায়ী সীমানাঃ উত্তর- সরকারের সম্পত্তি, দক্ষিণ- চক্রবর্তীর সম্পত্তি, পূর্ব- অনিমেষ চক্রবর্তী, পশ্চিম- ১০ ফুট চওড়া পথ। অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার, চাঁদপাড়া (ডব্লিউবি) অফিসের আগে ১৯.০৮.১৯৮২ তারিখের বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে নিধুলাল চক্রবর্তী (আপনার মধ্যে ২ নং) মালিকানাধীন ১৯৮২ সালের দলিল নং ৫৪১০।

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ- ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার / বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
৪.	৩৩৬৬২১০১ ৭০০০০০০৪	১) বিজয় দাস ২) পেমলা দাস	৩০.০৭.২০২৪ / ৭,৮৩,৮২৮.০৬ টাকা ৩০.০৭.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত	১৪.১১.২০২৪ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ মৌজায় সেই সমস্ত টুকরো এবং জমির পার্সেলঃ রাহেরডিহ, জেএল নং ৮০, এলআর-এ। প্লট নং ২৫০৩, ২৫০৪, ২৫০৫, ২৫০৬, ২৫০৭, ২৫০৮, এল.আর. খতিয়ান নং. ১৬৪২, ১৬৪৩, ১৬৪৪ দুবরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, পোঃ- দুবরা, থানা- পাড়া, জেলা- পুরুলিয়া, পিন- ৭২৩১৫৫ এবং এর সমস্ত উন্নতি। দলিল অনুযায়ী সীমানাঃ উত্তর- পূর্ব গ্রামের রাস্তা, দক্ষিণ- বলাই মুচির বাস্তু জমি, পূর্ব- গোপাল দাসের বাস্তু জমি, পশ্চিম- পবন দাসের বাস্তু জমি শ্রী বিজয় দাসের মালিকানাধীন, (আপনার মধ্যে ১ নং) গুণে নিবন্ধিত উপহার দলিল. ২৭.০৫.২০১৯ তারিখে নং ১- ৩৯৫, ২০১৯ সালের জন্য ADSR রঘুনাথপুর-এর কাছে নিবন্ধিত।

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ- ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার / বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
৫.	৩৩৮৪২১০১ ৮০০০০০৪৫	১) সাধনা গিরি ২) সব্যসাচী গিরি ৩) রিতা মণ্ডল	১৯.০৮.২০২৪ / ১০,৩১,০৪৫.৮৬ টাকা ১৯.০৮.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত	১৪.১১.২০২৪ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ মৌজাঃ নাচিন্দা, থানা- মারিশদা, জেএল নং ৪১১, তৌজি নং ৩২, আরএস-এ অবস্থিত ১১ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। খতিয়ান নং ২০৪৮, আর.এস, দাগ নং. ৫৮৭ / ১৫৮৪, এল.আর. দাগ নং ৭৫৪, কানাইদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, হোল্ডিং নং ২২৬ / ১২, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর এবং সেখানে সমস্ত উন্নতি। সীমানা (ডিড অনুযায়ী)ঃ উত্তর দিকে- আর.এস. দাগ নং ৬১২ দক্ষিণে- আর.এস. দাগ নং ৫৮৬ পূর্ব দিকে- আর.এস. দাগ নং ৫৮৬ পশ্চিমে- মনোরঞ্জন গিরি এবং ওআরএস দাগ নং ৭৫৪ এর অধীনে ০২.১১.২০২০ তারিখের রেজিস্ট্রেড গিফট ডিড নং ।-২৭৭৯ /২০২০ দ্বারা মিসেস রিতা মন্ডলের (আপনার মধ্যে ৩ নং) মালিকানাধীন।

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ- ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার / বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
৬.	৩৩১০২১০০ ৮০০০০০১৮	১) রাজু মোদক ২) পম্পা মোদক	১৯.০৮.২০২৪ / ৫,৩২,৩১১.৪২ টাকা ৩০.০৭.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত	১৪.১১.২০২৪ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ আবাসিক জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল এবং ৩ ছটাক পরিমাপের বিল্ডিং, এখানে অবস্থিত - হোল্ডিং নং ১৭২, পি.কে গুহ রোড, মৌজা- সুলতানপুর, জেএল নং ১০, আর.ই. নং, ১৪৮, দাগ নং ৬৫০, থানা- দমদম, দমদম পৌরসভার অধীনে, জেলা। উত্তর ২৪ পিজিএস, কলকাতা- ৭০০০২৮ এবং সেখানে সমস্ত উন্নতি। সীমানা (নিবন্ধিত বন্ধকী দলিল অনুসারে) ঃ উত্তরে- C.H.L এর সম্পত্তি ঘোষ দক্ষিণে- কেএন ভট্টাচার্য এর সম্পত্তি। পূর্ব দিকে- ১২ ফুট প্রশস্ত রাস্তা পশ্চিমে- এস. কে. দে-এর সম্পত্তি, যার মালিক মিসেস পম্পা মোদক (আপনার মধ্যে নং ২) নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং ।- ০৩৬৩২ তারিখ ১৫.০৬.২০১১ দ্বারা।

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ- ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার / বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
৭.	৩৩১৩২১০১ ৮০০০০০৪০	১) খেজর আলি ২) তাসলিমা বেগম	১৭.০৮.২০২৪ / ১৮,৫৮,০৭.৭৯ টাকা ১৬.০৮.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত	১৪.১১.২০২৪ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ মৌজা- কেয়াডাঙ্গা, থানা-এ ২ দশমিক ক্ষেত্র পরিমাপের আবাসিক জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। দেগঙ্গা, জেএল নং ৮৩, তৌজি নং ১১, খতিয়ান নং ৪২৪, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৬৭, এল.আর. দাগ নং ১৮৪৪, চম্পাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এবং এর সমস্ত উন্নতি। দলিল অনুযায়ী সীমানা- উত্তরে- আফতার আলীর জমি দক্ষিণে- হান্নানের দেশ পূর্ব দিকে- খবির আলীর জমি পশ্চিমে- ছাবির আলীর জমি ২৪।০২।২০০৯ তারিখের একটি বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে মোঃ খেজের আলি (আপনার মধ্যে নং ১) মালিকানাধীন এবং A.D.S.R দেগঙ্গা উত্তর ২৪ পরগণায় নং ০৯৪৩ হিসাবে নিবন্ধিত।

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ- ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার / বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
৮.	৩৫০২২১০১ ৮০০০০০২৭	১) সুশান্ত জানা ২) শেফালী জানা	১৭.০৮.২০২৪ / ১৪,৫২,৯৫৪.৯৬ টাকা ১৬.০৪.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত	১৪.১১.২০২৪ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ মৌজা - শ্রীকান্ত, থানা- ময়না, পরগনা - ময়না, জে.এল. নং ১৬৯, তৌজি নং. ১৭৮৯, রে.সা.-এ অবস্থিত প্রায় ৩.৪৬৬ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। নং ৯৮৩, আর.এস. খতিয়ান নং ৯৫২, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৫৪৭, আর.এস. দাগ নং ১৮৯৭ (বাস্তু হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ) এবং ১৮৯৯ (কালা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ), এল.আর. দাগ নং ২১০৫ এবং ২১০৭ শ্রীকান্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৬২৯ এবং সেখানে সমস্ত উন্নতি। দলিল অনুযায়ী সীমানাঃ উত্তরে- দাগ নং ২১০৫ (পি) এবং ২১০৭ (পি) দক্ষিণে- দাগ নং ২১০৫ (পি) এবং ২১০৭ (পি) পূর্বে- দাগ নং ২১০৫ (পি) এবং ২১০৭ (পি) পশ্চিমে- দাগ নং ২১০৫ (পি) এবং ২১০৭ (পি) ২০-১২-২০১৮ তারিখে নিবন্ধিত উপহারের দলিলের ভিত্তিতে মিসেস শেফালী জানা (আপনার মধ্যে নং ২) মালিকানাধীন এবং ২৪-১২-২০১৮ তারিখে সম্পাদিত, ভলিউম নং ১০৩৪৪৬ থেকে ১০৩৪৬৫ এবং বই-১ এ রেকর্ড করা হয়েছে, দলিল নং। ২০১৮ সালের জন্য .৪৯০৬ এসআরও ময়না, পূর্ব মেদিনীপুরের আগে কার্যকর করা হয়েছে।

যেখানে উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাসহ / ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টার বন্ধকগণ বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এখানে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে উজ্জীবন স্মল-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা ফাইন্যান্স ব্যাংক উপরে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বিধি ৮ এর সাথে পড়া উল্লিখিত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে উপরে বর্ণিত সম্পত্তি/ সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছে। আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণ গ্রহীতাবন্ধকদের মনোযোগ আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে। এখানে উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাসহ / ঋণগ্রহীতা / জামিনদারবন্ধক বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা উল্লিখিত সম্পত্তি / সুরক্ষিত সম্পদের সঙ্গে লেনদেন করবেন না এবং উল্লিখিত সম্পত্তি সুরক্ষিত সম্পদের সঙ্গে কোনো লেনদেন উয়িভানের চার্জ সাপেক্ষে হবে। স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক।

স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ১৪.১১.২০২৪

স্বা/- স্বীকৃত আধিকারিক,
উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক

খাওয়া-দাওয়া

কেন খাবেন কালিজিরার ভর্তা

উপকরণঃ কালিজিরা আধা কাপ, পেঁয়াজকুচি ৩ টেবিল চামচ, রসুন ৭ থেকে ৮ কোয়া, কাঁচা মরিচ ২টি, শুকনা মরিচ ২টি, শর্ষের তেল ২ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালিঃ প্রথমে কালিজিরা ধুয়ে ভালো করে জল ঝরিয়ে নিন। শুকনা তাওয়ায় অল্প আঁচে টেলে নিন। ওই একই তাওয়ায় শর্ষের তেল দিয়ে প্রথমে শুকনা মরিচ টেলে নিন। এরপর একে একে কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ এবং রসুন অল্প আঁচে টেলে নিন।

পেঁয়াজ, রসুন এবং মরিচের গায়ে হালকা পোড়া পোড়া দাগ হলে চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। এরপর স্বাদমতো লবণসহ সব একসঙ্গে পাটায় মিহি করে বেটে নিন। তৈরি কালিজিরা ভর্তা।

আপনি কি ভাবে বড়ার ঝোল বানাবেন

উপকরণঃ কুমড়াপাতা এক মুঠো, মটর ডাল ২০০ গ্রাম, ডুমো করে কাটা আলু ২টি, বেগুন ১টি, পটোল, ঝিঙে, কুমড়োর ডাঁটা, শজনে ডাঁটাসবই ডুমো ডুমো করে কাটা এক মুঠো পরিমাণ, কাঁচা মরিচ ৫-৬টি, শুকনো মরিচ ৩টি, হলুদগুঁড়া ১ টেবিল চামচ, কালিজিরা দেড় টেবিল চামচ, চিনি ২ চাচামচ, শর্ষের তেল ৪ টেবিল চামচ ও লবণ স্বাদমতো।

প্রণালিঃ আগের দিন রাতে ভিজিয়ে রাখা মটর ডাল পরের দিন রান্নার আগে লবণ আর চিনি মিশিয়ে পিষে নিন। এবার চুলায় কড়াই দিয়ে তাতে জল বসিয়ে দিন। জল ফুটতে শুরু করলে তাতে ১ চাচামচ হলুদ দিন। এরপর আগে থেকে কেটে রাখা আলু ও শজনে ডাঁটা দিয়ে তিন থেকে চার মিনিট ফুটাতে হবে। এতে পাঁচ মিনিট পর পর যথাক্রমে পটোল, বরবটি, কুমড়া, বেগুন, কুমড়ার ডাঁটা এবং অল্প কুমড়াশাক, ঝিঙে আর লবণ দিয়ে নেড়ে আরও পাঁচ মিনিট ঢেকে রান্না করতে হবে। ঢাকনা খুলে কয়েকটি কাঁচা মরিচ মাথা ভেঙে দিয়ে দিন। এরপর মটর ডালের মিশ্রণটি ফুটন্ত ঝোলের মধ্যে অল্প অল্প করে বড়ার আকারে দিতে হবে। বড়াগুলো একটু ফাঁকা ফাঁকা করেই ঝোলের ওপর ছাড়তে হবে। এবার পাঁচ মিনিট ঢেকে রাখুন।

ঢাকনা খুলে আরও কয়েকটি বড়া দিয়ে ৫৭ মিনিট ঢেকে রাখুন। এবার ৪ টেবিল চামচ পরিমাণ শর্ষের তেলে শুকনো মরিচ, কালিজিরা দিয়ে ফোড়ন দিতে হবে। ফোড়ন আর সবজির ঝোল অল্প অল্প করে ৫ মিনিট নেড়ে নামিয়ে নিন।

কোনোভাবে ওজন কমাতেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে আচার?

একটুখানি আচারও বাড়িয়ে দিতে পারে মূল খাবারের স্বাদ। আবার আলাদা করে শুধু আচার খেতে বসে যান কেউ কেউ। জিবে জল আনা সুস্বাদু এই খাবার খেলে কি ওজন বাড়ে? নাকি কোনোভাবে ওজন কমাতেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে আচার? এসব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছিলাম।

অনেক ধরনের ফল কিংবা সবজি দিয়ে আচার করা যায়। মরিচ, রসুনের আচারও হয়। এসব আচার থেকে নানা পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়। যদিও আচার করা হলে ভিটামিন সি নষ্ট হয়ে যায়, তবু বাকি পুষ্টি উপাদানের গুরুত্ব নেহাতই কম নয়। সেদিক বিবেচনা করলে আচার পুষ্টিকর খাদ্য।

কিন্তু মুশকিল বাধায় আচারে ব্যবহৃত কিছু উপকরণ যেমন তেল, চিনি, লবণ। এই তিন উপাদানের যেকোনোটির আধিক্যই স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অন্তরায়। আর অনেক আচারেই তিনটি উপকরণ প্রচুর পরিমাণে থাকে। তাই আচার খেতে হবে পরিমিত। না হলে ওজন বাড়তে পারে, দেখা দিতে পারে নানা রোগের ঝুঁকি। চিনির বিকল্প হিসেবে গুড় ব্যবহার করলেও কিন্তু লাভ নেই। আচারের ভালোমন্দ নানা দিক নিয়ে বলছিলেন রাজধানীর গভর্নমেন্ট কলেজ অব অ্যাপ্লাইড হিউম্যান সায়েন্সের খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রেহানা বেগম।

ওজন বাড়ে তেল, চিনি আর গুড়ে

আচারে তেল, চিনি বা গুড় ব্যবহার করা হলে স্বাভাবিকভাবেই তাতে ক্যালরির মাত্রা হয় বেশি। এসবের পরিমাণ যে আচারে যত বেশি, তাতে ক্যালরির মাত্রাও তত বেশি। অর্থাৎ, আচার যত মিষ্টি ও তৈলাক্ত হবে, ততই তার ক্যালরির মাত্রা বেশি হবে। আর যেসব খাবার থেকে বেশি পরিমাণ ক্যালরি পাওয়া যায়, সেগুলো খেলে ওজন বাড়ার আশঙ্কা তো থাকেই।

তাহলে কি আচার বাদ

ওজন নিয়ন্ত্রণে রেখেও কিন্তু সামান্য আচার খাওয়া যেতে পারে, যদি তাতে ক্যালরির মাত্রা থাকে কম। মিষ্টি স্বাদের আচার বা বেশি তেল দেওয়া আচার এড়িয়ে চলুন। মনে রাখবেন, কেউ কেউ টক ফল দিয়ে আচার বানানোর সময় টক ভাবটা কমাতে বেশ খানিকটা চিনি যোগ করেন। ওই আচার খাওয়ার সময় সেই চিনিও কিন্তু আপনি গ্রহণ করছেন। তাই ওজন বাড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। তার চেয়ে কেবল সিরকা আর সামান্য লবণ দিয়ে তৈরি আচার খেতে পারেন। অর্থাৎ, তেল, চিনি বা গুড়ের মতো উপকরণ বাদ দিয়ে তৈরি করা আচার খাওয়া যেতে পারে। তাতে স্বাদও পাবেন, স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

ওজন কমাতে আচার যখন উপকারী

খাবারের সঙ্গে সামান্য আচার খেলে আপনার উপকারও হতে পারে। কীভাবে? ওজন কমাতে চাইলে মূল খাবারেও তেলের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে। কিন্তু সেদ্ধ কিংবা কম তেলে রান্না করা খাবার অনেকেই খেতে পারেন না। রসনার তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ওজন নিয়ন্ত্রণ করাটাকে অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার বলে মনে হয়। কিন্তু কম স্বাদের খাবারের সঙ্গে মাঝেমধ্যে সামান্য আচার যোগ করে খাওয়া হলে আপনি সেই কম স্বাদের খাবারটাও খেতে পারবেন পর্যাপ্ত। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনকে তখন অতটা দুঃসাধ্য মনে হবে না।

শেষ কথা

ডায়াবেটিস কিংবা দীর্ঘমেয়াদি কিডনির রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি আচারের বিভিন্ন উপকরণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। তাই তাঁদের জন্য নির্দেশিত খাদ্যতালিকার বাইরে আচারজাতীয় খাবার খাওয়া যাবে কি না, তা বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্যও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে আচারের বাড়তি লবণ।

চাইলে কাঁচাগোল্লাও বানাতে পারেন

উপকরণঃ তরল দুধ ২ লিটার, চিনি ২০০ গ্রাম, এলাচিগুঁড়া আধা চা-চামচ, লেবুর রস ৫ টেবিল চামচ, গুঁড়া দুধ ১ কাপ, মাওয়া আধা কাপ।

প্রণালিঃ একটি সসপ্যানে তরল দুধ ভালো করে ফুটিয়ে নিন। ঘন হয়ে এলে বন্ধ করে দিন। এর মধ্যে লেবুর রস দিয়ে ভালো করে নেড়ে দিন। ছানা তৈরি করে পাতলা কাপড়ে বেঁধে সব জল ঝরিয়ে নিন। ছানাগুলো একটি প্লেটে ঢেলে হাত দিয়ে ভালো করে ময়ান দিন। ভেতরের সব গুটি ভেঙে নিন। একটি প্যান অল্প গরম করে তাতে অর্ধেক ছানা দিয়ে নাড়ুন। কিছুক্ষণ পর ছানা গলে গেলে চিনি মিশিয়ে আবার নাড়ুন। ছানার জল শুকিয়ে চিনির রস দেখা দিলে তাতে এলাচিগুঁড়া যোগ করুন। একটু মিশিয়ে চুলা বন্ধ করে দিন। ১৫ থেকে ২০ মিনিট পর দেখবেন সব রস শুকিয়ে গেছে। এবার রান্না করা ছানা ও কাঁচা ছানা ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। হাতের সাহায্যে গোল করে গুঁড়া দুধ ও মাওয়ার মিশ্রণে গড়িয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে কাঁচাগোল্লা।

মিসরকে ম্যালেরিয়ামুক্ত ঘোষণা করল ডব্লিউএইচও

মিসরকে ম্যালেরিয়ামুক্ত দেশের স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। এ অর্জন দেশটির জন্য সত্যিকার অর্থে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেছে সংস্থাটি। ডব্লিউএইচওর প্রধান তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস বলেন, 'মিসরীয় সভ্যতার মতোই প্রাচীন রোগ ম্যালেরিয়া। রোগটি মিসরের ফারাওদের জন্যও বড় ধরনের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে এখন থেকে মিসরের জন্য রোগটি শুধুই ইতিহাস।'মিসরের কর্তৃপক্ষ প্রায় ১০০ বছর আগে প্রাণঘাতী মশাবাহিত সংক্রামক রোগটি নির্মূল করার জন্য প্রথম প্রচেষ্টা শুরু করে। প্রায় তিন বছর ধরে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণের ধারা রুখে দিতে সক্ষম হওয়ায় দেশটিকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ম্যালেরিয়ায় বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ছয় লাখ মানুষ মারা যায়। এর বেশির ভাগই আফ্রিকা মহাদেশে। গতকাল রোববার এক বিবৃতিতে এই রোগের অবসান ঘটানোর জন্য মিসরের সরকার ও জনগণের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছে ডব্লিউএইচও। সংস্থাটির বলেছে, ডব্লিউএইচওর পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় দেশ হিসেবে ম্যালেরিয়ামুক্ত দেশের স্বীকৃতি পেল মিসর। এর আগে অঞ্চলটিতে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মরক্কো এই স্বীকৃতি পেয়েছিল। বিশ্বজুড়ে ৪৪টি দেশ ও একটি অঞ্চল ম্যালেরিয়ামুক্ত হওয়ার মাইলফলক অর্জন করেছে। তবে ডব্লিউএইচও বলেছে, এই স্বীকৃতি একটি নতুন অধ্যায়ের শুরু মাত্র। মিসরের প্রতি এই স্বীকৃতি ধরে রাখার আহ্বানও জানিয়েছে সংস্থাটি।

২০২৪-এর অক্টোবর মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৯২১টি পণ্যবাহী রেক আনলোড

মালিগাঁও, ১৬ নভেম্বরঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার অধিক্ষেত্রের অধীনে প্রত্যেকটি রাজ্যের প্রত্যেকটি কোণায় সামগ্রী সরবরাহের যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে তারই অংশ হিসেবে ২০২৪-এর অক্টোবর মাসে ৯২১টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, খাদ্য শস্য, সার, সিমেন্ট, কয়লা, শাকসবজি, অটো, ট্যাংকের মতো পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে এবং নিজস্ব অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে। ২০২৪-এর অক্টোবর মাসে অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের ৫৩৪টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩০৪টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৫৯টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৫টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ১০টি রেক, মণিপুরে ০২টি রেক এবং মিজোরামে ০১টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, ২০২৪-এর অক্টোবর মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৬০ পণ্যবাহী রেক ও বিহারে ১৪০টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলিতে দ্বৈতকরণ কাজের দ্রুত সম্পাদন করা, আধুনিক টার্মিনাল হ্যান্ডলিং সুবিধার ফলে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী পণ্য পরিবহণের চলাচল বৃদ্ধি ঘটেছে। সমস্ত পর্যায়ে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের ফলে টার্নঅ্যারাউন্ডের সময় হ্রাস হয়েছে এবং আনলোডিঙের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অন্যান্য সামগ্রীর চলাচল বৃদ্ধির পাশাপাশি মাল আনলোডিংও বৃদ্ধি পায়।

একতরফাবাদের সমালোচনা করলেন সি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে জয়ী হওয়ার বিষয়টি নিয়ে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থার (এপেক) সম্মেলনেও উদ্বেগের ছাপ দেখা গেছে। গতকাল শুক্রবার সম্মেলনে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং বলেছেন, অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের স্বার্থে একতরফাবাদ ও সুরক্ষাবাদকে প্রত্যাখ্যান করা দরকার। ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর চীন কোন অবস্থানে থাকার চেষ্টা করবে, তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে সির এই বক্তব্য। চীন থেকে পণ্য আমদানিতে ৬০ শতাংশের বেশি শুল্কারোপের অঙ্গীকার করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে বেইজিং ও চীনা কোম্পানিগুলোর আশা, ট্রাম্পের বাণিজ্যিক সুরক্ষা নীতিগুলো ইউরোপ ও এশিয়া অঞ্চলে মার্কিন মিত্রদের মধ্যেও বিরক্তি তৈরি করবে। এতে চীন বিশ্বজুড়ে নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর পাশাপাশি বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নেরও ভালো সুযোগ পাবে। চীনের বাণিজ্যমন্ত্রী ওয়াং ওয়েনতাও গতকাল এপেক সিইও সম্মেলনে সি চিন পিংয়ের একটি লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান। ওই বক্তব্যে সি বলেন, বর্তমানে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন 'প্রতিকূল পরিস্থিতির' মধ্যে আছে। তবে বক্তব্যে নির্দিষ্ট করে কোনো দেশ বা নেতার নাম উল্লেখ করা হয়নি। চীনের প্রেসিডেন্ট বলেন, অস্থিরতা ও পরিবর্তনের একটি নতুন যুগে প্রবেশ করেছে বিশ্ব। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে একতরফাবাদ ও সুরক্ষাবাদ। বিশ্ব অর্থনীতিতে ভাঙন আরও তীব্র হচ্ছে। নানা অজুহাতে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাধাগ্রস্ত করা এবং পরস্পর নির্ভরশীল বিশ্বকে বিচ্ছিন্ন করার ওপর জোর দেওয়ার বিষয়গুলো ইতিহাসের ধারাকে উল্টে দিচ্ছে। ২০১৬ সালে ট্রাম্প প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলছেন, তখন সুরক্ষাবাদ নীতিতে বিশ্বাসী ট্রাম্পের শাসনাধীন যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প হিসেবে বিশ্ববাজারে চীন ভালো বিকল্প হয়ে উঠতে পারলেও এখন দেশটি সে জৌলুশ হারিয়েছে। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জা ইয়ান চং বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি ২০১৬ সালের মতো নয়। শিল্প খাতে চীনের রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি এবং এর ফলে দেশটির চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত উৎপাদনসক্ষমতা কীভাবে অন্যান্য দেশের অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, সেটিই এখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বড় উদ্বেগের বিষয়।'জা ইয়ান চং মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র যতটা সুরক্ষাবাদী, চীনও ততটাই সুরক্ষাবাদী। দেশটির অর্থনীতি আগের চেয়ে অনেক কম উন্মুক্ত।

লেবাননে নিহত ৫৯

লেবাননের বিভিন্ন জায়গায় গতকাল শুক্রবার ইসরায়েলের চালানো বিভিন্ন হামলায় কমপক্ষে ৫৯ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ১৮২ জন। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আজ শনিবার এ তথ্য জানিয়েছে। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে কাতারের সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা জানিয়েছে, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় ৩ হাজার ৪৪৫ জন নিহত হয়েছেন। আর আহত মানুষের সংখ্যা ১৫ হাজার ৫৯১। গত বছরের ৭ অক্টোবর গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর থেকে লেবাননে সময় সময় হামলা চালিয়ে আসছিল ইসরায়েল। তবে এক মাসের বেশি সময় ধরে তারা লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ভাবে জোরালো হামলা চালাচ্ছে। চালানো হচ্ছে স্থল অভিযানও।

নাম পরিবর্তন

আমি, Rajesh Lunia (পুরাতন নাম) পিতা Late Bhanwar Lal Lunia, ঠিকানা- Flat No. 8C, 8th Floor, 17/17 Hat Lane, Howrah- 711101, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 14.11.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rajesh Kumar Lunia (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rajesh Kumar Lunia (নতুন নাম) এবং Rajesh Lunia (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Rajesh Kumar Gupta (পুরাতন নাম) পিতা Birendra Gupta , ঠিকানা- 45, Dakshindari Road, P.O.- Sreebumi, P.S.- Lake Town, Pin- 700048, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 13.11.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rajesh Gupta (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rajesh Gupta (নতুন নাম) এবং Rajesh Kumar Gupta (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Mampi Mandal (পুরাতন নাম) স্বামী Suklal Mondal , ঠিকানা- Gopalnagar, Kantipota, P.O.- Nayabad, P.S.- Narendrapur, Dist- South 24 Parganas, Pin- 700150, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 14.11.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mampi Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mampi Mondal (নতুন নাম) এবং Mampi Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Md Siraj (পুরাতন নাম) পিতা Late Abdul Jalil , ঠিকানা- 22/H/6, Bright Street, Circus Avenue, P.S.- Karaya, Kolkata- 700017, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 13.11.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Shiraz (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Shiraz (নতুন নাম) এবং Md Siraj (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Suklal Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Late Nikunjalal Mondal, ঠিকানা- Gopalnagar, Kantipota, P.O.- Nayabad, P.S.- Narendrapur, Dist- South 24 Parganas, Pin- 700150, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 14.11.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Suklal Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Suklal Mondal (নতুন নাম) এবং Suklal Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Rima Chatterji (Old Name) W/o Shubhadeep Kumar Bhattacharjee D/o Shyam Chatterji Residing at Sanjeeva Town Duplex Estate,Unit-26 U D,Thakdari Road,Near Aquatica Water Park, Vtc+ Po-New Town Dist.- 24 Pgs(N) Pin- 700156, W.B. India shall henceforth be known as Rima Bhattacharjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 003/2024 Dated 16-11-2024. Rima Chatterji (Old Name) and Rima Bhattacharjee (New Name) both are same and one identical person.

নেদারল্যান্ডসে উপমন্ত্রীর পদত্যাগ ঘিরে উত্তেজনা

নেদারল্যান্ডসে উপবাণিজ্যমন্ত্রীর পদত্যাগকে কেন্দ্র করে দেশটির জোট সরকারের মধ্যে শুরু হওয়া উত্তেজনার অবসান হয়েছে। নেদারল্যান্ডসের ডানপন্থী জোট সরকারের দলগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনার মধ্য দিয়ে অবশেষে সরকারের ভাঙন ঠেকাতে পেরেছে। শুক্রবার নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে সহকর্মীরা বর্ণবাদী মন্তব্য করেছেন এমন অভিযোগ তুলে গতকাল শুক্রবার পদত্যাগ করেন নেদারল্যান্ডসের উপবাণিজ্যমন্ত্রী নোরা আখাবার। ইসরায়েলি ফুটবল সমর্থকদের ওপর গত সপ্তাহে হওয়া হামলার ঘটনায় ওই বর্ণবাদী মন্তব্যগুলো করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর।গত সপ্তাহে আমস্টারডামে স্থানীয় ফুটবল ক্লাব অ্যাজাক্স ও তেল আবিবের ফুটবল ক্লাব ম্যাকাবির মধ্যে একটি ফুটবল ম্যাচ হয়। খেলা শেষ হওয়ার পর দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে আমস্টারডামের রাস্তায় সহিংসতার ঘটনা ঘটে। নেদারল্যান্ডস সরকারের মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠকে ওই সহিংসতার প্রসঙ্গ উঠলে সেখানে সদস্যদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। একপর্যায়ে উপবাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন আখাবার। আখাবারের পদত্যাগের পর জোট সরকার ভেঙে পড়ছে বলে গুঞ্জন শুরু হয়। বলা হচ্ছিল, আখাবারের দল নিউ সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের (এনএসসি) অন্য সদস্যরাও সরকারি দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করতে পারেন। এমনকি জরুরি বৈঠকের আগে দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা নিকোলিয়ের ভান ভ্রুনহোভেনও বলেছিলেন, জোট সরকারে থাকা না থাকার বিষয়টি তাঁরা বিবেচনা করছেন। শুক্রবার পাঁচ ঘণ্টা ধরে জোট সরকারের নেতাদের আলোচনার পর অবশেষে নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী ডিক স্কুফ ঘোষণা করেন, জোট সরকার অক্ষুণ্ন আছে এবং তাঁর সরকার ক্ষমতায় টিকে গেছে। উল্লেখ্য, ডিক স্কুফের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পাঁচ মাসও হয়নি।শুক্রবার দ্য হেগে নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে জোটের নেতাদের মধ্যে ওই বৈঠক হয়। আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নোরা আখাবার উপমন্ত্রী হিসেবে আর দায়িত্ব পালন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মন্ত্রিপরিষদ হিসেবে আমরা সম্মত হয়েছি যে একসঙ্গে চালিয়ে যাওয়ার (জোট সরকার) মতো আত্মবিশ্বাস আমাদের আছে।'গত মাসে আমস্টারডামের ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে স্কুফ বলেন, 'দেশে অনেক বিশৃঙ্খলা আছে।

এটি একটি আবেগময় সপ্তাহ ছিল, একটি ভারাক্রান্ত সপ্তাহ ছিল। অনেক কিছু বলা হয়েছে এবং অনেক কিছু ঘটে গেছে।' মকুফ দাবি করেছেন, তাঁর সরকার কিংবা জোট সরকারের দলগুলোর মধ্যে কখনোই কোনো ধরনের বর্ণবাদ ছিল না। ম্যাকাবি তেল আবিব ও অ্যাজাক্স ফুটবল দলের ভক্তদের মধ্যে ওই সহিংসতার ঘটনা ঘটেছিল গত ৭ নভেম্বর। তখন ম্যাকাবি তেল আবিবের কয়েকজন সমর্থকতে স্বল্প সময়ের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল।

হাউসের প্রেস সেক্রেটারি হচ্ছেন ক্যারোলিন লেভিত

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি হচ্ছেন ক্যারোলিনমাত্র ২৭ বছর বয়সেই ইতিহাস গড়ার দ্বারপ্রান্তে ক্যারোলিন লেভিত। নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর পরবর্তী মেয়াদে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি পদে এই নারীকে মনোনয়ন দিয়েছেন। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ২০ জানুয়ারি ট্রাম্পের আনুষ্ঠানিক শপথের পর হোয়াইট হাউসের গুরুত্বপূর্ণ এই পদে যোগ দেবেন ক্যারোলিন। আর তখন তিনি হবেন, হোয়াইট হাউসের সবচেয়ে কম বয়সী প্রেস সেক্রেটারি । তবে হোয়াইট হাউসে কাজ করার অভিজ্ঞতা ক্যারোলিন লেভিতের নতুন নয়। এর আগে ২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ট্রাম্প যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, ওই সময় হোয়াইট হাউসের সহকারী প্রেস সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছিলেন ক্যারোলিন। নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের মেয়ে ক্যারোলিন। মধ্যবিত্ত ব্যবসায়িক পরিবারে জন্ম ও বেড়ে ওঠা। পড়াশোনা করেছেন নিউ হ্যাম্পশায়ারের ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠান সেন্ট আন্সলেম কলেজে। বিষয় ছিল যোগাযোগ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান। ২০১৯ সালে স্নাতক সম্পন্ন করেন ক্যারোলিন। হোয়াইট হাউসের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংবাদমাধ্যমের শিক্ষানবিশ ছিলেন ক্যারোলিন। হোয়াইট হাউসের সহকারী প্রেস সেক্রেটারি হওয়ার আগে তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্য বক্তব্য-বিবৃতি লেখার কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। এএফপির তথ্য, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের রিপাবলিকান দলের সদস্য এলিস স্টেফানিকের যোগাযোগ পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন ক্যারোলিন। নিজের নতুন প্রশাসনে এলিস স্টেফানিককে জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পদে মনোনয়ন দিয়েছেন ট্রাম্প। ক্যারোলিন নিজেও প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য হতে চেয়েছিলেন। এ জন্য ২০২২ সালের নির্বাচনে নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে ভোটে লড়েন। কিন্তু ডেমোক্রেটিক ক্রিস পাপাসের কাছে হেরে যান। ওই সময় কর কমানো, সীমান্ত সুরক্ষা বাড়ানো, সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণ শেষ করা, আইনশৃঙ্খলা জোরদার করার বিষয়ে জোর প্রচার চালিয়েছিলেন ক্যারোলিন। এসবের বেশির ভাগই ট্রাম্পের অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প আবারও লড়াইয়ের ঘোষণা দেওয়ার পর, ট্রাম্পের প্রচার শিবিরে যোগ দেন ক্যারোলিন। এবার দায়িত্ব বেশ বড়। প্রচার শিবিরের 'ন্যাশনাল প্রেস সেক্রেটারি' হন তিনি। তাই সংবাদমাধ্যমে বেশ পরিচিত মুখদের একজন তিনি। ক্যারোলিন বিবাহিত। এক সন্তানের মা। ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাস চারেক আগে জুলাইয়ে প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি। এখন ২৭ বছর বয়সে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি হয়ে ইতিহাস গড়ার হাতছানি ক্যারোলিনের সামনে। ট্রাম্প তাঁকে একজন 'দক্ষ ও দৃঢ়চেতা' মানুষ হিসেবে উল্লেখ করে গতকাল শুক্রবার বিবৃতি দিয়েছেন। এর আগে সবচেয়ে কম বয়সে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি হয়েছিলেন রন জিয়েগলার। ১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন তাঁকে এই পদে নিয়োগ করেন। তখন রনের বয়স ছিল ২৯ বছর।

Name Change

I, Mohd Islam (old name) son of Mohammed Sheraj residing at 91/1, Belgachia Road, Kolkata- 700037, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Islam (new name) as declared before the Notary Public at Alipore on 14/11/2024. Mohd Islam (old name) and Md Islam (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Bijoy Samanta (Old Name) S/o Bhutnath Samanta Residing at Kachharipatty, Bolpur, Bolpur M, District - Birbhum,Pin- 731204, India shall henceforth be known as Bijoy Kumar Samanta (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 16-11-2024. Bijoy Samanta (Old Name) and Bijoy Kumar Samanta (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Saddam Sk S/o Julfikkar Sekh Residing at Vill+P.o - Charatala, P.s - Chapra, Dist - Nadia, Pin - 741123, West Bengal India shall henceforth be known as Saddam Sekh. I declare that Saddam Sk and Saddam Sekh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-11-2024.

Name Change

I, Motiyar Molla (old name) S/O Mojammel Molla, residing at Konchpukur, Hatgacha KLC, Bhangar-II, Dist-South 24 Pgs, Pin-700059, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Matiyar Molla (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 16/11/2024. Matiyar Molla (new name) and Motiyar Molla (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mozammel Molla (old name) S/O Golam Nabi Molla, residing at Konchpukur, Hatgacha, Dist-South 24 Pgs, Pin-700059, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mojammel Molla (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 16/11/2024. Mojammel Molla (new name) and Mozammel Molla (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Arshad Ali Mallick (old name) S/o Md Fazlul Karim Mallick, residing at Vill.- Dandirhat Amtala, P.O.- Dandirhat, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Md Arshad Ali Mallick (new name) as declared before the Notary Public at Basirhat, North 24 Parganas on 13/11/2024. Md Arshad Ali Mallick (new name) and Arshad Ali Mallick (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Abdul Kaium Gain (old name) S/o Md Atiar Rahaman Gaine, residing at Vill.- Katiya Purba Para, P.O.- Katiya-hat, P.S.- Baduria, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743427, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Kaium Gaine (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Basirhat, North 24 Parganas on 12/11/2024. Abdul Kaium Gaine (new name) and Abdul Kaium Gain (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sirajul Molla (old name) S/o Romjan Molla, residing at Vill.- Itinda, P.O.- Itinda, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743292, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Sirajul Islam Molla (new name) as declared before the Notary public at Kolkata on 16/11/2023. Sirajul Islam Molla (new name) and Sirajul Molla (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammed Abdul Razzak Gazi (old name) S/o Chhailddin Gazi, residing at Vill.- Hosenpur, P.O.- Nurpur, P.S.- Minakhan, Dist.- North 24 Pgs, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Razzak Gazi (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Basirhat, North 24 Parganas on 02/11/2023. Abdul Razzak Gazi (new name) and Mohammed Abdul Razzak Gazi (old name) both are same and one identical person.

আবারও চালু হচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি- দার্জিলিং টয় ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ১৬ নভেম্বর ঃ রবিবার থেকেই আবার নিউ জলপাইগুড়ি- দার্জিলিং টয় ট্রেন পরিষেবা শুরু করতে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। ইতিমধ্যেই সব স্টেশন মাস্টারের কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে। প্রায় সাড়ে তিন মাস গিদ্দা পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রাস্তার ন্যারোগেজ লাইনে ছোটেনি টয় ট্রেন। ধসের জেরে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে জরুরি ভিত্তিতে কাজ করেও লাইন মেরামত করতে সাড়ে তিন মাস সময় লেগে গেল রেলের। তবে সমস্যা কাটিয়ে অবশেষে রবিবার থেকে পাহাড়ের রাস্তায় ফের এ বার ছুটবে টয় ট্রেন। ইতিমধ্যে মহরাও হয়েছে। রেল কর্তারা লাইন পরীক্ষা করে সায় দিয়েছেন। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ডিরেক্টর প্রিয়াংশু জানান, রবিবার থেকে পুনরায় টয় ট্রেন পরিষেবা চালু হচ্ছে। ২০১৭ সালে পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলন হয়েছিল। সেই সময় টানা দেড় বছর বন্ধ ছিল টয় ট্রেন পরিষেবা। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ২টি হেরিটেজ স্টেশনও। পরবর্তী সময়ে সামান্য সমস্যার জন্য এক-দু'দিন টয় ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকলেও তা কখনও এত দিন বন্ধ থাকেনি। এই নিয়ে গত মাসেই ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি রেলকে চিঠি দিয়ে সতর্ক করে। এরপরেই নড়েচড়ে বসে ডিএইচআর। দ্বিগুণ গতিতে কাজ শুরু করা হয়। পাগলাঝোরা এবং রংটংয়ের উপরে যেখানে যেখানে লাইন ধসে গিয়েছিল ওই এলাকাগুলিতে রেলবোর্ডের একটি প্রতিনিধি দল এবং ইউনেসকোর প্রতিনিধি দল পরিদর্শনে যায়। ওই প্রতিনিধি দলের পরিদর্শনের পরেই সিদ্ধান্ত হয় বাড়তি লোক দিয়ে কাজ করানো হবে। শুক্রবার কাজ শেষ করে চূড়ান্ত মহড়া সম্পূর্ণ হয়েছে। পাহাড়ের বাঁকে কয়লা পোড়া ধোঁয়ার গন্ধ, কু--- ঝিকঝিক শব্দ ভুলতেই বসেছিল পাহাড়বাসী। ট্রেন চালু হওয়ার খবরে খুশি সুকনা এবং রংটংয়ের মোমো বা অন্য ফাস্টফুড বিক্রেতারা। টয় ট্রেন না চলায় তাঁদের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছিল। শিলিগুড়ি শহর এবং শহরতলির উপরেই তাঁদের ব্যবসা অনেকাংশে নির্ভরশীল।

নালায় পড়ে হস্তিশাবকের মৃত্যু, তাণ্ডব ক্ষিপ্ত মা হাতির

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ নভেম্বর ঃ চা-বাগানের নালায় পড়ে হস্তিশাবকের মৃত্যু। এই ঘটনার পরেই জলপাইগুড়িতে ডুয়ার্সের চা-বাগানে তাণ্ডব চালায় ক্ষিপ্ত মা হাতি। হামলা বন দফতরের গাড়িতেও। তাতে অবশ্য প্রাণহানি হয়নি। কোনওক্রমে পালিয়ে বেঁচেছেন চালক। শনিবার সকালে ডুয়ার্সের বানারহাট ব্লকের কারবালা চা-বাগানে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে খবর, রেতির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা একটি হাতির দলের এক শাবকের মৃত্যু হয় চা-বাগানের নালায় পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াড। তারা শাবক হাতিটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করে। সেই সময়েই এলাকায় তাণ্ডব শুরু করে মা হাতি। মা হাতিটি বন দফতরের গাড়িতেও হামলা চালিয়েছে। কোনও ক্রমে গাড়ি থেকে নেমে প্রাণে বেঁচেছেন চালক। ঘটনাস্থলে নজরদারি চালাচ্ছেন বনকর্মীরা।

সড়ক দুর্ঘটনায় রাশ টানতে কলকাতা পুলিশের বেশকিছু পদক্ষেপ

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ ছাত্র-ছাত্রী সহ সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় সড়ক দুর্ঘটনায় রাশ টানতে পরিবহন দপ্তরের সঙ্গে বৈঠকের পরে কলকাতা পুলিশ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফে শহরের সব ট্রাফিক গার্ডের ওসিদের পাঠানো নির্দেশিকায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নিয়মিত সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে বলে লালবাজারে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলকার চালক ও গাড়ির মালিকদের সক্রিয়ভাবে এই কর্মসূচির আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। শিশু ও পড়ুয়াদের সুরক্ষায় স্কুল শুরু এবং ছুটির সময় বিদ্যালয়ের সামনে প্রয়োজনীয় পুলিশ মোতায়েন রাখতে হবে বলে জানানো হয়েছে। মহিলাদের নিরাপত্তার স্বার্থে বাসের জানলার কাচে থাকা কালো ফিল্ম ও জানালার পর্দা সরিয়ে না দিলে বাস মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি রাস্তায় কর্মরত ট্রাফিক সার্জেন্ট সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের আরো বেশি করে নজরদারি বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষককে নৃশংসভাবে খুন, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ নভেম্বর ঃ এক শিক্ষককে নৃশংস খুনের ঘটনায় শনিবার সকালে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। এদিন সকালে আলিপুরদুয়ারের শুক্রাজোত এলাকা থেকে ওই শিক্ষকের দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম শান্তাবীর লামা (৩৫)। তিনি স্থানীয় একটি মিশনারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। সূত্রের খবর, শিক্ষকের গোপনাঙ্গ কেটে তা মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমে স্থানীয়রাই তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তাতে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাঁরা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। তারা এসে দেহ উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শান্তাবীর বিবাহিত হলেও দাম্পত্য বিবাদের জেরে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে থাকতেন না। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কোনও আক্রোশের জেরে খুন কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিভিন্ন সূত্র ধরে তদন্ত শুরু হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে কয়েকজনকে। খুনে জড়িত সন্দেহে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তবে ৬ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। শান্তাবীর কালচিনির দলসিংপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। কয়েক বছর আগে জয়গাঁর শুক্রাজোত এলাকায় জমি কিনে স্কুল তৈরি করেছিলেন। সঙ্গে একটি গির্জাও তৈরি করেন তিনি। নিজেও থাকতেন ওই গির্জাই। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই শিক্ষক মদে আসক্ত ছিলেন। জুয়ার আসরেও তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। টাকার অভাবে বন্ধক দিতে হয় গাড়িও। ত্রিকোণ প্রেমের কোনও জটিলতা ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। খবর দেওয়া হয় তাঁর পরিবারকেও। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে আসার পরেই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। ঘটনাস্থল থেকে শান্তাবীরের ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ফোনের সূত্র ধরেই নতুন কোনও ক্লু পাওয়া যেতে পারে বলে আশা করছেন তদন্তকারীরা। ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শীতের মুখে বাজারে নতুন আলু, বিকোচ্ছে ২০০ টাকা

দুরন্ত বার্তা, দিনাজপুর, ১৬ নভেম্বর ঃ ধীরে ধীরে বাজারে আসতে শুরু করেছে নতুন আলু। সেই একইভাবে দিনাজপুরের বাজারে উঠেছে আগাম জাতের নতুন আলু। তবে রকেট গতিতে দাম চড়েছে সেই আলুর। ২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে নতুন আলু। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, বর্তমানে হিমাগারে থাকা আলু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পাইকাররা চাহিদা অনুযায়ী আলু পাচ্ছেন না। এর সঙ্গে, অক্টোবর মাসে অতিবৃষ্টির

কারণে আলুবীজ রোপণে দেরি হওয়ায় বাজারে আগাম আলু আসতে দেরি হচ্ছে। ফলে, সরবরাহ কমেছে এবং দাম বেড়েছে। কিন্তু আগাম আলু আসা মাত্র মাথায় হাত মধ্যবিত্তদের। যদিও দিনাজপুরের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মতে নতুন সবজির পাশাপাশি নবান্ন উৎসবকে কেন্দ্র করেই নতুন আলুর দাম ঊর্ধ্বগগনে। দাম এত চড়া হলেও বা কী। কিনতে তো হবেই। আর বাঙালির খাবার প্লেটে আলু থাকবে না তা কোনোদিনও হতে পারেনা। সকাল থেকে ২০০ টাকা কেজি আলু থাকলেও বিকেলে তার দাম কমে হয় ১৪০ টাকা কেজি। বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী, পহেলা অগ্রহায়ণ সনাতন ধর্মের মানুষ নবান্ন উৎসব পালন করেন। সেখানে নতুন চালের ভাত, নতুন সবজি এবং পায়েস রান্না করা হয়। কিন্তু এবার আলু সময়ের থেকে দেরি হচ্ছে বাজারে আসতে ফলে নতুন আলুর দাম আকাশ ছোঁয়া। এত দামের ফলে কেউ কেউ ২০০ কিংবা ২৫০ গ্রাম আলু বাজার থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন বাড়িতে।

বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, ফুলবাড়ি, ১৬ নভেম্বর ঃ জলপাইগুড়ির ফুলবাড়িতে বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার হল। শনিবার উদ্ধার হওয়া কচ্ছপটিকে দেখতে ভীড় জমান এলাকাবাসী। এদিন ফুলবাড়ির পানীয় জল প্রকল্পের ভিতরে ডোবার জল থেকে উদ্ধার করা হয় কচ্ছপটিকে। জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া কচ্ছপটির ওজন প্রায় ১ কেজি। পরবর্তিতে কচ্ছপটিকে তুলে দেওয়া হবে বনকর্মীদের হাতে।

পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দাবিতে যুবক কিডন্যাপ বীরভূমে, তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধার করলো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৬ নভেম্বর ঃ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দাবিতে, এক যুবক কিডন্যাপ হয় বীরভূমের পাড়ুই থানার অন্তর্গত বড় মহুলারা গ্রামে। অভিযোগ, ওই গ্রামের রেশন ডিলার আজহারউদ্দীন ওরফে সুরজকে শুক্রবার সন্ধ্যায় পাড়ুই বাজারে চা খাওয়ার নাম করে নিয়ে গিয়ে জনা পাঁচেক দুষ্কৃতী একটি চারচাকা গাড়িতে করে কিডন্যাপ করে। পণবন্দী সুরজের ভাই শেখ নাসির উদ্দিন এবং চাচা শেখ কামাল উদ্দিন প্রথমে পাঁড়ুই অঞ্চল প্রধান সিরাজুল শাহর সাথে যোগাযোগ করেন। তাঁরা জানান, সুরজের দোকানে দুবরাজপুরের কামালপুরের বাসিন্দা আব্দুল তামিজ কাজ করতো। সেই সুরজকে চা খাওয়ানোর নাম করে পাঁড়ুইয়ের ধর্মরাজতলায় যায়। সেখান থেকে একটি বন্ধকী আংটি ছাড়ানোর জন্য সুরজের বাইক করে যায়। কিছুদূর যাওয়ার পর বাথরুমে যাওয়ার নাম করে গাড়ি থামায়। তখনই কালো রঙের চারচাকা গাড়ি থাকে। গাড়ি থেকে জনা পাঁচেক দুষ্কৃতী সুরজকে গলায় গামছা বেঁধে গাড়ির কাছে টেনে নিয়ে যায়। আব্দুল তাজিম কিল চড় মেরে সুরজকে গাড়িতে তোলে এবং তারপর চার চাকা গাড়িকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। কয়েক ঘন্টা পর বাড়ির লোককে ফোন করে ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করে। পাশাপাশি পুলিশ থেকে শুরু করে প্রশাসনের কাউকে জানাতে বারণ করা হয়। সুরজের ফোন থেকে হুমকি দিয়ে বলা হয় আর যদি টাকা না দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে শেখ আজারুদ্দীনকে মেরে খুন করে ফেলে দেওয়া হবে হুমকিও দেওয়া হয়। পরিবারের লোকজন কিছু বুঝতে না পেরে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানের দ্বারস্থ হলে প্রধান পুলিশ কে জানায়। টাওয়ার লোকেশন ট্রাক করে পুলিশ কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত বালিগুনি জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে আনে শেখ আজহারউদ্দীনকে। ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে মুরতাজ খান নামে এক দুষ্কৃতীকে। যদিও ঘটনার মূল আসামি আব্দুল তাজিম সহ আরো বেশ কিছু কে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। ঘটনাস্থল থেকেই তারা পালিয়ে যায় বলে ধারণা পুলিশের। তাদের খোঁজ চলছে।

ট্যাব দুর্নীতি, অভিযুক্তদের সংখ্যা বেড়ে ৪

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ নভেম্বর ঃ ট্যাবের টাকা নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠায় সোমবারই বৈঠক করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। পুলিশকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়াও হয়েছিল। তারপরই মালদা থেকে একজনকে এই ইস্যুতে গ্রেফতার করা হয়। এবার সেই গ্রেফতারির সংখ্যা বাড়ল। অতিরিক্ত আরও তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকে। অভিযুক্তদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো চার। প্রথমে মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থেকে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এবার উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া এবং ইসলামপুর থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এমনটাই সূত্রের খবর। পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে সরকারি প্রকল্পের টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে নেওয়ার অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে। প্রথমে মালদা থেকে যাকে গ্রেফতার করা হয় তার নাম হাসেম আলি। ইসলামপুর থেকে ধৃত ব্যক্তিরা হলো আশারুল হোসেন এবং চোপড়া থেকে ধরা পড়েছেন সাদ্দিক এবং মোবারক হোসেন। পুলিশের অনুমান, শুধু এই কজন নয়। আরও অনেকে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। পুরোটাই একটা চক্র। তাই তদন্তের গতি আরও বাড়িয়েছে পুলিশ।

গ্রীন লাইন-২-এ হাওড়া ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড স্টেশনগুলির মধ্যে আরও মেট্রো পরিষেবা

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ এসপ্ল্যানেড এবং শিয়ালদহ স্টেশনগুলির মধ্যে চলমান নির্মাণ কাজের কারণে, গ্রীন লাইন -২ এর পরিষেবাগুলি ইতিমধ্যেই সংশোধন করা হয়েছে। সকাল এবং সন্ধ্যার পিক আওয়ারে ভিড় সামলানোর জন্য, মেট্রো কর্তৃপক্ষ এখন হাওড়া ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড স্টেশনগুলির মধ্যে পরিষেবা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত ১৫০টি সেবা গ্রীন লাইন-২-এ চলছে। এর মধ্যে ৭৬টি পরিষেবা এখন হাওড়া ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড স্টেশনগুলির মধ্যে উপলব্ধ। বাকি পরিষেবাগুলি হাওড়া ময়দান এবং মহাকরণ স্টেশনগুলির মধ্যে চলছে। কিন্তু ১৮.১১.২০২৪ (সোমবার) থেকে যদিও গ্রীন লাইন-২-তে ১৫০টি পরিষেবা পাওয়া যাবে কিন্তু সপ্তাহের দিনগুলিতে (সোম থেকে শনিবার) হাওড়া ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড স্ট্রেচে ৮২টি পরিষেবা পাওয়া যাবে। বাকি পরিষেবাগুলি হাওড়ার মধ্যে চলবে। ময়দান এবং মহাকরণ স্টেশন। এছাড়াও, হাওড়া ময়দান এবং এসপ্ল্যানেডের মধ্যে পরিষেবার ফ্রিকোয়েন্সি সকাল এবং সন্ধ্যায় পিক আওয়ারে বর্তমান ২৪ মিনিটের পরিবর্তে ২০ মিনিট হবে। এটি নিশ্চিত করার জন্য, টার্মিনাল স্টেশনগুলি যেমন হাওড়া ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড স্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত মোটরম্যান মোতায়েন করা হচ্ছে। প্রথম পরিষেবা - হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত পূর্ব-গামী লাইনে ০৬.৫৫ টায়। এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত পূর্ব-গামী লাইনে ০৭.১২ টায়। হাওড়া ময়দান থেকে মহাকরণ পর্যন্ত পশ্চিম-গামী লাইনে ০৯.০৮ টায়। মহাকরণ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত পশ্চিম-গামী লাইনে ০৯.২০ টায়। শেষ পরিষেবা - হাওড়া ময়দান থেকে ইস্ট-বাউন্ড লাইনে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত ২১.৪৬ টায়। এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত পূর্ব-গামী লাইনে ২১.৫৮ টায়। হাওড়া ময়দান থেকে মহাকরণ পর্যন্ত পশ্চিম-গামী লাইনে ২১.০৮ টায়। মহাকরণ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত পশ্চিম-গামী লাইনে ২১.২০ টায়।

জালনোট সহ দুই ব্যক্তি গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ১৬ নভেম্বর ঃ এক লক্ষ টাকার জালনোট সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে সামশেরগঞ্জের নতুন ডাকবাংলা ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় তাদের। সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম আরশাদ খান এবং বৈদ্যনাথ মন্ডল। তাদের মধ্যে আরসাদের বাড়ি ঝাড়খন্ডের রাঁচি হলেও বৈদ্যনাথ মন্ডলের বাড়ি মালদার বৈষ্ণবনগর এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে সবকটি ৫০০ টাকার নোটে মোট এক লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মালদার দিক থেকে নিয়ে এসে ঝাড়খণ্ডের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথেই সামশেরগঞ্জের নতুন ডাকবাংলা জাতীয় সড়ক এলাকায় গ্রেফতার করা হয় তাদের। আগামী ২০ নভেম্বর ঝাড়খন্ডে বিধানসভা নির্বাচন। ঠিক তার আগেই জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের ব্যাপক তৎপরতায় জালনোট সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে এলাকা জুড়ে। জালনোট সহ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করাই সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সাধারণ মানুষ। এদিকে ধৃতদের শনিবার জঙ্গিপুরের বিশেষ আদালতে পাঠানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। জালনোট কারবারের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

প্রতি রাসপূর্ণিমার রাতেই এখানে মহাসমারোহে হয় ভান্ডানি মায়ের পুজো

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৬ নভেম্বর ঃ প্রতি বছরের মতো এবছরও মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ির চুপরিপাড়ায় ভান্ডানিপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। এই পুজোকে কেন্দ্র করে মন্দিরের সামনে বড় মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ঢাক বাজনার ব্যবস্থা রয়েছে। পুজোটি এলাকায় পুরনো ভান্ডানি নামে পরিচিত। দুর্গাপুজোর পর একাদশী তিথিতে ভান্ডানিপুজো হলেও এখানে রাসপূর্ণিমা তিথিতে ভান্ডানিপুজো হয়। পুজোয় এলাকার মহিলারা সামিল হন। এখানে দেবী ভান্ডানির বাহন হল সিংহ। মা ভান্ডানি ছাড়াও কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও মহাকালের পুজো হয়। প্রতি বছর পুরোনো প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে মন্দিরে নতুন প্রতিমা স্থাপিত হয়। ১৯৬২ সাল থেকে এখানে রাসপূর্ণিমায় দেবী ভান্ডানি পূজিত হয়ে আসছেন। পুজো কমিটির উপদেষ্টা ভগীরথ রায়, হরিকিশোর রায়রা জানান, পুজোকে কেন্দ্র করে পালা গানের আসর ও বড় মেলা বসে। এই পুজোয় জাতি-ধর্ম- নির্বিশেষে অনেক মানুষের সমাগম হয়। এদিন পুজো দিতে সকাল থেকে মন্দিরে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে। পুজো চলবে তিন দিন। বাংলায় রাসপূর্ণিমার আলাদা আয়োজন ও উদ্‌যাপন। পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ পুজো তো হয়ই। এ ছাড়াও দিনটি গুরুনানক জয়ন্তী হিসেবে যেমন পালিত হয়, তেমনই এদিন জৈন ধর্মগুরু তীর্থঙ্করের স্মরণে বের হয় এক শোভাযাত্রা।

বাঁকুড়ায় শীতবস্ত্র মেলায় ১০-১৫ টাকায় মিলবে গরম পোশাক

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ নভেম্বর ঃ ২০১৮ সাল পর্যন্ত 'ভুটিয়ারা' (পাহাড়ি জনজাতি) আসতেন শীত বস্ত্রের ব্যবসা করতে আসত বলে বাঁকুড়া শহরে নাম ছিল 'ভুটিয়া মার্কেট'। অত্যন্ত সুলভ মূল্যে শীতবস্ত্র পাওয়া যেত এই মার্কেটে। তবে ভুটিয়ারা এখন আর আসেন না। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ধরে রেখেছেন সেই ধারাবাহিকতা। বাঁকুড়া পৌরসভার পাশে এডওয়ার্ড হলের উল্টোদিকে সারি সারি মেলার মত দোকান বসেছে সাময়িক দুই তিন মাসের জন্য। চরম ব্যস্ততা, দোকানের ভিতরে রয়েছে শীত বস্ত্র। আগাম ধরে নেওয়া হয়েছে এই বছর জাঁকিয়ে শীত পড়বে বাঁকুড়ায়। ভুটিয়া মার্কেটের নাম পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে নাম শীত বস্ত্র মেলা। প্রায় ১৫ থেকে ২০ টি দোকান। প্রতিটি দোকান ভর্তি হয়ে যাবে কয়েকদিনেই শীতের বস্ত্রতে। থাকবে সবই! মাথার টুপি থেকে শুরু করে পায়ের মোজা, হাতের গ্লাভস এবং শুধুমাত্র কান ঢাকা টুপি কিংবা হনুমান টুপি। টুপি ছাড়াও থাকবে সোয়েটার জ্যাকেট, কোট। এছাড়াও থাকছে গায়ে দেওয়ার চাদর। ১০ থেকে ১৫ টাকা থেকে দাম শুরু, সর্বোচ্চ মূল্য পৌঁছে যাবে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা। বাঁকুড়ার আর্থসামাজিক পরিস্থিতির কথা ভেবে এমন এক টেম্পোরারি মার্কেটের আয়োজন। শীতের দিনগুলি যাতে আরাম করে কাটে, সেই কারণেই বিভিন্ন স্তরের মানুষ আছেন এই মেলাতে এবং কিনে নিয়ে যান গরম পোশাক।

নতুন চেহারা পাচ্ছে আত্রেয়ী বাঁধ! পাশাপাশি বদলে যাচ্ছে ঘোরার নিয়মও

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৬ নভেম্বর ঃ বালুরঘাটের আত্রেয়ী ড্যাম ওয়াটার পার্ক হয়ে উঠেছিল। সেখানে নেমে চলত জলকেলি। হত ফটোশুট, আড্ডা। সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড এবং সিভিক প্রহরারও ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু তারপরেও অলক্ষ্যে সেখানে ফটোশুট আর আড্ডার হিড়িক চলছিল। এমনকি গ্রীষ্মকালে স্নান করতেও নেমে যায় বহু মানুষ। এর ফলে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এই ড্যাম এলাকায়। তাই দুর্ঘটনা এড়াতে এবার বালুরঘাটের আত্রেয়ী ড্যাম ঘিরছে সেচ দফতর। একেবারে কংক্রিট ও লোহা দিয়ে স্থায়ীভাবে বেড়া দেওয়া হচ্ছে। সেচ দফতর সূত্রে খবর, ড্যামের পূর্বপাড়ে প্রায় ১০০ মিটার এবং পশ্চিমপাড়ে প্রায় ১০০ মিটার করে এই ফেন্সিং বা ঘেরা দেওয়া হচ্ছে। ওই কাজের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ওই টাকাতেই সেই কাজ চলছে। মূলতঃ, আত্রেয়ী ড্যামের সৌন্দর্য্যের কারণে বহু মানুষ এসে ভিড় করে। গত এক বছরে তিনজনের মৃত্যু ও একাধিকের তলিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। ফলে ওই কংক্রিট ও লোহার নেটের ঘেরা দিয়ে এবার দুর্ঘটনা কমবে বলে মনে করছে প্রশাসন। শহরের চকভবানী এলাকায় নদীর মাঝে এই বাঁধ ১০ কিলোমিটার এলাকায জল রাখছে। বাঁধ লম্বায় ১৯৫ মিটার লম্বা, উচ্চতা ২ মিটার। এই ২ মিটার জল ভরে গেলেই বাকিটা উপচে পরে ডাউন স্ট্রিমে। ওই ড্যাম দিয়ে জলস্রোত দেখতে ভিড় লেগেই থাকে।

২৩ কেজি গাঁজা সহ গ্রেপ্তার ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর ঃ গোপন সূত্রের খবর ভিত্তিতে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ শিলিগুড়ি কলকাতা বেসরকারি বাস থেকে ২৩ কেজি গাঁজা সহ গ্রেপ্তার এক যুবক। জানা যায় ধৃত যুবক কুচবিহার থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর থাকার পরেই ঘোষপুকুর মোড়ে নামকরা ট্রাভেলস এজেন্সির বাসে তল্লাশি চালানো হয়। এরপরে সেই বাসের কেবিন থেকে তিনটি ব্যাগ উদ্ধার হয়। যার মধ্য থেকে ২৩ কেজি গাঁজা ভর্তি ছিল। এরপরে সেই ব্যাগের মালিক খুঁজতে গিয়ে ধরা পড়ে এক যুবক। তবে গাড়ির চালক বা কন্টাকটার বিষয়টি জানতেন না বলেই জানিয়েছেন আমাদেরকে। ধৃত যুবকের নাম অনুপ মন্ডল(২৭)। নদীয়ার বাসিন্দা। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। রিমান্ডে নিয়ে এই গাঁজা পাচারের পিছনে আর কারা কারা যুক্ত রয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ।

বিকল্প চাষ হিসাবে এবার গাঁদা ফুলের চাষকেই বেছে নিয়েছেন কৃষকেরা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৬ নভেম্বর ঃ এই শীতে বড় লাভের পথ দেখছেন কৃষকরা। তবে আর রবিশস্য চাষ করে লাভবান হচ্ছেন না কৃষকরা। কারণ রবিশস্য অগ্নিমূল্য। শুধু তাই নয়, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়ে আকাশ ছোঁয়া! এই গতিকেই এবার অন্য দিকে ঝুঁকছেন কৃষকরা। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প চাষ হিসাবে শীতের মুখে এবার গাঁদা ফুলের চাষকেই বেছে নিয়েছেন কৃষকেরা। আর তাতেই এবার দুর্দান্ত লাভের মুখ দেখছেন বাংলার এই কৃষকরা। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প চাষ হিসাবে শীতের মুখে এবার গাঁদা ফুলের চাষকেই বেছে নিয়েছেন কৃষকেরা। আর তাতেই এবার দুর্দান্ত লাভের মুখ দেখছেন বাংলার এই কৃষকরা। একদিকে ফলন তুঙ্গে। পাশাপাশি গাঁদা ফুল চাষে ঘাটতির সম্ভাবনাও কম। তবে, শুধুমাত্র শীতকাল নয় সারা বছরই গাঁদা ফুল চাষ করে লাভবান হচ্ছেন চাষীরা। একদিকে ফলন তুঙ্গে। পাশাপাশি গাঁদা ফুল চাষে ঘাটতির সম্ভাবনাও কম। তবে, শুধুমাত্র শীতকাল নয় সারা বছরই গাঁদা ফুল চাষ করে লাভবান হচ্ছেন চাষীরা। বালুরঘাট শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মাহীনগর এলাকায় বহু কৃষক বর্তমানে সবজি কিংবা রবি শস্য চাষ বাদ দিয়ে গাঁদা ফুল চাষে আগ্রহী হয়েছেন তাঁরা। বর্তমানে সারা বছর ধরেই গাঁদা ফুলের চাহিদা অনেকটা বেড়েছে। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে, বিয়েবাড়ি বা শ্রাদ্ধবাড়িতে, পুজো পার্বণে এবং গৃহসজ্জার কাজেও গাঁদা ফুল সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ফুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে মাহীনগর এলাকায় অন্যান্য সবজির পাশাপাশি গাঁদা ফুল চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন ওই এলাকার চাষীরা। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তাঁরা গাঁদা ফুল চাষ করে চলেছেন। এমন সাফল্য দেখে আশেপাশের কৃষকেরাও গাঁদা ফুল চাষে এগিয়ে আসছেন। গাঁদা ফুল চাষের ক্ষেত্রে উপযুক্ত আবহাওয়া পেয়ে গাঁদা ফুল চাষকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে গাঁদা ফুল চাষীরা আরও বিকল্প ভাবনা চিন্তা করছেন। এবিষয়ে এক ফুলচাষী জানান, একবার গাছ লাগানোর পর প্রায় তিন থেকে চার মাস ফুল ফোটে। সেই গাছ মারা গেলে আবার তিনি সেই জমি নতুন করে তৈরি করে পুনরায় গাঁদা ফুলের চারারোপন করেন। খরালি, বর্ষালি, শীতলি তিন ধরণের চারা লাগানো হয়। ফলন ভাল হলে ফুল বিক্রি হয় দ্বিগুণ দামে। এতে লাভের হার অনেকটাই বেশি অন্যান্য ফসলের তুলনায়। এই ভাবেই বছরে চারবার তিনি গাঁদা চাষ করছেন। এছাড়াও গাঁদা ফুলের মালা গেঁথেও অনেক মহিলা নিজ নিজ সংসারের হাল টানছেন। দাম কম হলেও মানুষের কাছে এই ফুলের চাহিদা থাকায় গাঁদা ফুল চাষ করেই লাভের মুখ দেখতে পারছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় কৃষকেরা।

প্রকাশ্যে মুরগি কাটা বন্ধের দাবি

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ নভেম্বর ঃ ভালোবেসে মুরগির মাংস দাঁত দিয়ে মচমচ করে চিবিয়ে খান। দাঁত শক্ত হবে। হাড় শক্ত হবে। শিশু ও ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধির বিকাশ হবে। খিদে বাড়াবে, ইমিউনিটি বাড়াবে। ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রন করবে। তাই ভালবাসুন মুরগি মাংস। শনিবার জাতীয় মুরগি দিবস উপলক্ষ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল পোল্ট্রি ফেডারেশন ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের পক্ষ থেকে এই আবেদন জানানো হয়েছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় এই ব্যানার শোভা পাচ্ছে। এতেই প্রতিবাদে সরব হয়েছে জেলার পশু প্রেমী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস। জাতীয় মুরগি দিবসে প্রকাশ্যে মুরগি কাটা বন্ধের দাবি উঠেছে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, জাতীয় মুরগি দিবস পালন, মুরগি মাংসকে ভালবাসতে বলা নিয়ে তাদের কোনও বক্তব্য নেই। শুধু মুরগি কাটার দৃশ্য প্রকাশ্যে দেখানো নিয়ে তাদের আপত্তি। এই ভালবাসার কথা বলা ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছে মুরগি মাংস বিক্রির দোকানগুলিতেও। এই দোকানগুলির মুরগি কাটা নিয়ে সমাজকর্মী ও পশু প্রেমীদের দীর্ঘদিনের আপত্তি রয়েছে। তাদের বক্তব্য, রাস্তার ধারে ফুটপাতের ওপর একটা বড় বটিতে একটানে মুরগীর গলা কেটে ফেলা হয়। মুরগিটার কাটা গলা দিয়ে রক্ত ছিটকে বেরিয়ে আসে। মুরগিটা ছটপট করতে করতে ধীরে ধীরে চুপ হয়ে যায়। এই দৃশ্য দেখে অনেকেই আঁতকে উঠেন, বিরূপ প্রভাব পড়ে মায়ের হাত ধরে বা কোলে স্কুলগামী শিশু মনে। এই দৃশ্য অনেকেই দেখে কষ্ট পান। গৌতমবাবুর বক্তব্য, এই ব্যানারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রানীসম্পদ বিকাশ দফতরের নাম উল্লেখ রয়েছে। যে দফতরের অধীনে রয়েছে পশু ক্লেশ নিবারণী সমিতি বা সোসাইটি ফর প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলটি এগেনস্ট অ্যানিম্যাল। প্রকাশ্যে মুরগি কাটার দৃশ্য কতটা প্রানী সম্পদ কল্যান দফতরের অনুকূল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা। গৌতমবাবুর বক্তব্য এই নিয়ে বাঁকুড়া, বহরমপুর সিউড়ি ও ঢাকুরিয়াতে তারা পথ সভা করেন। বনিতা আঠা ও মল্লিকা পানের বক্তব্য, এই দৃশ্য দেখে তাদের শিশুরা ভয় পায়। এই দৃশ্য বন্ধকরা দরকার।

সুরিনামে ৪২৫ মেট্রিক টন খাদ্য সামগ্রী পাঠিয়েছে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর ঃ প্রতিশ্রুতি মতো দক্ষিণ আমেরিকার দেশ সুরিনামে ৪২৫ মেট্রিক টন খাদ্য সামগ্রী পাঠিয়েছে ভারত। শনিবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ভারত সুরিনামের সাথে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যেতে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পূরণ করেছে। সুরিনাম সরকারকে তাদের সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচির জন্য খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রায় ৪২৫ মেট্রিক টন খাদ্যের প্রথম চালান শনিবার ভারত থেকে সুরিনামের রাজধানী প্যারামারিবোর উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেছে।

Office of the Councillors
EGRA MUNICIPALITY
EGRA:: PURBA MEDINIPUR

NOTICE INVITING QUOTATION

e-quotations are invited by the Chairman, Egra Municipality from the reliable, resourceful, bonafide and experience agencies/suppliers. **vide (1) NI(e)Q No.-11/Medicine and Medicine Equipment/24-25, Date-13.11.24. Last date & time of submission of quotation 02/12/2024 upto 05:00pm (I.S.T.)**. Others details can be seen from the **https://wbtenders.gov.in** & Notice Board of the undersigned or **website www.egramunicipality.org.in**

Sd/- Chairman,
Egra Municipality

কোহলি, রাহুলের পর চোটের কবলে শুভমান গিল

পারথ, ১৬ বর্ডার গাভাসকর ট্রফির আগে ক্রমশ দুশ্চিন্তা বাড়ছে ভারতীয় দলের। এর আগে আহত হয়েছিলেন বিরাট কোহলি ও কেএল রাহুল। এবার সেই তালিকায় নাম শেখালেন শুভমান গিল। ক্যাচ ধরতে গিয়ে আঙুলে চোট পেলেন ভারতীয় ব্যাটার। ২২ নভেম্বর থেকে পারথের অপ্টাস স্টেডিয়ামে শুরু হবে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি। অপ্টাস স্টেডিয়ামের পেস এবং বাউন্সের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য ওয়াকাকেই ট্রেনিং গ্রাউন্ড হিসেবে বেছে নিয়েছে ভারত। কারণ, সে মাঠের গতি-বাউন্সের সঙ্গে প্রভূত মিল রয়েছে অপ্টাস স্টেডিয়ামের। সেখানে চলছে ম্যাচ সিমুলেশন। তখনই বিপত্তি। স্লিপে ফিল্ডিং করছিলেন শুভমান। আচমকাই একটি বল এসে লাগে তাঁর হাতে। আঙুলে চোট লেগেছে ভারতীয় ব্যাটারের। তবে তাঁর চোট কতটা গুরুতর তা এখনও জানা যায়নি। টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আগামী তিনদিন শুভমানের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হবে। তার পরই ঠিক করা যাবে পারথে তিনি নামতে পারবেন কিনা? নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে প্রথম টেস্টে ঘাড়ের চোটের জন্য খেলতে পারেননি শুভমান। এবার ফের চোটের হানা। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি শুরু হতে আর এক সপ্তাহও বাকি নেই। তার মধ্যেই আশঙ্কার কালো মেঘ ভারতীয় শিবিরে। উল্লেখ্য, এর আগে এর আগে অনুশীলনে চোট পেয়েছিলেন সরফরাজ খান। তার পর খবর আসে, আহত হয়েছেন বিরাট কোহলি ও কেএল রাহুলও। প্রথম টেস্টে রোহিত শর্মা যদি একান্তই খেলতে না পারেন তাহলে রাহুলের ওপেন করার সম্ভাবনা প্রবল। অন্যদিকে ফর্মে ফিরতে মরিয়া কোহলির দিকেও তাকিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা। তবে পরবর্তী রিপোর্টে জানা যায়, দুজনের চোটই গুরুতর নয়। এর মধ্যেই নয়া বিপত্তি শুভমানকে নিয়ে।

চুক্তি বাতিল! পল পগবার জুভেন্টাস থেকে বিদায়

৬ নভেম্বর ঃ ইতালির ক্লাব জুভেন্টাসের সঙ্গে পল পগবার সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে। ডোপিং নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আপিলের মাধ্যমে ৪ বছর থেকে ১৮ মাসে কমানোর পরও, সিরি আ-র এই ক্লাবটি নিশ্চিত করেছে যে ফ্রান্সের এই মিডফিল্ডারের চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। ক্লাবের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ থেকে পল পগবার চুক্তি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বাতিল করা হয়েছে। জুভেন্টাসে ২০২২ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে ফেরার পর পগবার কার্যকাল বেশ কিছু সমস্যায় ভরা ছিল, মাঠের ভেতর ও বাইরে দুদিকেই। তাঁর চুক্তি ২০২৬ সাল পর্যন্ত থাকার কথা ছিল, তবে ক্লাব এবং খেলোয়াড় দুই পক্ষই আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। পগবা সামাজিক মাধ্যমে জুভেন্টাস সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আমাকে এমন ভালোবাসা দিয়েছে যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আমি তোমাদের ভালোবাসা কখনো ভুলব না।

নেশনস লিগ ঃ স্কটল্যান্ড কোয়ার্টার ফাইনালে

গ্লাসগো, ১৬ নভেম্বর ঃ শুক্রবার রাতে হ্যাম্পডেন পার্কে গ্রুপ এ - এর চূড়ান্ত খেলায় স্কটল্যান্ড ১০ জনের ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জিতে কোয়াটার ফাইনালে গেছে। ম্যাকগিন ৮৬ মিনিটে গোলটি করেন। এই জয়ে টেবিলের নীচে থাকা স্কটল্যান্ডকে কোয়ার্টার ফাইনালের লড়াইয়ে রেখেছে। তৃতীয় স্থানে থাকা পোল্যান্ডের সাথে তাদের চার পয়েন্ট সমান। সোমবার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এই দুই দল মুখোমুখি হবে কোয়ার্টার ফাইনালে যাবার লড়াইয়ে। ক্রোয়েশিয়া পর্তুগাল থেকে সাত পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছে। ক্রোয়েশিয়া সোমবার পর্তুগিজদের কাছ থেকে এক পয়েন্ট পেলেই কোয়ার্টারে জায়গা নিশ্চিত করতে পারে।

ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন আয়ুশ বাদোনি

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর ঃ দিল্লির ব্যাটার আয়ুশ বাদোনি শনিবার দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলা স্টেডিয়ামে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে রাউন্ড ৫ ম্যাচের চতুর্থ দিনে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন। বাদোনি মাত্র ২১৬ ডেলিভারিতে ডাবল সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছেন। এই সেঞ্চুরি করার জন্য ১৬টি চার এবং ১০টি ছক্কা মেরেছেন। এর আগে বাদোনির ব্যক্তিগত সেরা রান ছিল ১৯১।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে

সিরিজ জয়ের ম্যাচে রেকর্ডের ফুলঝুরি, 'এই দলের জন্য গর্বিত'ঃ অধিনায়ক সূর্য

১৬ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৪ ম্যাচের সিরিজে ৩-১ ব্যবধানে জয়। শুধু জয় বললে ভুল হবে, বিপক্ষকে রীতিমতো ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া যাকে বলে, সেটাই করে দেখাল টিম ইন্ডিয়া। বস্তুত বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে নিয়ে ছেলেখেলা করলেন সঞ্জু স্যামসন, তিলক বর্মারা। শুক্রবার সিরিজ জয়ের ম্যাচেও ভারত একের পর এক রেকর্ড গড়ল। ম্যাচ শেষে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব বললেন, এই দল নিয়ে আমি গর্বিত।

দ্রুততম ২০০ ঃ প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ১৪.১ ওভারে ২০০ রানের গণ্ডি পার করে টিম ইন্ডিয়া। যা ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম সংস্করণে টিম ইন্ডিয়ার দ্রুততম ২০০ রান। এক ইনিংসে সর্বাধিক ছয় ঃ প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ২৩টি ছক্কা হাঁকিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। যা কিনা টি-২০ ক্রিকেটে সেরা ১০ দেশের মধ্যে সর্বাধিক। এর আগে এক ইনিংসে ২২টি ছক্কা মারার নজির ছিল ভারতের। এক ইনিংসে জো।া সেঞ্চুরি তিলক বর্মা এবং সঞ্জু স্যামসন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি তে এই প্রথম বার একই দলের দুই ব্যাটার একই ইনিংসে শতরান করলেন।

এক সিরিজে একই ব্যাটারের একাধিক সেঞ্চুরিঃ এই রেকর্ডেও উঠে গেল দুই ভারতীয় ব্যাটারের নাম। সঞ্জু স্যামসন এবং তিলক বর্মা দুজনেই চলতি সিরিজে দুটি করে সেঞ্চুরি করেছেন।

এক বছরে সর্বাধিক শতরানঃ শুধু চলতি বছরেই ৩টি শতরান করলেন সঞ্জু স্যামসন। যা এক ক্যালেন্ডার বছরে কোনও ব্যাটারের করা সবচেয়ে বেশি শতরান।

দ্বিতীয় উইকেটে সর্বাধিক রানঃ তিলক বর্মা এবং সঞ্জু স্যামসন শুক্রবার দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ২১০ রান তোলেন। যা কিনা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি তে দ্বিতীয় উইকেটে সর্বাধিক। যে কোনও উইকেটের জুটির নিরিখে এটা ষষ্ঠ সর্বোচ্চ পার্টনারশিপ।

এক সিরিজে সবচেয়ে বেশি ছয়ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে ২০টি ছক্কা মেরেছেন তিলক বর্মা এবং ১৯টি ছক্কা মেরেছেন সঞ্জু স্যামসন। যা এক সিরিজে ভারতীয়দের নিরিখে সর্বোচ্চ। এর আগে বিরাট কোহলি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এক সিরিজে ১৩টি ছক্কা মারেন।

দ্বিতীয় ম্যাচে সামান্য কয়েকটা ওভার বাদ দিলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গোটা টি-২০ সিরিজেই দাপট দেখিয়েছে ভারত। বিশেষ করে প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ টি-টোয়েন্টি তে ভারতের ব্যাটিং বিক্রম রীতিমতো নজর কেড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই গোটা টিমের পারফরম্যান্সে গর্বিত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। সিরিজে মূলত সঞ্জু স্যামসন, তিলক বর্মা, বরুণ চক্রবর্তীরা নজর কা।লেও সূর্য কৃতিত্ব দিচ্ছেন গোটা দলকে। তাঁর কথায়, বিদেশের মাটিতে এসে এভাবে সিরিজ জেতাটা সহজ কাজ নয়। দলের প্রত্যেক সদস্যের অবদান ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না। আমি গোটা দলের জন্য গর্বিত।

তরুণ তুর্কির কাছে হারলেন 'লৌহমানব' ম্যাচ শেষে পলকে আলিঙ্গন টাইসনের

১ নভেম্বর ঃ বয়স হয়েছে, তার একটা বার তো থাকে, তাও লড়ে গেলেন তরুন তুর্কির সঙ্গে এবং তা দেখার মতো। আবার লা যায় গতি কমেছে। সেই ক্ষিপ্রতা প্রত্যাশা করাও ভুল। তবে ৫৮ বছর বয়সে রিংয়ে এসে টানা ৮ রাউন্ড লড়াই করে গেলেন 'সর্বকালের সেরা' বক্সার মাইক টাইসন। সাতাশের তরুণ তুর্কির সামনে আটান্নর ' জিতে গেলে সত্যিই অঘটন ঘটত। সেই অঘটন ঘটেনি। তবে, টাইসনের হারেও যেন আবেগের বিস্ফোরণ হল টেক্সাসের আর্লিংটন স্টেডিয়ামে। শুক্রবার ৫৮ বছরের টাইসন এবং ২৭ বছরের জেক পলের মধ্যে আট রাউন্ডের লড়াই হয়। প্রতি রাউন্ডে ২ মিনিট করে লড়তে হয়েছে দুই বক্সারকে। অতএব টানা ১৬ মিনিটের লড়াই। বয়সের ভারে মন্থর টাইসন পেরে উঠলেন না। দ্বিতীয় রাউন্ডের পরেই হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। ম্যাচ শেষে তিন বিচারকই ঐক্যমতের ভিত্তিতেই পলকে জয়ী ঘোষণা করেন। পল জেতেন ৮০-৭২, ৭৯-৭৩, ৭৯-৭৩ পয়েন্টের ব্যবধানে।

যে বক্সার গোটা পেশাদার কেরিয়ারে হেরেছেন মাত্র ৬টি ম্যাচ তিনিই কিনা হেরে গেলেন তরুণ বক্সারের

কাছে। খানিক আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন তিনি। ম্যাচ শেষে বড় দাদার মতো জড়িয়ে ধরলেন পলকে। যে মাইক টাইসন পরিচিত লৌহমানব হিসাবে, এভাবে আবেগি হতে বেশি দেখা যায় না তাঁকে। বরাবরই তিনি 'রাফ অ্যান্ড টাফ'। বিতর্কের মধ্যে থাকতেই যেন পছন্দ করেন। এই ম্যাচের আগেও জ।ড়িয়েছেন বিতর্কে। এই পলকেই তিনি চড় মেরে বসেছিলেন। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকের মধ্যে প্রতিপক্ষকে হঠাৎ চড় মারার সেই দৃশ্য ভাইরাল হয়ে যায় নিমেষে। সেই মাইক টাইসন আজ আবেগি। টাইসনের সেই চড় হয়তো আশীর্বাদের মতো পলের কাছে। নাহলে রিংয়ের লৌহমানবকে এত অনায়াসে হারানোর সুযোগ কেই বা পান। হোক না বয়সের ব্যবধান ৩১ বছরের। হোক না মন্থর গতির হাপিয়ে ওঠা প্রতিপক্ষ। তবু তিনি মাইক টাইসন, তবু তিনি 'লৌহমানব' তবু তিনি 'সর্বকালের সেরা'।

অনবদ্য গোল, নজির গড়ে পর্তুগালকে কোয়ার্টারে তুললেন সিআর ৭

১৬ নভেম্বর ঃ বয়স তাঁর ৩৯। যে বয়সে অধিকাংশ ফুটবলার চলে যান বাতিলের খাতায়। অবসর যাপন করেন। সেই বয়সেও তিনি এখন লড়ে চলেছেন। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এখনও জিতে চলেছেন। তিনি কিন্তু চমক দেখিয়ে চলেছেন। এমন সব কাণ্ড ঘটাচ্ছেন যা অন্য ফুটবলাররা ভাবতেও পারবন না। ম্যাচের ৮৭ মিনিট। ডান প্রান্ত থেকে উড়ে এল ভাসানো বল। দ্বিতীয় পোস্টে অপেক্ষারত রোনাল্ডোর থেকে বলটি সামান্য পিছনে ছিল। হেডার দেওয়া সম্ভব ছিল না। তার পর যেটা হল সেটা এককথায় অবিস্মরণীয়। যেন মুহূর্ত থমকে গেল। ৩৯ বছরের 'তরুন' শূন্যে ছুড়ে দিলেন নিজের শরীর। অবিশ্বাস্য দক্ষতায় বাইসাইকেল কিকে বল জড়িয়ে দিলেন বিপক্ষের জালে। রোনাল্ডোর সেই গোল দেখলে সত্যিই অস্ফুটে বলে উঠতে হয়, আহা কী দেখিলাম! শুক্রবার রাতে উয়েফা নেশনস লিগে পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে একপেশে ম্যাচে জিতেছে পর্তুগাল। আর সেই একপেশে জয়ের কারিগর ৩৯ বছর বয়সে রোনাল্ডোই। ৮৭ মিনিটের ওই অবিশ্বাস্য গোলের আগে ৭২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেছেন তিনি। রয়েছে একটি অ্যাসিস্টও। সব মিলিয়ে পর্তুগাল জিয়েছে ৫-১ গোলে। বাকি গোলগুলি করেন রাফায়েল লিয়েও, পেড্রো নেটো এবং ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। ৮৮ মিনিটে একটি গোল শোধ করেন ডমিনিক মারজুক। এটা রোনাল্ডোর আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের ১৩২তম জয়। সেটাও রেকর্ড। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এটাই একজন ফুটবলারের জন্য সবচেয়ে বেশি জয়। এর আগে স্পেনের সের্জিও র‍্যামোস ১৩১টি ম্যাচ জিতেছিলেন। শুক্রবারের জোড়া গোলে রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৯১০-এ। এদিনের জয়ে পর্তুগালের নেশনস লিগের ফাইনালে ওঠাও নিশ্চিত হয়ে গেল।

ঝাড়খণ্ডকে হারিয়ে সন্তোষ ট্রফির অভিযান শুরু করল বাংলা দল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ সূচি অনুযায়ী শনিবার কল্যানী স্টেডিয়ামে সন্তোষ ট্রফির প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছিল বাংলা দল। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ ছিল ঝাড়খণ্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। সম্পূর্ণ সময় শেষে ৪-০ গোলের ব্যবধানে সেই ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিল সঞ্জয় সেনের ছেলেরা। এদিন বাংলার হয়ে জোড়া গোল করেন রবি হাঁসদা। পাশাপাশি একটি করে গোল করেন যথাক্রমে মনোতোষ মাঝি এবং নরহরি শ্রেষ্ঠা। এই জয় নিঃ সন্দেহে অনেকটাই আত্মবিশ্বাস বাড়াবে দলের সকল ফুটবলারদের। প্রথম ম্যাচের মত আগামী ম্যাচ গুলিতে ও এই পারফরম্যান্স বজায় রাখার লক্ষ্য থাকবে বাংলার ফুটবলারদের। বলাবাহুল্য, এদিন ঘরের মাঠে ম্যাচ থাকায় প্রথম থেকেই যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সাথে খেলতে দেখা গিয়েছে দলের সকল ফুটবলারদের। ধীরে ধীরে ম্যাচের বয়স বাড়ার সাথে সাথেই যথেষ্ট আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে দেখা যায় বাংলার ফুটবলারদের। তাঁদের সামলাতে গিয়ে কার্যত নাজেহাল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল ঝাড়খণ্ডের ফুটবলারদের। এসবের মাঝেই ম্যাচের ৪৫ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল তুলে নেয় বাংলা দল। এক্ষেত্রে বল প্রতি আক্রমণে উঠে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে এসে গিয়েছিলেন ইসরাফিল দেওয়ান, তাঁর পাস থেকেই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন মনতোষ মাঝি। প্রথমার্ধের শেষে সেই এক গোলের ব্যবধানেই এগিয়েছিল সঞ্জয় সেন বাংলা দল। তবে দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই আক্রমণের তেজ বাড়াতে শুরু করে আবু সুফিয়ানরা। তারপর ৬৫ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে নিজের প্রথমো গোল তুলে নেন রবি হাঁসদা। যারফলে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় বাংলার ফুটবল দল। দ্বিতীয় গোলের মিনিট কয়েকের মধ্যেই চলে আসে তৃতীয় গোল। এবার মাঝমাঠ থেকে গ্রু ধরে বল নিয়ে. উপরে উঠে আসেন মনোতোষ। তাঁর পাস থেকেই বল নিয়ে দ্বিতীয় গোল করে যান রবি হাঁসদা। এই তৃতীয় গোলের মনোবল ভাঙতে শুরু করে ঝাড়খন্ড ফুটবলারদের। কিন্তু তবুও আক্রমণে উঠতে ভোলেননি তারক হেমব্রমরা। এভাবেই ম্যাচের ঠিক ৮৪ মিনিটের মাথায় সুপ্রদীপ হাজরার বাড়ানো বল থেকে দলের হয়ে চতুর্থ গোল করে যান নরহরি শ্রেষ্ঠা। শেষ পর্যন্ত এই চার গোলের ব্যবধানেই আসে টুর্নামেন্টের প্রথম জয়।

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে রনজিতে প্রথম জয় পেল বাংলা, দাঁড়ালো তৃতীয় স্থানে

১৬ নভেম্বর ঃ রনজিতে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ শেষে জয়ের দেখা পেল বাংলা। একটা সময় মনে হচ্ছিল, মধ্যপ্রদেশ বোধহয় জয় ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু শেষবেলায় শাহবাজ আহমেদ, মহম্মদ শামিদের দুরন্ত বোলিংয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ল বাংলা। শামির প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে ১১ রানে জয় পেল বাংলা। ম্যাচের সেরা শাহবাজ আহমেদ। মধ্যপ্রদেশের হোলকার স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে বাংলা তোলে ২২৮ রান। শাহবাজ আহমেদ করেন ৯২ রান। জবাবে মধ্যপ্রদেশের ইনিংস থেমে যায় ১৬৭ রানে। যার নেপথ্যে ছিল মহম্মদ শামির আগুনে বোলিং। ৩৬০ দিন পর মাঠে ফিরে তিনি তুলে নিয়েছিলেন ৪ উইকেট। প্রথম ইনিংসে ৬১ রানের লিড ছিল বাংলার। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলা করে ২৭৬ রান। ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় করেন ৫২ রান। ঋদ্ধিমান সাহার রান ছিল ৪৪। শেষের দিকে ব্যাট হাতে জ্বলে ওঠেন শামিও। তিনি ৩৬ বলে ৩৭ রান করেন। ৩৩৮ রানের লক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও লড়াই ছাড়েনি মধ্যপ্রদেশ। তৃতীয় দিনের শেষে ভেঙ্কটেশ আইয়ারদের রান ছিল ৩ উইকেট হারিয়ে ১৫০। শেষদিনে তুলতে হত আরও ১৮৮ রান। স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়েছিল, শামি-রোহিত কুমারদের দাপটে দ্রুত জয় পাবে বাংলা। কিন্তু সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ান অধিনায়ক শুভম শর্মা

ও ভেঙ্কটেশ আইয়ার। তারা আউট হয়ে যাওয়ার পরও চাপ কমেনি। বরং আরিয়ান আনন্দ পাণ্ডে ও সরংশ জৈনরা ক্রমশ ম্যাচ বাংলার হাতের মুঠো থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আরিয়ানকে আউট করেন মহম্মদ শামি। অন্যদিকে সরংশকে ফিরিয়ে দেন শাহবাজ। এই ইনিংসে শাহবাজ তোলেন ৪ উইকেট। শেষে শামির বলে কুমার কার্তিকেয় আউট হতেই জয় পায় বাংলা। মধ্যপ্রদেশের ইনিংস থেমে যায় ৩২৬ রানে। অনুষ্টুপরা ম্যাচ জেতেন ১১ রানে। মরশুমের প্রথম জয়ের সুবাদে ৫ ম্যাচে বাংলার পয়েন্ট ১৪। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ঋদ্ধিমানরা। ৪ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে সি গ্রুপে শীর্ষে হরিয়ানা, দ্বিতীয় স্থানে থাকা কেরলের পয়েন্ট ৪ ম্যাচে ১৫। এই গ্রুপ থেকে দুটি দল যাবে পরের রাউন্ডে। ফলে এখনই কাজ শেষ হয়নি বাংলার। সেই সঙ্গে এটাও প্রশ্ন, শামি যদি বর্ডার গাভাসকর ট্রফির জন্য অস্ট্রেলিয়া উড়ে যান, তাহলে পরের ম্যাচে বোলিং বিভাগকে নেতৃত্ব কার হাত দেওয়া হবে।

দুর্ভাগা পুসকাস অসাধারণ হয়েও ভাগ্যে জোটেনি বিশ্বকাপ, আজ তাঁর জন্মদিন

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ঃ ফুটবল ভালোবাসে, আর পুসকাসকে চেনে না এমন লোক খুঁজে পাওয়া দুরুহ। হাঙ্গেরি ফুটবলের সোনালী প্রজন্মের মহানায়ক পুসকাস ছিলেন বুদাপেস্ট -রিয়াল মাদ্রিদ এর সফল স্ট্রাইকার। ২০০৬ সালের ১৭ নভেম্বর তিনি না ফেরার দেশে চলে গেলেও দারুণ সব কীর্তি গড়া এই হাঙ্গেরিয়ান অমর থাকবেন ফুটবল ইতিহাসে। ১৯২৭ সালের পহেলা এপ্রিল জন্ম নেওয়া পুসকাসকে সবাই স্মরণ করবেন শ্রদ্ধা ভরে। এই হাঙ্গেরিয়ান যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় এবং ক্রীড়ার প্রথম আন্তর্জাতিক সুপারস্টার হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন। তিনি একজন ফরোয়ার্ড এবং আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার ছিলেন। তিনি হাঙ্গেরির হয়ে ৮৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশ নিয়ে ৮৪টি গোল করেছিলেন। তিনি ১৯৫২ সালে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন এবং ১৯৫৪ বিশ্বকাপের ফাইনালে হাঙ্গেরিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তিনটি

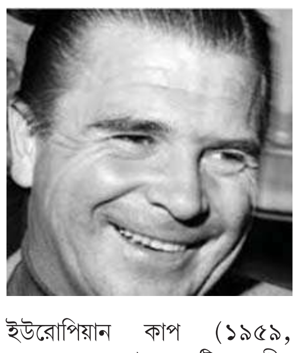

ইউরোপিয়ান কাপ (১৯৫৯, ১৯৬০,১৯৬৬), দশটি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ (পাঁচটি হাঙ্গেরিয়ান এবং পাঁচটি স্প্যানিশ প্রাইমার ডিভিসিয়ন) এবং আটটি সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোরিং সম্মান জিতেছেন । তার ক্যারিয়ারে ৭৯৩টি অফিসিয়াল গেমে ৮০৬ গোল করেছেন। এছাড়া এই কিংবদন্তি রয়েছে অসংখ্য রেকর্ড যা বলে শেষ করা যাবে না।

১৯৬১ সালে স্প্যানিশ নাগরিক হওয়ার পর, পুসকাস ১৯৬২তে বিশ্বকাপে স্পেনের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, কিন্তু তিনি চারটি ম্যাচে খেলে একটি গোল করতে পারেন নি। তিনি ১৯৬৬ সালে খেলা থেকে অবসর নেন এবং বেশ কয়েক বছর কোচ হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯৩ সালে পুসকাস তার দেশ বুদাপেস্টে ফিরে আসেন। ১৯৯৮ সালে, তিনি প্রথম ফিফাএসওএস চ্যারিটি অ্যাম্বাসেডরদের একজন হয়েছিলেন। ২০০২ সালে, বুদাপেস্টে নেপস্ট্যাডিয়নকে তার সম্মানে পুস্কাস ফেরেঙ্ক স্টেডিয়াম নামকরণ করা হয়। নভেম্বর ২০০৩ সালে উয়েফা জুবিলি অ্যাওয়ার্ডে হাঙ্গেরিয়ান ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃক গত ৫০ বছরের সেরা হাঙ্গেরিয়ান খেলোয়াড় হিসেবেও তাকে ঘোষণা করা হয়। তিনি পেলের ফিফা ১০০-তেও তালিকাভুক্ত ছিলেন।

দ্বিতীয়বার বাবা হলেন রোহিত শর্মা, ভূমিষ্ঠ 'জুনিয়র হিটম্যান'

১৬ নভেম্বর ঃ দ্বিতীয়বার বাবা হলেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক রোহিত শর্মা। শুক্রবার রাতে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ঋতিকা সাজদে। শর্মা পরিবারের তরফে সরকারিভাবে এখনও সন্তান জন্মের খবর জানানো হয়নি। তবে সূত্রের খবর, ঋতিকা পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। মা এবং সন্তান দুজনেই সুস্থ। ২০১৮ সালের একেবারে শেষ দিকে রোহিতের মেয়ে সামাইরার জন্ম হয়। ছ'বছর বাদে দ্বিতীয় সন্তানের বাবা হলেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক। যদিও সরকারিভাবে এখনও রোহিতের পরিবারের তরফে এই খবর জানানো হয়নি। স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর জানাননি তিনি। তবে বিসিসিআইয়ের কাছ থেকে অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রথম ম্যাচে ছুটি চেয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক। তারপরই তাঁর দ্বিতীয়বার বাবা হওয়া নিয়ে জল্পনা ছড়ায়। তবে পুরোটাই গোপন রাখার চেষ্টা করেছেন হিটম্যান। আগামী ২২ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শুরু হবে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি। পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলবে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। সেই সিরিজের প্রথম টেস্টে রোহিত খেলবেন কিনা, সেটা নিয়ে রীতিমতো ধোঁয়াশা রয়েছে। রোহিতের অস্ট্রেলিয়া উড়ে যাওয়াটা নির্ভর করছিল, তাঁর সন্তান কবে পৃথিবীর আলো দেখছে সেটার উপর। শোনা যাচ্ছে, শুক্রবার জুনিয়র হিটম্যান পৃথিবীর আলো দেখায় পারথ টেস্টের আগেই অস্ট্রেলিয়ায় উড়ে যেতে পারেন তিনি। দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর রোহিত দলে যোগ দেন কি না সেই দিকে নজর থাকবে। অস্ট্রেলিয়া না গেলেও মুম্বইয়ে ভারত অধিনায়ক নিয়মিত অনুশীলন করছেন। এমনিতে ভারতীয় দল এই মুহূর্তে চোট আঘাতের সমস্যায় জর্জরিত। তার উপর সদ্য নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের জেরে টিম ইন্ডিয়ার মনোবলেও ঘাটতি রয়েছে। এই অবস্থায় অধিনায়ক দলে যোগ দিলে খানিকটা আত্মবিশ্বাস বাড়বে টিম ইন্ডিয়ার।

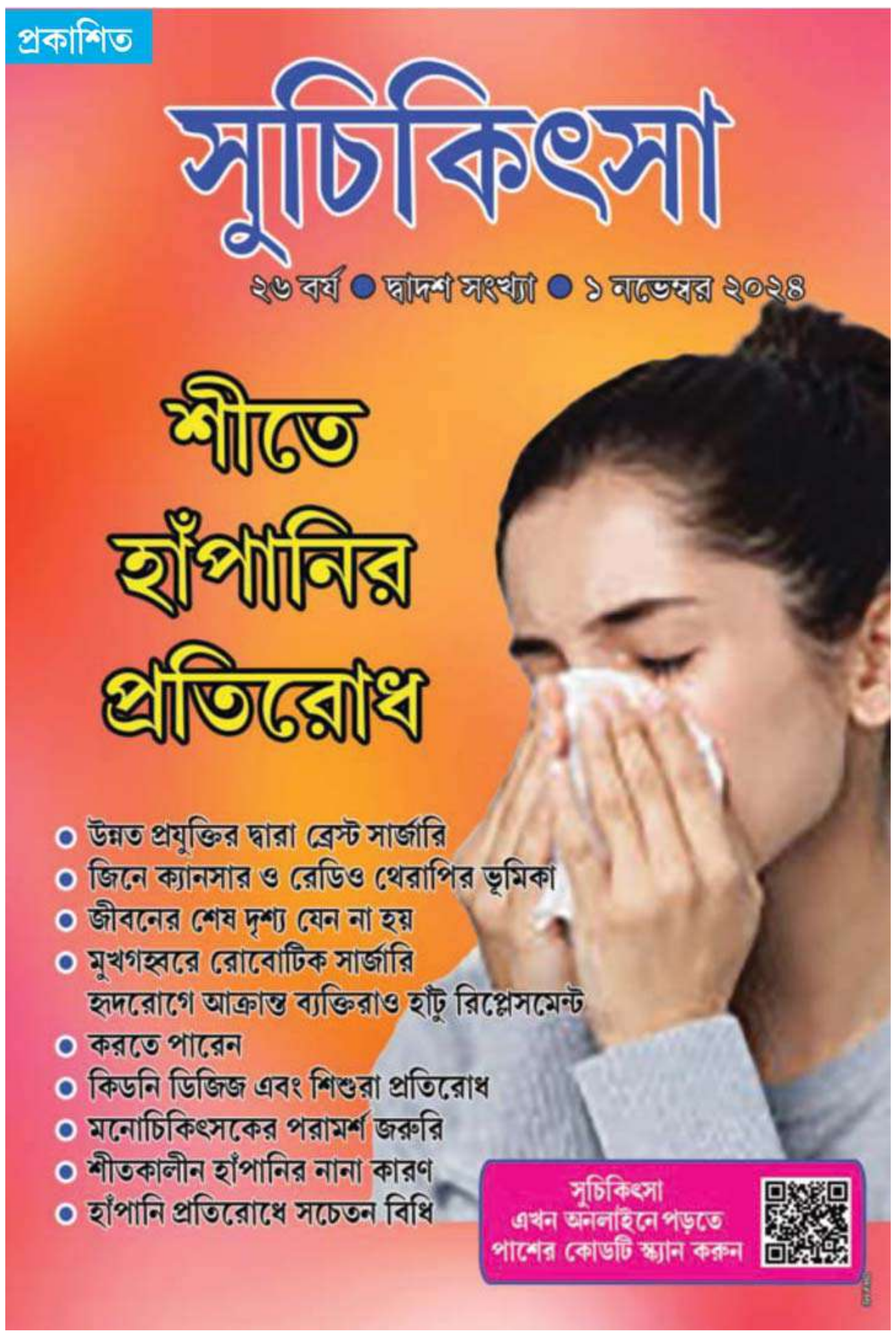

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com